আমার সিলেট আমার বাংলাদেশ

খলকু কামাল

আমার সিলেট
আমার বাংলাদেশ

খলকু কামাল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার সিলেট
আমার বাংলাদেশ

খলকু কামাল
নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
ফোন : ৭১৮-৫১৮-০৫২৯ (নিউইয়র্ক)
০৮২১-৭১৭১৯৮ (সিলেট)
2516 Tratman Ave.., Apt. B24, Bronx
Ny 10461, USA
Shiekghat Sylhet-3100, Bangladesh.
kkamal 360@hotmil.com

প্রকাশক : লেখক

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০৯

প্রচ্ছদ : সাঈদ চৌধুরী

গ্রন্থস্বত্ব : শারমিন চৌধুরী, তাহমিদ চৌধুরী, তামজিদ চৌধুরী, জুমারা চৌধুরী

পরিবেশক : মোস্তফা সেলিম, উৎস প্রকাশন, ১২৭ আজিজ সুপার মার্কেট
(৩য় তলা) শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। ফোন : ০১৭১৫৪০৪১৩৪

প্রাপ্তিস্থান : শামীম
জুলেখা হাউস, শেখঘাট, সিলেট।
ফোন : ৭১৭১৯৮, মোবাইল : ০১৭১১-৫৮৬৬৩৪
এবং
Sayed Chowdhury
Media Mohol Ltd.
LMC Business wing (2nd Floor)
38-44 whitechapel Road
London E1 1JX
Tel : 02076500000
www.mediamohol.com

মুদ্রণ : সৌরভ ডিজাইন প্রিন্টিং, ৩/২ কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

মূল্য : ১০০ টাকা

Amar Sylhet Amar Bangladesh by Khalku Kamal
Published by the author January 2009,
Price : Tk 100 £ 3 $ 5

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রিয় সর্বশেষ নবী ও রাসূল
হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে,
যিনি নামাজ ভিত্তিক সমাজ কায়েম করেছেন

www.pathagar.com

সূচিপত্র

◈ লেখকের নিবেদন-৬ ◈ বাণী-৮ ◈ অভিমত-১০ ◈ যাদের কাছে কৃতজ্ঞ-১১ ◈ সবুজ পাসপোর্ট আমার অহংকার-১৩ ◈ আমার চিন্তা ও সুপারিশ-১৪ ◈ দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে-১৯ ◈ যুব সমাজকে বাঁচান-২১ ◈ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ-২৫ ◈ প্রবাসী সিলেট বিভাগবাসীর দাবী-২৯ ◈ সিলেট অঞ্চলের শিক্ষা-৩১ ◈ যোগাযোগ ব্যবস্থা-৩৩ ◈ শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ-৩৫ ◈ দেশের প্রধান কয়েকটি সমস্যা-৩৮ ◈ বিমান যোগাযোগ-৩৯ ◈ আবাসন-৪০ ◈ পর্যটন-৪১ ◈ স্বাস্থ্য সুবিধা-৪২ ◈ রাজনৈতিক দলবিধি প্রয়োজন-৪৩ ◈ প্রবাসীদের কিছু ফরিয়াদ-৪৫ ◈ তাইওয়ানের সাথে সম্পর্ক ও ৫ লাখ বেকারের ভবিষ্যৎ-৪৭ ◈ নিউইয়র্কে বিমান আসবে কি?-৪৯ ◈ তিন চারটি দলের অস্তিত্ব দেখতে চাই-৫০ ◈ প্রধানমন্ত্রী : বিমানকে বাঁচান-৫৩ ◈ প্রসঙ্গ : ওসমানী বিমান বন্দর-৫৫ ◈ সিলেটের সাংবাদিকবৃন্দের প্রতি-৫৬ ◈ সিলেট শহরের ট্রাফিক সমস্যা-৫৭ ◈ সিলেট চেম্বার অব কমার্স সমীপে-৫৯ ◈ প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি-৬০ ◈ আমরা যাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখা পাঠাই-৬২ ◈ সমস্যা ভারাক্রান্ত সুনামগঞ্জ-৬৭ ◈ সমস্যা ভারাক্রান্ত হবিগঞ্জ-৬৯ ◈ প্রস্তাবনা-৭০ ◈ উপজেলা সমূহে ফায়ার সার্ভিস-৭১ ◈ সিলেট বিভাগবাসীর প্রতি আবেদন-৭২ ◈ সিটি কর্পোরেশন ও সদর উপজেলাবাসীর প্রতি আবেদন-৭৪ ◈ ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ-৭৬ ◈ সকল মুসলিম পরিবারে পিস টিভি-৭৮ ◈ ঢাকা-কাঠমুন্ডু বাস সার্ভিস চালু করুন-৮০ ◈ কয়েকটি আবেদন পত্র-৮২ ◈ বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে টেলিফোন সার্কিট-৯৮ ◈ বিভিন্ন উপজেলাবাসীর প্রতি-৯৯ ◈ কমিউনিটি নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ-১২০ ◈ সিলেট বিভাগ উন্নয়ন কমিটির সদস্যদের নাম ও ফোন-১২২ ◈ বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর সিলেটের সংগঠন, সংবাদপত্র ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের টেলিফোন-১২৫ ◈ নিউইয়র্কস্থ সিলেটের বিভিন্ন সংগঠন ও উপজেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ও ফোন-১২৮ ◈ নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশী সংগঠনগুলোর নাম ও ফোন-১৩১ ◈ সিলেট বিভাগের সম্মানিত সাংসদ ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের ফোন-১৩৫ ◈ রাজনৈতিক নেতাদের আদি বাসস্থান-১৩৮

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

লেখকের নিবেদন

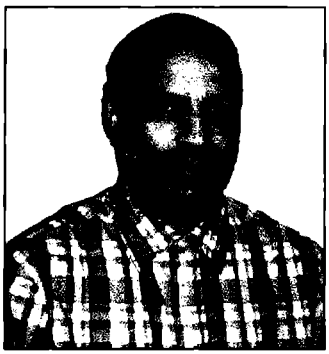

আমি এক প্রবাসী বাংলাদেশী। ১৯৮৪ সাল থেকে নিউইয়র্কে বসবাস করে আসছি। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করলেও জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি দেশের কল্যাণ চিন্তা আমাকে তাড়িত করে সর্বক্ষণ। তাই শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রবাসের, বাংলাদেশের, বিশেষ করে সিলেট বিভাগবাসীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন সময়ে নিজেকে সোচ্চার রেখেছি। প্রবাসে আসা এমপি, মন্ত্রী, কখনো রাষ্ট্র প্রধানের সাথে দেখা করে, লবিং করে তাদের কাছে এলাকা তথা দেশবাসীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলেছি। কোন সমস্যার সমাধান হয়েছে। কোনটার আশ্বাস পেয়েছি, কোনটি হয়তো আদৌ পূরন হয়নি। কেউবা কথা দিয়ে কথা রাখেননি। এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আমি দেশের কল্যাণের জন্য সব সময় আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে চলেছি।

আমার চেষ্টা শুধু লেখালেখি নয়। দেশে বিদেশে কখনো একা কখনো প্রবাসী ভাইদের সঙ্গে নিয়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। কখনো চিঠিপত্রে, আবেদন নিবেদন লিখিতভাবে করেছি। কেউ সাড়া দিয়েছেন, কেউ সাড়া দেননি। আমার এসব প্রচেষ্টার একটি রেকর্ড এই গ্রন্থ। এর সাহিত্য বা ঐতিহাসিক মূল্য হয়তো নেই। কিন্তু আমি মনে করি আমার মতো একজন প্রবাসীর এই নগন্য প্রয়াস আরো অনেককে অনুপ্রানিত করতে পারে। তাই প্রচলিত বই পুস্তক থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির এই সংকলন প্রকাশে আগ্রহী হই।

www.pathagar.com

প্রবাসী ভাইদেরও দেশের প্রতি মমতা আছে বলেই আমার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন।

এরই ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিনীত নিবেদন, এলাকার উন্নয়নের জন্য আপনিও সাধ্যমত অবদান রাখুন। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, এমপি, সচিব বা মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এলাকার সমস্যাটুকু উপস্থাপন করে এর সমাধানে এগিয়ে আসুন। এতে সাধারণ জনগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। আজীবন আপনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায়। পাশাপাশি দুনিয়াতে অফুরন্ত রহমত, বরকত ও কল্যাণ আপনাকে একদিকে যেমন ঘিরে রাখবে, তেমনি আপনি আখেরাতেও অসীম সওয়াবের ভাগীদার হবেন। এভাবে সদকায়ে জারিয়া অংশ নিয়ে দুজাহানের নেকি ও সওয়াব হাসিল করুন।

এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়ে মূল্যবান অভিমত দিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা এম. মোখলেসুর রহমান চৌধুরী ও লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. শওকত আলী। দু'জনকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রবাসে অবস্থান করেও আমরা দেশের উন্নয়নে প্রচেষ্টা ইনশাআল্লাহ অব্যাহত রাখবো।

নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র **খলকু কামাল**

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

এম মোখ্‌লেসুর রহমান চৌধুরী
মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
President's Office
বঙ্গভবন, ঢাকা।
Bangabhaban, Dhaka
বাংলাদেশ Bangladesh

M Mukhlesur Rahman Chowdhury
Advisor to the Honorable President of Bangladesh

বাণী

বাংলাদেশী, প্রবাসী বাংলাদেশী ও মুসলিম উম্মাহর খেদমতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী লেখক-গবেষক ও সমাজসেবক খলকু কামাল যে প্রয়াস নিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। খলকু কামাল

দীর্ঘদিন ধরে প্রবাস জীবনে থেকেও যে মাটি থেকে তিনি ওঠে এসেছেন তার দায় শোধে এক প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। "হাব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান" তথা দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ- এ বাণী তাকে সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরছে। বাংলাদেশ ও মুসলিম উম্মাহ যাতে উন্নত শক্তিশালী হয় সে কামনা তার দীর্ঘদিনের। পত্র পত্রিকা ম্যাগাজিনে মানুষের শুভ কামনা করে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিয়ে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন খলকু কামাল। জীবন চলার পথে এক সময় তাকে পাড়ি দিতে হয় মার্কিন মুল্লুকে। সেখানে গিয়েও থেমে থাকেননি। চাকরি করে সংসার চালানোর পাশাপাশি জনহিতকর কাজে নিজেকে নিরলসভাবে ব্যাপৃত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী-উপদেষ্টা-সচিব ও এমপি যার কাছে যোগাযোগ করা সম্ভব তিনি ফোনেই হোক আর ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করে হোক করেছেন- ব্যক্তিগত কারণে নয়। তার মাতৃভূমির উন্নয়নের জন্য। তার নিজের এলাকার প্রতি দরদের সাথে "চ্যারিটি বিগিন্‌স এট হোম" অথবা "আগে আপনি আচরি ধর্ম পরে শেখাও" নীতিবাক্যের মিল রয়েছে।

খলকু কামাল নামে সমধিক পরিচিত হোসেন আহমদ চৌধুরী বিভিন্ন ভিআইপি'দের সাথে যোগাযোগ করেন সবিনয়ে। এখানে পয়সা কড়ির বিষয় নেই। A4 অফসেট কাগজে গোলাপ ফুল প্রিন্ট করে ভিআইপি'দের সাথে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে পেশ করা হয় বিভিন্ন সমস্যার কথা। যেমন দাবি-

www.pathagar.com

দাওয়া তুলে ধরার নামে বিরক্ত করার বালাই নেই। নতুনত্বের এ পদ্ধতি আপ্লুত করে। কিছু সমস্যার সমাধান হয়। যেটুকু আদায় করা যায় তাই লাভ।

এটা তো তার দায়িত্ব ছিলনা। করেছেন নিজের গরজে। এভাবে আমাদের প্রিয় দেশ বাংলাদেশে চাই অনেক খলকু কামাল। আমাদের দেশ আমাদেরই গড়তে হবে। এ জন্য নিঃস্বার্থভাবে প্রতিটি বাংলাদেশী ও প্রবাসী বাংলাদেশীকে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে বাংলাদেশের যে কূটনীতিক ও দফতরের সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে কিংবা যোগাযোগ করা সম্ভব তাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার পরামর্শ দিতে কোনো পয়সা খরচ হয়না।

খলকু কামাল সিলেট বিভাগ ও বাংলাদেশের উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে আবেদন-নিবেদন- প্রস্তাব-সমস্যা ইত্যাদি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যেভাবে পেশ করেছেন এবং সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছেন সেগুলি সংকলিত রূপদানে বই প্রকাশে যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাকে সাধুবাদ জানাই। উদ্যোগ নেয়ার সাথে সাথে তিনি আমার বাণী চাওয়ার প্রেক্ষাপটে বর্তমান রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যস্ততা সত্ত্বেও কালবিলম্ব না করে শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ এই উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দিলাম। এ ধরনের সাড়া প্রদান এভাবে দেশপ্রেমিক ও জনহিতকর কাজে ব্যাপৃতদের অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

খলকু কামালের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও প্রকাশনার বহুল প্রচার ও সাফল্য কামনা করি। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদের সহায় হোন।

এম মোখলেসুর রহমান চৌধুরী
জানুয়ারী ৭, ২০০৭ইং

www.pathagar.com

অভিমত

প্রবাসে যে ক'জন সমাজ সচেতন ব্যক্তি রয়েছেন হোসেন আহমদ চৌধুরী ওরফে খলকু কামাল তাদের অন্যতম। তিনি প্রবাসী মানুষদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অবস্থান পরিবেশ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে শুধু চিন্তা-ভাবনাই করেননি এ বিষয়ে লিখেছেনও প্রচুর।

খলকু কামালের লেখায় প্রধান উপজীব্য হলো স্বদেশ ও প্রবাসের মানুষের মঙ্গল কামনা। আর দশটা মানুষ যেমন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে থাকেন খলকু কামাল তাদের ব্যতিক্রম নন। কিন্তু তার অন্তকরণে রয়েছে একধরনের সমাজ কল্যাণ চিন্তাবোধ। তার প্রতিটি লেখায়ই তা অনেকাংশেই প্রস্ফুটিত হয়েছে।

দেশী ও প্রবাসী লেখকদের একটা বড় দুর্ভাগ্য হল যে, তারা পত্র-পত্রিকায় তাৎক্ষণিকভাবে লেখেন যথেষ্ট কিন্তু সেগুলি সংরক্ষণ করেন কম। অযত্ন ও অবহেলায় সেসব একদিন হারিয়ে যায়।

আমি একথা শুনে আনন্দিত হয়েছি যে, তার লেখাগুলি সংগ্রহ করে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এটি তার প্রবাস জীবনের একটি মাইলফলক ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হবে।

আমি তার এ প্রশংসনীয় উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

নিউইয়র্ক
২২ শে নভেম্বর ২০০৮ইং
যুক্তরাষ্ট্র

ড. শওকত আলী
সহযোগী অধ্যাপক
অর্থ বাণিজ্য বিভাগ
লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটি

সভাপতি : বাংলাদেশ
জার্নালিষ্টস্ এন্ড রাইটার্স
এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা
(বিজেডাব্লিউএ), যুক্তরাষ্ট্র।

www.pathagar.com

প্রকাশনায় সহযোগিতার জন্য যাদের কাছে কৃতজ্ঞ

* মোঃ মাহবুবুর রহমান, সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা, নিউইয়র্ক। ফোন : ৭১১-৪৮২-৯৯২৩
* মনছব আলী, জেপি চেয়ারপার্সন, গ্রেটার সিলেট ডেভলাপমেন্ট কাউন্সিল, ইউকে। ফোন : ০৭৯৬৬৪২৬৯০৭
* সালেহ চৌধুরী, সভাপতি, সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র। ফোন: ৬৪৬-৫৫২-৮৩৬০
* হাসান আলী, প্রেসিডেন্ট, অর্গানাইজেশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান। ফোন : ৬৪৬-৬৫১-০৬৯৫
* এডভোকেট নাসির উদ্দিন, প্রেসিডেন্ট, ইসলামিক কাউন্সিল অব আমেরিকা (মদিনা মসজিদ) ফোন : ৯১৭-৩১২-৮৩২২
* ফারুক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র। ফোন : ৭১৮-৮৯৮-০৫২৬
* আলহাজ্ব আব্দুস শহীদ দুদু, সাধারণ সম্পাদক, বৃহত্তর সিলেট গণদাবী পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র। ফোন-৬৪৬-২৮৩-০১৩০
* মঈনুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, আরাফা ট্রেভেলস এন্ড ট্যুর, নিউইয়র্ক। ফোন: ৭১৮-৭৭৭-৮৭৪৪
* এম. এ. জলিল, প্রেসিডেন্ট, সানরাইজ ট্রেভেলস্, নিউইয়র্ক। ফোন : ৩৪৭-৫৩৬-২৫৫১
* মাওলানা আজির উদ্দিন, খতিব ও ইমাম, বায়তুল আমান মসজিদ (ব্রঙ্কস্), নিউইয়র্ক। ফোন: ৯১৭-৫১৯-১২৮৩
* মহিউদ্দিন আহমদ, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন, আমেরিকা। ফোন : ৭১৮--৮৪৭-২৭৪০
* আবু সাইদ আহমদ (সাঈদ), সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল, যুক্তরাষ্ট্র। ফোন : ৯১৭-৭২৩-২৮৩৭
* ডা. এম আনোয়ার জামান, এম ডি, মন্টিজিউর মেডিকেল সেন্টার ব্রঙ্কস্, নিউইয়র্ক। ফোন : ৭১৮-২১৩-৭৪৫৬
* আবু তাহের, নিয়াজ মাখদুম, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা, নিউইয়র্ক। ফোন : ৭১১-৪৮২-১১৬৯
* জি এম মাহমুদ মিয়া, সভাপতি, সিলেট ডিভিশন ইনকুইবেক, কানাডা। ফোন : ৫১৪-২৭২-৮১৭৪
* নজরুল ইসলাম বাসন, সাংবাদিক ও কলামিষ্ট, লন্ডন। ফোন : ২০৭-৭৯০-৮৩২৫

www.pathagar.com

* নজরুল খান, প্রেসিডেন্ট, এলাইট ট্রেভেলস্, লন্ডন।
ফোন : ২০৮-৫৫২-১৯৭১
* হাজী মোহাম্মদ হাবিব, প্রেসিডেন্ট, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল, ফ্রান্স।
ফোন : ৩৩১৪০১০২১৭৬
* তারিক আহমদ চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্রেটার ইউরোপীয় বাংলাদেশী এসোসিয়েশন। ফোন : ৪৪(০)১৬১২২৪১২৪২
* আবুল খায়ের, সভাপতি, জালালাবাদ এসোসিয়েশন, স্পেন।
ফোন : ৩৪৯১৭৩৯৫৯১১
* আব্দুল কাইয়ুম পংকি, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, স্পেন।
ফোন : ৩৪৯১৫৭১৬৪৪৮
* সাব্বির আহমদ, কমিউনিটি লীডার, ফ্রাংকফোর্ট, জার্মান।
ফোন : ৪৭৬৭৫৪৮৮১৬৭
* সিদ্দিকুর রহমান, কমিউনিটি লীডার ব্রাসেল্স, বেলজিয়াম।
ফোন : ৩২২৭৩৬৫০২২
* ইনাম এজাজুল হক বাবলা, সাধারণ সম্পাদক বৃহত্তর জালালাবাদ এসোসিয়েশন, সুইডেন। ফোন : ৪৬৮৬৪৫৫৬৩১
* নরুল কালাম হেলাল, সহ-সভাপতি, জালালাবাদ কল্যাণ সংঘ, ইটালী।
ফোন : ৩৯০৬৮৮০২১৮১
* নুরুল গনি, সাধারণ সম্পাদক, জালালাবাদ এসোসিয়েশন, অষ্ট্রেলিয়া।
ফোন : ৬১২-৯৭৫৮১৫৬৭
* আব্দুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, জালালাবাদ এসোসিয়েশন, রিয়াদ।
ফোন : ৯৬৬-৪০৩০৯৪৭
* মাসুদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক বৃহত্তর সিলেট সমিতি, জেদ্দা।
ফোন : ৯৬৬২৬৮০৭৬৬৯
* ফয়ছল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক, জালালাবাদ সমাজ কল্যাণ কুয়েত।
ফোন : ৯৬৫৬৪০৬৬৯৮
* খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, জালালাবাদ এসোসিয়েশন, বাহরাইন।
ফোন : ৯৭৩৩৯২০৫৬২৪
* ফখরুল ইসলাম, সভাপতি, সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ, দুবাই।
ফোন : ৯৭১৪২৭২৪২৬৬

#

www.pathagar.com

সবুজ পাসপোর্ট আমার অহংকার

১৯৮৪ সালে জন্মভূমি সিলেট মহানগরীর শেখঘাট ছেড়ে পাড়ি জমাই নিউইয়র্কের মত ব্যস্ততম নগরীতে। একটানা দুই যুগ বসবাস করার পরও প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে ভুলতে পারিনি বলেই দেশের কথা প্রতিনিয়ত মনে পড়ে। তাইতো প্রতি সপ্তাহেই নিউইয়র্কে প্রতিটি সাপ্তাহিক বাংলা পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পড়ি এবং দেশের খবরাখবর জানার আপ্রাণ চেষ্টা করি। অহরহ মনে পড়ে দেশের জ্ঞানী-গুণী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথা। মনে পড়ে আমার প্রিয় খেলাধুলার টিম, দেশ ও আপনজনের কথা। প্রিয় বন্ধু অনেকের কথা মন থেকে সরাতে পারিনি। আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা:)। প্রিয় ওয়াইজ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। মনে পড়ে প্রিয় লেখক ও সাংবাদিক মুহীউদ্দিন খান, সম্পাদক মাসিক মদীনা, ঢাকা। প্রিয় কবি আল মাহমুদ। বহির্বিশ্বের বিশিষ্ট প্রিয় ব্যক্তিদ্বয় পবিত্র কাবা শরীফের শীর্ষ ইমাম আব্দুর রহমান আল সুদাইসী, ড. মাহাথির মোহাম্মদ, জিমি কার্টার ও নেলসন ম্যান্ডেলা।

প্রিয় শহর সিলেট, মক্কা, মদীনা ও নিউইয়র্ক। প্রিয় এয়ার লাইন্স সিঙ্গাপুর, আমিরাত ও জেট ব্লু। বেশি পছন্দ প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা। প্রধান সখ পবিত্র রমজান মাসে মক্কা শরীফ গিয়ে ওমরা করা ও লক্ষ লক্ষ হাজীদের সাথে ইফতারে শরীক হওয়া। পছন্দের খাবার সাদা ভাত, ডাল, সবজী, মুরগী, কৈ মাছ ও খিচুড়ি। প্রিয় ফল লিচু ও চেরি। খেলাধুলার মধ্যে আমার পছন্দ ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট। ঢাকা মোহামেডানের খেলা আমার প্রিয়। বিশ্ব ফুটবল ক্যামেরুন, হকি হল্যান্ড ও ক্রিকেটে পাকিস্তানের সমর্থক আমি।

আমার সবচেয়ে অপছন্দের জিনিস হারাম পথে অর্থ উপার্জন, মিথ্যা কথা বলা, অন্যের গীবত করা, কর্মস্থলে ফাঁকি দেয়া এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চয় থাকা সত্ত্বেও হজ্ব ও যাকাত আদায় না করা। আমার জীবনের শোকাহত দিন ১৯৯৮ সালের ১০ নভেম্বর। এদিন আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আমাদের কাছ থেকে চলে যান পরপারে।

উল্লেখ্য, জীবনের ৫০টি বছরের মধ্যে ২৪ টি বসন্ত নিউইয়র্কে কাটিয়ে দিলাম। সংসার চলছে একুশ বছর। দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের রহমতে এই সুন্দর ভুবনে বেঁচে আছি। আমার পরিবারের সবাই আমেরিকান পাসপোর্ট নিয়েছেন, কিন্তু আমি দেশকে প্রচন্ড ভালবাসি বলেই অন্য অনেকের মতো এই দীর্ঘ সময়ে আমেরিকান পাসপোর্ট সংগ্রহ করিনি। আমার পরিচয়, আমার একমাত্র অহংকার তৃতীয় বিশ্বের বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্ট।

#

www.pathagar.com

দেশের উন্নয়নে আমার চিন্তা ও সুপারিশ

আমি এক প্রবাসী বাংলাদেশী। ১৯৮৪ সালে জন্মভূমি সিলেট মহানগরীর শেখঘাট ছেড়ে পাড়ি জমাই দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে নিউইয়র্কের মত ব্যস্ততম নগরীতে। দুই যুগ বসবাস করার পরও প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে ভুলতে পারিনি বলেই দেশের কথা প্রতিনিয়ত মনে পড়ে। তাই তো প্রতি সপ্তাহে নিউইয়র্কের বাংলা পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পড়ি এবং দেশের খবরাখবর জানার আপ্রাণ চেষ্টা করি। প্রবাসে অবস্থান করলেও জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি দেশের কল্যাণ চিন্তা আমাকে তাড়িত করে সর্বক্ষণ। তাই শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রবাসের, বাংলাদেশের তথা সিলেট বিভাগবাসীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সময়ে নিজেকে সোচ্চার রেখেছি। যেমন সিলেট বিভাগের উন্নয়নের জন্য আমরা নিউইয়র্কে গঠন করি সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ। পাশাপাশি প্রবাসের ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার যাতে সমাধান হয় তার লক্ষ্যে গঠন করি অর্গানাইজেশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান। উভয় সংগঠনের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার যাতে সমাধান হয় তার জন্য অহরহ কাজ করে যাচ্ছি। আমি মনে করি যে, প্রথমে দরকার আমাদের নিখাদ আন্তরিকতার। যদি সবাই সিরিয়াস হই তবে একদিন দেখবেন বাংলাদেশের, প্রবাসের তথা সিলেট বিভাগের ন্যায্য দাবী দাওয়া পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন হচ্ছে। আমাদের সকলের প্রথম কাজ হবে বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা, যেমন প্রতিটি উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতাদের ১৫ জনের সদস্য নিয়ে একটি উপজেলা উন্নয়ন পরিষদ গঠন করে উক্ত উপজেলার প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে দাবী তুলে ধরে এর প্রতিকার চাওয়া। পাশাপাশি প্রতিটি উপজেলায় প্রেসক্লাব গঠন করা। কারণ সাংবাদিকরা হলেন দেশ ও জাতির কর্ণধার। তাদের কাজ হবে নিজস্ব উপজেলার উন্নয়ন পরিষদ যে সমস্যা সরকারের কাছে তুলে ধরেন তা যেন নিজ জেলা ও জাতীয় পত্রিকায় নিউজ পাঠানো। এতে একদিকে দ্রুত সরকারের কানে পৌছাবে, অন্যদিকে সংগঠনের সদস্যরা উৎসাহ পাবে। প্রবাসে আসা এমপি, মন্ত্রী কখনো রাষ্ট্র প্রধানের সাথে দেখা করে লবিং করে তাদের কাছে এলাকা তথা দেশবাসীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলেছি। কোনো সমস্যার সমাধান হয়েছে। কোনটার আশ্বাস পেয়েছি, কোনটি হয়তো আদৌ পূরণ হয়নি। কেউ বা কথা দিয়ে কথা রাখেননি। এসবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আমি দেশের কল্যাণের জন্য সবসময় আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে চলেছি। এর ধারাবাহিকতায় সকলের প্রতি বিনীত নিবেদন, এলাকার উন্নয়নের জন্য আপনিও সাধ্যমত অবদান রাখুন। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান,

www.pathagar.com

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, এমপি, সচিব বা মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এলাকার সমস্যাটুকু উপস্থাপন করে এর সমাধানে এগিয়ে আসুন। এতে সাধারণ জনগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। আজীবন আপনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায়। এবার দেখা যাক দেশ ও জাতির উন্নয়নে আর কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায়। যদি সত্যিকার অর্থে ও বিশেষ করে যুব সমাজের উন্নতি করতে হয় তবে বাস্তবমুখী অনেক টার্গেট নিতে হবে। যেমন গত ২৫ বছর ধরে নিউইয়র্কে থাকার পর আমার বিদেশের অভিজ্ঞতা দেশের কাজে লাগাতে চাই। আমেরিকার প্রতি ৫ জন ডাক্তারের মধ্যে একজন হচ্ছে ভারতীয়।

অন্য এক জরীপে দেখা গেছে বৃটেনে শতকরা ৪০ ভাগ ডাক্তার হচ্ছে ইন্ডিয়ান। পাশাপাশি ফিলিপাইন সরকার তাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ নার্স ইন্সটিটিউশন স্থাপন করে বিশ্বের উন্নত দেশে নার্স রফতানী করে প্রতি বছরে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। সারা দেশে প্রতি বছরে ন্যূনতম ২৪/২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী দেশের ১৫টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজসমূহে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। তার মধ্যে আসন সংখ্যা কম থাকায় মাত্র ২২ শত ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পায়। আমার পরামর্শ হলো দেশের সর্বশেষ যে তিনটি ৫০ আসনের সরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হয়েছে, যেমন নোয়াখালী, পাবনা ও কক্সবাজার। ঠিক তেমনি দেশের ৬৪ টি জেলা সদরে যে হাসপাতাল রয়েছে, ওই সমস্ত হাসপাতালের পাশেই ৫০ আসনের একটি করে সরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা যেতে পারে। এতে বছরে ২৭ হাজার নতুন ডাক্তার বের হবে। যদি অর্থনৈতিক কারণে নতুন কোন মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ না করা হয় তবে পুরাতন ১৫টি মেডিক্যাল কলেজগুলোতে আমেরিকার ন্যায় দুই শিফট চালু করলে সারা দেশে প্রায় ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী দেশের সকল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এতে শুধু বাড়ানো দরকার কিছু কর্মচারী ও শিক্ষক। উল্লেখ্য যে, দেশে যদি মেধা শক্তি বাড়াতে হয়, তবে ডাক্তার তৈরির কারখানা বেশি করে স্থাপন করতে হবে। এতে বিদেশে প্রচুর পরিমাণে ডাক্তার পাঠিয়ে একদিকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, অন্যদিকে দেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে উজ্জ্বল হবে। বর্তমানে বিদেশে অদক্ষ শ্রমিকের কোন কদরও নেই। দেশের যুব সমাজ দেশ ও জাতির কর্ণধার। বিশেষ করে বেকার যুব সমাজের জন্য বর্তমান সরকারের উচিত কারিগরী শিক্ষার উপর বেশি করে গুরুত্ব দেয়া। দেশের ৪৮২ টি উপজেলা সদরে যে সমস্ত ডিগ্রী কলেজ অথবা হাইস্কুল রয়েছে, ওই সমস্ত স্কুল কলেজের উপর তলায় নতুন ভবন তৈরি করে, প্রাথমিক পর্যায়ে নাইট শিফটে ভোকেশনাল স্কুল চালু করা। এতে নতুন কোন বিল্ডিং নির্মাণ করার প্রয়োজন নেই। কারণ নতুন নতুন বিল্ডিং তৈরি করা অনেক ব্যয়বহুল। দেশের ১৮ থেকে ২৫ বছরের সকল ধনী, দরিদ্র যুবকরা অল্প খরচে ছয় মাস অথবা এক বছরের কোর্স সম্পন্ন

www.pathagar.com

করবে, তাতে কয়েক বছরের মধ্যে সারা দেশে লাখ লাখ দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবে। দেশের চাহিদা পূরণ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই জনশক্তি পাঠালে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। নিউইয়র্কে আমার জানামতে অনেক ভোকেশনাল স্কুল থেকে অনেকে এক বছরের কোর্স শেষ করে ঘন্টায় ২০/২২ ডলারের চাকরি করছে। ভোকেশনাল স্কুলে যে সমস্ত পদ রাখা যেতে পারে তা হলো কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, দর্জি, টিভি কারিগর, ফ্রিজ কারিগর, গাড়ী চালক, ওয়ার্কশপের কাজ, প্লাম্বার, কম্পিউটার টেকনিশিয়ান, ইলেকট্রিশিয়ান সহ বর্তমানে বিদেশের চাহিদানুযায়ী কাজগুলো। দেশের বেকার যুব গোষ্ঠী যদি সরকারের নেক উসিলায় দক্ষ কারিগর হয়, বিদেশে গেলে তার জন্য রোজী রোজগার করা অধিক সহজ হবে। বিদেশে অদক্ষ শ্রমিককে কেউই সু নজরে দেখে না। নিউইয়র্কে অনেক প্রতিষ্ঠানে যাদের ড্রাইভিং জানা আছে তাদের চাকরি সহজে হয়ে যায়। দেশের ১৫ কোটি জনগণের স্বার্থে সরকারের উচিত এমন একটি কঠোর সরকারী নীতিমালা তৈরি করা যে চাকরির জন্য বিদেশগামীরা টেকনিক্যাল কাজ অথবা, কমপক্ষে ড্রাইভিং শিখতে বাধ্য হয়। বর্তমানে যে রকম আইন রয়েছে যে, পাসপোর্ট তৈরি করতে হলে পুলিশ রিপোর্ট দেখাতে হয়। ঠিক তেমনি বিদেশে যেতে হলে যে কাউকে গাড়ী চালানো শিখতে হবে ও পাসপোর্ট বানানোর সময় গাড়ীর ড্রাইভিং লাইসেন্স হাজির করতে হবে। গাড়ীর ড্রাইভিং লাইসেন্স যাতে জাল না হয় সেদিকে সরকারকে কড়া নজর রাখতে হবে। এতে পুরো বাংলাদেশ দক্ষ জনশক্তির দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে স্থান করে নিবে। সকলের অবগতির জন্য বলছি যে, চীনে ১৪০ কোটি জনগণ রয়েছে তারা কেউই বেকার নয়, বুড়ো মহিলারাও ন্যূনতম একটি সুই বানানোর কাজ করে। আমাদের স্মরণ করা উচিত যে, বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা অভিশাপ নয়, এটা আল্লাহর নিয়ামত বলে আমি মনে করি। বেকার যুব সমাজকে অল্প খরচে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে রূপান্তর করে দেশে বিদেশে কাজে লাগানো সম্ভব। শুধু দরকার আন্তরিকতা ও সঠিক মহাপরিকল্পনার।

নিউইয়র্ক সিটিতে প্রতিদিন ৮/১০ ঘন্টায় প্রতি শিফটে ১০/১১ হাজার হলুদ ট্যাক্সী চলাচল করে। এর মধ্যে ৩/৪ হাজার বাংলাদেশী ড্রাইভার কাজ করেন। দিনে তাদের জনপ্রতি ন্যূনতম ২০০ ডলার আয় হয়। সৌদি আরবে দেখেছি তারা দুই বন্ধুর একজন কাজ করে বলদিয়াতে মাসে রোজী করে ৪০০ রিয়াল এবং অন্য বন্ধু গাড়ী চালিয়ে মাসে রোজী করে ৩০০০ রিয়াল। একজন লোক যত বড় শিক্ষিত হন না কেন তার জানা থাকা উচিত যে ড্রাইভিং এর কোন বিকল্প নেই। তার পেশাজীবী কাজ চলে গেলে গাড়ী চালিয়ে তার পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব। দেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে ইমিগ্র্যান্ট ভিসা নিয়ে যাওয়ার আগে দেশে দয়া করে স্বল্পখরচে গাড়ীর ড্রাইভিং ৫/৬ হাজার টাকা দিয়ে শিখে নিবেন। নিউইয়র্কে গাড়ীর ড্রাইভিং শিখতে হলে ন্যূনতম খরচ হয় ১ হাজার ডলার। বাংলাদেশে একটি জাতীয় শ্লোগান তোলা

www.pathagar.com

উচিত। শক্ত নীতিমালা তৈরি করা, বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারী আধা সরকারী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ১৮ বছরের উপর সকল ছাত্রদের জন্য নতুন আইন করা যে, এখন থেকে লেখাপড়ার সাথে সাথে নাইট শিফটে ড্রাইভিং শিক্ষা বাধ্যতামূলক করণ। সরকারী চাকরীজীবীদের বেলায় গাড়ীর লাইসেন্সধারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকরীর নিশ্চয়তা প্রদান। সাথে সাথে সরকারের অবগতির জন্য বলছি, মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মাসে এক হাজার রিয়াল নিশ্চিতকরণের জন্য আইন পাশ করণ। ভারত পাকিস্তান ও শ্রীলংকা সহ অনেক দেশে সরকারী ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক প্রেরণে প্রয়োজনীয় আইন আমাদের দেশে অনুরূপ আইন করা উচিত।

দেশের পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি, উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি সংকট। দেশ ও জাতির স্বার্থে আমার প্রস্তাব যে, দেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়ার চাপ কমাতে হলে জরুরী ভিত্তিতে দেশের পুরোনো জেলা শহরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করলে রাতারাতি ভাল ফল পাওয়া যাবে। শুধু শিক্ষক কর্মচারী ও বর্তমান কলেজের উপর নতুন ভবন নির্মাণ করলে চলবে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করা অনেক ব্যয়বহুল। পাশাপাশি দেশের ৬৪ টি জেলা সদরে যে সমস্ত সরকারী ডিগ্রী কলেজ রয়েছে ওইগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর করণ এবং পুরোনো ১৯ টি জেলা সদরের সরকারী মহিলা কলেজগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর করলে মেয়েরা পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সাথে তাদের নিজ নিজ জেলা শহরে মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করতে পারবে। সরকারী নীতিমালা মোতাবেক দেশের ৬৪ টি জেলা শহরে একটি করে পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউশন স্থাপন করে এর সঠিক বাস্তবায়ন জরুরী। স্বনির্ভর বাংলাদেশ করতে হলে দেশের প্রতিটি গ্রামের পরিবার পরিজন যাতে নিজের পায়ে স্বল্প খরচে দাঁড়াতে পারে তার জন্য প্রতিটি পরিবারের উচিত বাড়ীর সামনে অথবা পিছনে যে পুকুর রয়েছে তা খনন করে মাছ চাষ করণ, একটি গাভী অথবা বকরী পালন, ৪০/৫০ টি মুরগী পালন, বাড়ীর পাশের পতিত জমিতে শাক শব্জী ফলানো। এগুলো করতে বেশী অর্থের প্রয়োজন হয় না, কম পয়সায় করা সম্ভব। পাশাপাশি সরকারের উচিত প্রতি বছর গরীব অসহায় মেহনতি লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে তরিতরকারী ও বিভিন্ন ধরনের ধানের বীজ বিতরণ করা।

দেশের প্রতিটি পরিবার যাতে স্বাবলম্বী হয় এ ব্যাপারে আমি প্রবাসে বসে যা চিন্তা করি তা পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরতে চাই। যেমন মনে করুন একটি পরিবারে ২/৩ টি তরুণ ছেলে রয়েছে, মা-বাবার উচিত একটি ছেলেকে মাস্টার্স পড়ানো অথবা ন্যূনতম ডিগ্রী পাশ করাতে হবে। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে সরকারী চাকরীতে ঢুকানো। অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হলে জায়গা জমি বিক্রী

www.pathagar.com

করে একটি ছেলেকে শিক্ষিত করা। যে ছেলে লেখাপড়ায় অমনোযোগী তাকে গাড়ীর ড্রাইভিং অথবা এক বছরের একটি টেকনিক্যাল কোর্স করিয়ে সরকারী কোটায় বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া।

প্রবাসে শিক্ষিত ছেলে গিয়ে অড জব করে এর চেয়ে ভাল হবে কম শিক্ষিত ছেলে বিদেশে গিয়ে ছোটখাটো কাজ করুক এতে কোন দুঃখ নেই। নিউইয়র্কে আমার চোখের সামনে অনেক ডাক্তার, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার, সাবেক এমপি ও সরকারী কর্মচারী ছোটখাটো জব করছে। নিউইয়র্কের ফুটপাতে ফল, বই, আতর, হটডগ, আইসক্রীম বিক্রি অথবা গ্যাস স্টেশনে চাকরী করা লজ্জার কিছু নেই। ওরা যদি দেশ থেকে আসার আগে গাড়ীর ড্রাইভিং শিখে আসতো তবে আমেরিকার ছোট ছোট শহরে গাড়ী চালিয়ে দিনে ১০০ থেকে ১৪০ ডলার আয় করতে পারতো।

বর্তমান সরকার দেশ ও জনগণের কল্যাণে অনেক কিছু করতে পারে। আমার ক্ষুদ্র পরামর্শ যদি সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন তবে দেশের প্রতিটি উপজেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে ও ভবিষ্যতে অর্থনৈতিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। যেমন মুসলিম বন্ধু দেশ লিবিয়া ঘোষণা করেছে আগামীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ১০ লাখ শ্রমিক আমদানী করবে এবং সিংহভাগ বাংলাদেশ থেকে নিবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। আমাদের সরকারের প্রথম কাজ হবে বন্ধু প্রতিম মুসলিম দেশ লিবিয়ার সাথে আরো গভীর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে ন্যূনতম ৫ লাখ শ্রমিক রফতানীর জন্য শক্তিশালী লবিং স্থাপন করা। দেশের ৪৮২ টি উপজেলা থেকে অর্থাৎ প্রতিটি উপজেলা থেকে ১ হাজার করে শ্রমিক লটারীর মাধ্যমে বাছাই করা ও বাকী ১৮ হাজার শ্রমিক সবচেয়ে দরিদ্রতম জেলা রংপুর ও দিনাজপুর থেকে নিয়োগ। এতে পুরো জাতি উপকৃত হবে। প্রতিটি শ্রমিক যাতে সরকারীভাবে স্বল্প খরচে লিবিয়া যেতে পারে তার যাবতীয় ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। কোন টাউট বাটপাড় ও প্রতারক এজেন্সীকে এই দায়িত্ব দেয়া উচিত হবেনা।

সবশেষে আমার দেশ, আমার প্রাণের দেশ, তুমি আরো উন্নতির শিখরে উঠো, যে উন্নতির শুরু আছে শেষ নেই। আমি প্রবাস থেকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে কামনা করি। মহান রাব্বুল আলামীনের রহমতে এই সুন্দর ভুবনে বেঁচে আছি, আমার পরিবারের সবাই আমেরিকান পাসপোর্ট নিয়েছেন, কিন্তু আমি দেশকে প্রচন্ড ভালবাসি বলেই অন্য অনেকের মতো এই দীর্ঘ সময়ে আমেরিকান পাসপোর্ট সংগ্রহ করিনি। আমার পরিচয়, আমার একমাত্র অহংকার তৃতীয় বিশ্বের বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্ট।

#

www.pathagar.com

দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে

১৯৮৪ সালে নিউইয়র্ক এসেছি। প্রায় দশ বছর চলছে। এর মধ্যে জন্মভূমিতে ছয়বার গিয়েছি। বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী পরিজন নিয়ে এই নিউইয়র্কে বাস করছি। এরপরও মন কাঁদে দেশে যাওয়ার জন্য। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে দেখার জন্য মনটা খুবই ছটফট করে। রাতে যখন কাজ থেকে ঘরে ফিরি তখন এসে খবর নেই কোন বন্ধু-বান্ধবের চিঠি এলো কিনা। পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালই আছি। তবুও প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সিলেটের কথা, মনে পড়ে আমার প্রিয় সিলেট শহরের কথা, যে শহরে মায়ের পেট থেকে বের হয়ে শহরের আলো বাতাস খেয়ে বড় হয়ে সবুজ পাসপোর্ট নিয়ে সোনার হরিণ ধরার জন্য মার্কিন মুল্লুকে পাড়ি দেই। মাসে এক হাজার ডলার রুজি করি তবুও আমি সুখী নই। বাসার সবাই আমেরিকার পাসপোর্ট নিয়েছেন অর্থাৎ নাগরিকত্ব।

আমি নেইনি এর কারণ আমি আমার দেশকে প্রচণ্ড ভালবাসি, আমি মনে করি যে, আমার সবুজ পাসপোর্টটি আমার নিজের পরিচয়। পরিচয় আমার দেশের এবং ১৬ কোটি জনগণের পরিচয় রয়েছে এই পাসপোর্টে। এই সবুজ বইটি আমার অহংকার। আমার দেশ গরীব হতে পারে, ভিক্ষুক জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি রয়েছে তবুও আমার দেশ, আমার জন্মভূমি, আমার প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ভুলে যাওয়া মানে নিজের মাকে ভুলা, বাংলাদেশকে ভুলা মানে নিজেকে ভুলা, বাংলাদেশকে ভুলা মানে নিজের জন্মভূমিকে ভুলা। আমরা যতই বলি না কেন যে, আমরা আমেরিকান, আসলে আমরা কখনও আমেরিকান হতে পারি না, পারবো না কারণ কাক কখনও ময়ুর হতে পারেনা। আমরা যারা এই দেশের সিটিজেনশীপ নিয়েছি তাদের পাসপোর্ট এর পাতা খুললেই চোখে পড়বে জন্মস্থান বাংলাদেশ। নিউইয়র্কে যারা মারা যায় তাদের ৯০ ভাগের লাশ দেশে যায় বাক্সের ভিতরে হয়ে, অতএব আমাদের কারো উচিত নয় দেশকে নিয়ে সমালোচনা করা। যত পারেন সরকারকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুলুন কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যারা আমার লেখা পড়বেন তাদের কাছে আমার বিনীতভাবে অনুরোধ,দেশের জন্য একটু হলে ভাবুন দেশ আপনার আমার সবার, এই দেশের জন্য লাখ লাখ নরনারী জীবন দিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে বাংলাদেশ নামক ছোট্ট এক টুকরা জমি উদ্ধার করে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান দিয়েছে। তাই আজ আমরা গর্ব করে বলে থাকি যে, আমরা বাংলাদেশী মুসলমান।

লন্ডনে, নিউইয়র্কে, যারা কথায় কথায় দেশের বদনাম করেন। বদনাম করেন সীমাহীন বন্যার, বন্যা কি কেউ ইচ্ছা করে ডেকে নিয়ে আসে। আসলে যারা

www.pathagar.com

অহরহ বাংলাদেশকে নিয়ে বিদেশীদের কাছে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে যখন খারাপ সমালোচনা করে তখন জানতে ইচ্ছা হয় তাদের পরিচয় কি? তারা কোন দেশের? তাদের বাবার পরিচয় কি? আমরা গরীব না হলে কি কেউ এই প্রবাসে অবস্থান করতাম। ১৯৭১ সালে আমার জানামতে থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সমান ছিলো। কিন্তু আজ মাত্র ৪০ বছরে তারা কোথায় আর আমাদের অবস্থান একটু মিলিয়ে দেখুন না। আমরা যত দিন যাচ্ছে শুধু পিছনের দিকে শা-শা এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? আমাদের সমাজ ব্যবস্থা? আমাদের দেশের বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিরা? নাকি দেশের অসহায় গরীব ১৫ কোটি জনগণ? এর জবাব কেউ দেবেন কি?

#

www.pathagar.com

যুব সমাজকে বাঁচান

আজকের যুব সমাজ আগামীদিনের ভবিষ্যত, ওরা আগামী দিনে দেশ পরিচালনা করবে। আমাদের দেশে নৈতিক চরিত্রের খুবই অভাব। ভিডিওর নামে চলছে ভারতের বস্তাপচা ছায়াছবি। সারাদেশ জুড়ে আজ হাহাকার, জুলুম, নির্যাতন উৎপীড়ন অর্থনীতি আজ ধ্বংশ। মদ, জুয়া, হাউজি, যাত্রাগানে নর্তকীদের উলঙ্গ নৃত্য, অশ্লীল সংগীত গ্রাম শহর ও বন্দরে চলছে ব্লু ফিল্মের অবাধ বিচরণ। প্রগতির নামে এক শ্রেণীর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের বেহায়াপনা। রাস্তাঘাটে অবাধে যৌন সাময়িকী বিক্রি হচ্ছে। সারাদেশে ড্রাগস, হেরোইন অবাধে চলছে। আইন শৃঙ্খলার দারুণ অবনতি। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, হাইজ্যাক, নারী নির্যাতন দিনদিন বেড়েই চলছে। বিভিন্ন মাজারে ওরশের নামে চলছে ঢোল ড্রাম বাজিয়ে বাংলা মদ আর গাঁজার আসর। বিভিন্ন জায়গায় ভন্ডপীরের আস্তানা।

দেশের অধিকাংশ এলাকায় মাস্তানদের গুন্ডামী ও চাঁদা তোলার প্রতিযোগিতা। বাঁচার তাগিদে দেশের শত শত গরীব যুবতী মেয়েরা পতিতা বৃত্তিতে নামতে বাধ্য হচ্ছে। অহরহ নারী ধর্ষণ হচ্ছে। চলচ্চিত্রের কিছু নায়িকাদের অশ্লীল দৃশ্য দিয়ে ভিউকার্ডের বাজার সয়লাব। অনেক সময় টিভিতে দেখা যায় নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন যা সপরিবারে দেখা একেবারেই অসম্ভব। রেডিওতেও একই ধরনের প্রচার ভঙ্গি। এক শ্রেণীর দৈনিক ও সাপ্তাহিক পেপারে অশ্লীল বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। সাবেক এরশাদ সরকার মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করেছেন। আর অন্যদিকে আজকের যুব সমাজকে ভিডিওর নামে ব্লু ফিল্ম, ড্রাগস্, হেরোইন, মদ, জুয়া ও ভারতের এবং আমাদের দেশের অশ্লীল ছায়াছবি দিয়ে তাদের মূল্যবান চরিত্র নষ্ট করে দিচ্ছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে ফোক ফ্যান্টাসীর নামে যে ছায়াছবি নির্মিত হচ্ছে তার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের জীবনাচরণের কোন সামঞ্জস্যও নেই। বিশেষ করে ছবিতে মেয়েদের অপ্রয়োজনে ঘনঘন হাঁটুর উপর কাপড় তুলে ফেলা, যৌনাবেদনময়ী অংশগুলো খোলামেলা রাখা–এগুলো শুধু দুঃখজনকই নয়, লজ্জাজনকও। আর এসব ছবিতে মেয়েদের লজ্জাস্থান সমূহ এমন ভাবে ক্যামেরায় চিত্রায়ন করা হয় যা সপরিবারে বসে দেখার মত নয়। কারণ এসব নৃত্যদৃশ্যে নর্তকীর শরীর দেখানোই ছবিগুলোর প্রধান লক্ষ্য বলে মনে হয়। এক কথায় এ সমস্ত ছবিতে যৌনতার অঢেল ছড়াছড়ি। তাই একটি যুবক ওই সমস্ত ছবি দেখে কেমন করে ভাল থাকতে পারে।

স্বাধীনতার পর অনেক সরকারের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু বর্তমান সরকারের শাসনকালে এত খুন, ডাকাতি, নারী ধর্ষণ, ড্রাগস্, হেরোইন, মদ, জুয়া, মিনা

www.pathagar.com

বাজারের নামে যুবতী মেলা, রাস্তাঘাটে মেয়েদের সীমাহীন অশ্লীলভাবে চলাফেরা বেড়ে গেছে। তাই তো গত ৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু নির্বাচনের দিন রোকেয়া হলের শত শত মেয়েদের উপর অসংখ্য ছাত্ররা ঝাপিয়ে পড়ে এবং কোন মেয়ে ওইদিন ওড়না নিয়ে হলে ফিরে যেতে পারেনি। এই হচ্ছে বর্তমান যুব সমাজের অবস্থা।

কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? অন্যদিকে বর্তমান যুগে নারী স্বাধীনতার নামে যে বেহায়াপনা ও উলঙ্গ স্বাধীনতার প্রবর্তন হয়েছে এসব কর্মকান্ডে যারা প্রশ্রয় দাতা তারা নির্বোধের স্বর্গে বাস করছে। আজ কালকার আধুনিক সভ্য সমাজের মেয়েরা প্রতিযোগিতার নামে পুরুষদের সাথে সমান তালে সিনেমা থিয়েটার, হাট-বাজার, অফিস-আদালত স্কুল কলেজ এমনকি সব রকম খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। মোটকথা পুরুষ হোক আর মেয়ে হোক সকলের জন্যই চরিত্র একটি অমূল্য সম্পদ। যারা নৈতিক চরিত্র হারিয়েছেন তারা পশুর চাইতেও অধম জীবন যাপন করছে। আজ আমরা পাশ্চাত্যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি। নৈতিকতার প্রতি আজ আর তেমন কোন গুরুত্ব দেইনা। পশ্চিমা জগতের মত হত্যা, উশৃংখলতাকে গণতান্ত্রিক অধিকারের ন্যায় অসত্য অন্যায় শোষণ আর অপরের অধিকার হরণকে নিজের মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করে নিয়েছি।

তার ফলে আমাদের উন্নতির চেয়ে অবনতি হয়েছে অনেক অনেক বেশী। কিন্তু তা বুঝা ও অনুধাবনের জ্ঞানটুকু পর্যন্ত আমাদের লোপ পেয়ে গেছে। সাবেক এরশাদ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করেছেন। আগে যুবকদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করুন। পরে ইসলাম। কারণ বিশ্বের সবাই জানে বাংলাদেশ একটি বৃহত্তম মুসলমান রাষ্ট্র। আবার সেখানে ঢোলডাল বাজিয়ে লাখ লাখ টাকা খরচ করে নতুন করে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম করার কোন অর্থ ছিলনা। শোনা যায় যে, ইরাকের সাদ্দাম হোসেনকে খুশী করার জন্য নাকি এই ইসলাম? বর্তমান বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় ভিডিও ব্যবসায়ীরা যেন পাখা মেলে বেড়াচ্ছে আর যতসব দেখানো হচ্ছে অশ্লীল মুভি। এতে শুধু যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে তা-নয় বরং সমাজ হচ্ছে কলুষিত। আর এসব ভিডিও দোকানের আসল ব্যবসা যুব সমাজ ধ্বংশ করে দেওয়ার একটি মাত্র পথ ব্লু মুভি। বর্তমান সরকার প্রতিদিন ভিডিওর নামে শত শত লাইসেন্স দিচ্ছেন, যুবকদের চরিত্রের বারটা বাজার জন্য আমার প্রশ্ন হচ্ছে যেদেশের ফুটপাতে প্রতি রাত্রে ৩০ হাজার আদম সন্তান রাত কাটায়, যেদেশের শতকরা ৯০ জনেরও অধিক লোক মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়, যে দেশ পৃথিবীর সর্বাধিক দরিদ্রতম দু'টি দেশের একটি সে দেশের রাজধানীর বুকে এক হাজার ভিডিও দোকান চালু রয়েছে যুব সমাজকে তিলেতিলে ধবংশ করার জন্য। কেন আমাদের এই বিলাসিতা? কেন আমাদের এত অহংকার? বিশেষ দিনে লাখ লাখ টাকা খরচ করে আলোক সজ্জা করা হয়? যেখানে বাঁচার জন্য আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুয়ারে দুয়ারে হাত বাড়াতে হয়। যেখানে খেয়ে পড়ে বাঁচা আমাদের

www.pathagar.com

পক্ষে প্রায় অসম্ভব এবং যেখানে আমরা বিদেশীদের কাছে কোটি কোটি ডলার ঋণে আবদ্ধ আছি এবং দেশের মন্ত্রী মিনিষ্টারের ৫৫৫ ধূমপানের বাহাদুরী ও তাদের সন্তানেরা পড়ালেখা করছে নিউইয়র্ক আর বৃটেনে এবং তাদের ছেলে মেয়েদের দামী কাপড় চোপড় দেখলে মনে হয়না যে, এটা সত্যিই একটি গরীব দেশ।

সরকার ইচ্ছা করলে একদিনেই এসব বন্ধ করতে পারেন। আমার মতে যদি ওই সমস্ত অসামাজিক কার্যকলাপ বর্তমান সরকার বন্ধ করতে না পারেন তবে পদত্যাগ করুন। কারণ আমাদের এত বিলাসিতা সাজে না। কারণ আমরা বিশ্বের দরবারে এখনো ভিক্ষুক জাতি হিসাবে পরিচিত।

বেশ কিছু দিন আগে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পেপারে দেখলাম মাস্তান ধরা অভিযান শুরু হয়েছে। এবং ঢাকার পুলিশ কমিশনার বললেন যাদেরকে ধরা হয়েছে তারা দাগী আসামী কিন্তু দুঃখের বিষয় এরপর যখন জানতে পারলাম যে, ওই দাগী আসামীদেরকে মাত্র ৫৪ ধারায় কোর্টে চালান দেয়া হয়েছে। তাই যত দিন আমাদের দেশে মামা-ভাগনার দিন শেষ না হবে ততদিন যে কোন লোক অসামাজিক কাজ করতে দ্বিধা করবে না।

বর্তমানে ঢাকা সহ দেশের অনেক সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে ভারত ও আমার দেশের কিছু নায়িকার অশ্লীল ভঙ্গিতে অনেক ছবি নিয়মিত ছাপা হচ্ছে। তাই বর্তমান সরকারকে ওদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ওই সমস্ত ম্যাগাজিনের সম্পাদকের লাজ শরম বলতে কিছু নেই, ওরা জানে অশ্লীল ছবি থাকলে যুব সমাজ ওইগুলো কিনবেই।

সেইদিন দেখলাম ঢাকার একটি জনপ্রিয় ম্যাগাজিনে চলছে মিস বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার আয়োজন। ভাবতে অবাক লাগে যেখানে কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে ক্যান্টনমেন্ট যাওয়ার পথে রেল লাইনের দুই পাশে লাখ লাখ ভুখা নাংগা নিরস্ত্র অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের প্রাণবিদারী আর্তনাদ এবং যেখানে খেয়েপরে সচ্ছলভাবে বেঁচে থাকতে পারে এমন লোক হাতে গোনা। অন্যদিকে এক শ্রেণীর জনপ্রিয় ম্যাগাজিন ধন সম্পদে প্রাচুর্য্যে ভরা বিলাসী জীবন যার দরুণ এই ধনপতি মানব সন্তানরা এই রকম একটি ব্যয় বহুল প্রতিযোগিতার চিন্তা করতে লাগলো। এ যেনো গরীবের ঘোড়া কেনার সখের মতো ব্যাপার। শুধু তাদেরকে এই কথাই বলব অতিরিক্ত স্বাধীনতা মানব জীবনে শৃংখলা এবং শান্তি আনতে পারেনা। তার প্রমাণ পাশ্চাত্যের দেশসমূহ। অবাধ যৌন আচরণ সেসব দেশের মানুষকে অন্ধকারের অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে। মানসিক চরম আত্মঘাতী সংগ্রামে ভুগছে তারা। গত বছরের শেষ দিকে নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনের খবর অনুযায়ী সারা আমেরিকায় দেড় মিলিয়ন কিশোরী ছিল অন্তঃসত্ত্বা। এর পর গত ১০ জানুয়ারির ডেইলী নিউজ বলেছে বিশ্বের মাঝে বেশি অপরাধের শহর হলো নিউইয়র্ক তাদের জরিপে জানা গেছে প্রতিটি মেয়ে বিয়ের আগে অসংখ্য বয়ফ্রেন্ড পালা বদল করে থাকে ও কমপক্ষে ১০টি ছেলের

www.pathagar.com

সাথে অবৈধ মেলামেশা করে থাকে, ৬০ জন স্ত্রী স্বামীকে সামান্য ব্যাপার নিয়ে তালাক দিয়ে থাকে। তাদের দাম্পত্য জীবন বলতে কিছু নেই। তারা সংসার সুখ জিনিষটা কি বলতে পারে না। তাদের না আছে ঘরে, না আছে বাহিরে, না আছে সমুদ্রে, তাদের শান্তি কোথাও নেই। কেউ যদি এক পেয়ালা বিষ দিয়ে তাদেরকে বলে এটা খেয়ে নিলে শান্তি পাবে তবুও ওরা খেয়ে দেখাবে শান্তি পাওয়া যায় কি-না। ফ্রি সেক্সের সত্যিকার স্বরূপ কি হতে পারে তাই বাংলাদেশেও যাতে এমন কোন আচার-আচরণকে প্রসিদ্ধি লাভ করতে না পারে সে ব্যাপারে সরকারকে কড়া নজর রাখতে হবে।

সরকার ইচ্ছা করলে একদিনেই অনেক অন্যায় অত্যাচার একটি হুশিয়ারী নির্দেশ দিয়ে বন্ধ করতে পারবেন।

আর আজকের আমার এই লেখা দেশের কোন সমালোচনা করা নয়। সমস্যার সমাধানের কিছু কথা সরকারের কাছে তুলে ধরাই আমার একান্ত ইচ্ছা এবং আমার লেখা নিজের কোন স্বার্থে নয়। আমার প্রিয় বাংলাদেশের স্বার্থে, দেশের ১৬ কোটি জনগণের স্বার্থে এবং দেশের যুব শক্তি জাতির প্রকৃত সম্পদ এটা তাদেরই স্বার্থে। কারণ যুবকদের গঠনমূলক চিন্তায় জাতির উন্নতি হয়। তাই বর্তমান সরকারের কাছে যুব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমার আকুল আবেদন রইল।

#

www.pathagar.com

প্রবাসী বাংলাদেশীদের সমস্যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ

১. চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের মত সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে সকল বিদেশী বিমান অবতরণের ব্যবস্থা করণ ও বিশেষ করে যাত্রীপ্রতি রয়্যালিটি চালু করলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

২. বর্তমান নিউইয়র্ক-ঢাকার মধ্যে চালু দুইটি ফ্লাইটের মধ্যে একটি নিউইয়র্ক-ব্রাসেল্‌স-জেদ্দা-ঢাকায় সপ্তাহে একদিন সার্ভিস চালু হলে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীরা সহজে ওমরাহ ও হজ্ব পালন করে নিজ দেশে যাতায়াত করতে পারবেন। এ জন্য প্রয়োজনে সৌদী সরকারের সাথে শক্ত লবিং করতে হবে।

৩. বিপুল সংখ্যক প্রবাসী সিলেটবাসীর স্বার্থে নিউইয়র্ক-মানচেষ্টার-দুবাই-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু হলে মানচেষ্টারে বসবাসকারী প্রায় ২ লাখ সিলেট প্রবাসী অনায়াসে সরাসরি সিলেটে যাতায়াত করতে পারবেন এবং তাদের দীর্ঘদিনের অসুবিধা দূর হবে।

৪. বর্তমানে বিমানের রিটার্ন টিকেটের মেয়াদ ৪ মাসের স্থলে ৬ মাসে বর্ধিত করণ।

৫. বিমানের ঢাকা-নিউইয়র্ক ও নিউইয়র্ক-ঢাকা ওয়ানওয়ে টিকেটের ভাড়ার বৈষম্য দূরীকরণ। যেমন বর্তমানে নিউইয়র্ক-ঢাকা বিমানের ওয়ানওয়ে টিকেটের ভাড়া ৭ শত ডলার। কিন্তু ঢাকা-নিউইয়র্ক ওয়ানওয়ে টিকেট প্রায় ৯শত ডলার। অন্যান্য বিদেশী এয়ারলাইন্স ঢাকা-নিউইয়র্ক ওয়ানওয়ে ৭শত ডলার অথচ আমাদের বিমান অতিরিক্ত ভাড়া নেয়ার পরও নিউইয়র্ক ফ্লাইটে লোকসান দিয়ে যাচ্ছে। এর রহস্য উদঘাটন করা উচিত।

৬. নিউইয়র্ক-ঢাকা রুটে যেসব এয়ারলাইন্সের ভাড়া বিমানের চেয়ে কম রয়েছে তাদের সংগে সামঞ্জস্য বিধান করে বিমানের ভাড়া পুনঃনির্ধারণ।

৭. ঢাকা-চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরে ব্যাগেজ বহনের জন্য লাগেজম্যান নিয়োগ করা। প্রবাসীরা বিশেষ করে প্রবাসী মহিলারা দেশে বাচ্চাদের নিয়ে ঢাকা বিমানবন্দরে নামার পর বাচ্চা সামলাতে গিয়ে তাদের লাগেজ নিয়ে ভীষণ সমস্যায় পড়ে থাকেন। তাই বিমানবন্দরে জরুরী ভিত্তিতে লাগেজম্যান (সরকারী হোক অথবা বেসরকারী কোন কোম্পানীকে) নিয়োগ করা উচিৎ।

৮. মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মাসে এক হাজার রিয়াল নিশ্চিত করার জন্য সংসদে আইন পাশ করণ। ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এরকম আইন রয়েছে। একই সাথে বিদেশ

www.pathagar.com

গমনেচ্ছুকদের হয়রানী লাঘবে সরকারী ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক প্রেরণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরী এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণ।

৯. প্রবাসীদের জন্য দেশে টেলিফোনের কোটা সংরক্ষণ করা যাতে প্রবাসী আবেদনকারী দেশে গিয়ে সহজে টেলিফোন সংযোগ পান।

১০. প্রবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলোতে প্রবাসীদের জন্য ন্যায্যমূল্যে প্লট বরাদ্দের কোটা নির্ধারণ।

১১. প্রবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বাংলাদেশে গিয়ে মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে তার জন্য নির্দিষ্ট কোটা নির্ধারণ।

১২. প্রবাসীদের যে সমস্ত সম্পত্তি দেশে রয়েছে তা যাতে কেউ আত্মসাৎ করতে না পারে তার জন্য কঠোর আইন তৈরী করণ।

১৩. দ্বৈত নাগরিকত্বের জন্য আবেদনকারী প্রবাসীরা যাতে সহজে কোন ধরনের হয়রানী ছাড়া নিজেদের নাগরিকত্বের বিষয়টি সম্পন্ন করতে পারেন সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত দাবীগুলো বাস্তবায়ন করতে সরকারের অর্থ বরাদ্দের তেমন প্রয়োজন নেই। সরকারের আন্তরিক হস্তক্ষেপই যথেষ্ট।

১৪. বিভাগীয় শহর সিলেট ও বরিশাল পোস্ট অফিসকে জিপিও-তে রূপান্তর করণ। যাতে উভয় বিভাগের প্রবাসীরা স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের প্রেরিত এক্সপ্রেস মেইল, মানিঅর্ডার, এক্সপ্রেস চিঠি ও পার্সেল পেতে পারেন।

১৫. ঢাকা বিমানবন্দরের মতো চট্টগ্রাম-সিলেট বিমানবন্দরের ভিতরে একটি প্রবাসী ডেস্ক অফিস চালু করণ। যাতে আমরা প্রবাসীরা যাতায়াতের পথে বিমানবন্দরের ভিতরে অথবা বাইরে কোন সমস্যায় পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান পাই।

১৬. প্রবাসী যাত্রীদের নিশ্চিত নিরাপত্তা ও যাতায়াতের সুবিধার জন্যে জিয়া বিমানবন্দর এবং ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে একটি ওভারব্রিজ নির্মাণ এবং সেই সঙ্গে ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে সকল আন্ত:নগর ট্রেনের ৫ মিনিটের বিরতির ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৭. সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে লেন-দেন করার জন্য নিউইয়র্কে একটি ব্যাংক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ। ফলে একদিকে যেমন রেমিট্যান্সের সুবিধা বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে তেমনি সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় প্রবাসীদের সঞ্চয়ী আমানতসহ চলতি আমানত বৃদ্ধি পাবে।

১৮. সরকারী অর্থের সাশ্রয়ের লক্ষ্যে নিউইয়র্ক ও বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার একটি করে ৪/৫ তলা স্থায়ী ভবন ক্রয় করা। যাতে একই ভবনে বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী মিশন, কন্স্যুলেট অফিস, সোনালী এক্সচেঞ্জ, বাংলাদেশ বিমান অফিস, একটি ভিআইপি রেস্ট হাউস ও অন্যান্য দফতরের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়। বর্তমানে

www.pathagar.com

ভাড়া করা ভবনে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাতে সরকারের নিজস্ব ভবন হলে বিপুল পরিমাণ অর্থ বেঁচে যাবে।

১৯. প্রবাসীদের জন্য ভোটাধিকারসহ সংসদে ১০টি আসন সংরক্ষণ।

২০. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন।

২১. সিলেট বিভাগের ২০/২২ লাখ প্রবাসীদের প্রাণের দাবী জরুরী ভিত্তিতে ওসমানী বিমানবন্দর, বিমানের জ্বালানী তেলের ডিপো স্থাপন করে সকল বিদেশী বিমান অবতরণের ব্যবস্থা করণ।

২২. অতিসত্বর সিলেট শহরস্থ কুমারগাঁও বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে ১০০ মেগাওয়াটে সম্প্রসারণ করে প্রবাসী অধ্যুষিত বিভাগীয় শহর সিলেট সিটি কর্পোরেশনে সরবরাহ নিশ্চিত করণ।

২৩. গুরুত্বপূর্ণ বাইপাস সড়ক নির্মাণঃ সিলেট শহরস্থ বালুচর থেকে চা বাগানের ভেতর দিয়ে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সরকারের প্রস্তাবিত বাইপাস সড়ক অবিলম্বে নির্মাণ হলে পূর্বাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ প্রবাসীরা এই বাইপাস সড়ক দিয়ে সিলেট শহরে প্রবেশ না করেও আম্বরখানা ভয়াবহ ট্রাফিক জ্যামকে এড়িয়ে সরাসরি দ্রুত এয়ারপোর্টে যাতায়াত করতে পারবেন।

২৪. সিলেট আখাউড়ার মধ্যে ডাবল রেল লাইন নির্মাণ। বর্তমান লাইনকে আধুনিকীকরণ, যাতে আন্তঃনগর ট্রেনগুলো ঘন্টায় ৫০/৬০ মাইল বেগে চলাচল করতে পারে। এতে সিলেট বিভাগের লক্ষ লক্ষ প্রবাসীরা সিলেট ঢাকা মহাসড়কের ট্রাফিক জ্যামকে এড়িয়ে ঢাকা-সিলেট রেলপথে নিরাপদে দ্রুত যাতায়াত করতে পারবেন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও তড়িৎ ও সহজ হবে।

২৫. সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা মহাসড়ক: অবহেলিত সুনামগঞ্জকে উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্কে নিয়ে আসার জন্য সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা মহাসড়ক নির্মাণ। সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলা থেকে ধর্মপাশা পর্যন্ত ২০-২১ মাইল রাস্তা নির্মাণ জরুরী। ধর্মপাশা থেকে মোহনগঞ্জ হয়ে নেত্রকোনা জেলা পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারিত হলে ময়মনসিংহ সহ গোটা রাজশাহী বিভাগের সাথে সিলেটের দূরত্ব ২০০ মাইল কমানো সম্ভব।

২৬. জকিগঞ্জ উপজেলা সদরে কুশিয়ারা নদীর উপর বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে একটি ব্রিজ নির্মাণ করলে উভয় দেশের মধ্যে আমদানী রপ্তানী দ্রুত ও সেতু বন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে।

২৭. সিলেট বিভাগে থানা ও উপজেলা রয়েছে ৪০ টি। ফায়ার সার্ভিস আছে জেলা সদর ও উপজেলায় ১১ টি। ফায়ার সার্ভিস নেই মোট ২৯ টি থানা ও উপজেলায়। এর মধ্যে ১২টি উপজেলা পৌরসভা হচ্ছে প্রবাসী নামে খ্যাত উপজেলা। তাই লক্ষ লক্ষ প্রবাসীদের স্বার্থে প্রবাসী অধ্যুষিত যেমন বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, কানাইঘাট, জকিগঞ্জ, রাজনগর, নবীগঞ্জ, জগন্নাথপুর, দিরাই ও মডেল থানা বাহুবল

www.pathagar.com

উপজেলা সদর সমূহে সরকারী নীতিমালা মোতাবেক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি করে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন এবং পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ১৭টি উপজেলা সদরে একটি করে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ সিলেট শহরে একটি মাত্র ফায়ার সার্ভিস স্টেশন রয়েছে। বিভাগীয় প্রবাসী অধ্যুষিত শহরের গুরুত্ব বিবেচনা করে সিলেট শহরের আখালিয়া, খাদিম, এয়ারপোর্ট রোডে চৌকীদেখি ও শাহজালাল উপশহরে একটি করে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।

২৮. গ্রাম-গঞ্জের এক শ্রেণীর অসহায় গরীব দুঃখী মেহনতী জনগোষ্ঠী উন্নতমানের চিকিৎসার অভাবে ধুকে ধুকে মরছে। তাই সরকারী নীতিমালা মোতাবেক বৃহত্তর সিলেটের প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ এবং জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোতে অবিলম্বে ডাক্তারদের শূন্য পদ পূরণ।

#

www.pathagar.com

প্রবাসী সিলেট বিভাগবাসীর প্রাণের দাবী

১. লন্ডন-দুবাই-সিলেট সপ্তাহে ৩ দিন বিমান চলাচল করে। প্রয়োজনের তুলনায় সপ্তাহে ৩ দিন ফ্লাইট যথেষ্ট নয়। ব্রিটেনে ৫ লাখ প্রবাসী সিলেটবাসীর স্বার্থে এ রুটে আরও ২টি ফ্লাইট বাড়িয়ে সপ্তাহে ৫ দিন বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করা দরকার। যেমন ঃ লন্ডন-জেদ্দা-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু হলে প্রবাসী সিলেটবাসী সহজে হজ্ব ও ওমরাহ পালন করে দেশে যাতায়াত করতে পারবেন। এ জন্য প্রয়োজনে সৌদী সরকারের সাথে শক্ত লবিং করতে হবে।

২. লন্ডন-দুবাই-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু।

৩. লন্ডন-আবুধাবী-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু।

৪. লন্ডন-রিয়াদ-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু।

৫. লন্ডন-কুয়েত-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু।

৬. সিলেট-দোহা-জেদ্দা সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু।

৭. নিউইয়র্ক-মানচেষ্টার-দুবাই-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু হলে মানচেষ্টারে বসবাসকারী সিলেট বিভাগবাসী সরাসরি সিলেট এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের সিটিগুলোতে লক্ষ লক্ষ সিলেট বিভাগবাসী বসবাসরত। তাই এই সমস্ত রুট ধরে বিমান যাতায়াত করলে বৃহত্তর সিলেটের যাত্রীরা সরাসরি সিলেট এয়ারপোর্টে যাতায়াত করতে পারবেন এবং তাদের দীর্ঘদিনের অসুবিধা অনায়াসে দূর হবে।

৮. সিলেট-কলকাতা সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু।

৯. হজ্ব মৌসুমে সিলেট-জেদ্দা হজ্ব ফ্লাইট চালু।

উল্লেখ্য, উপরের দাবীগুলো বাস্তবায়ন করতে সরকারের অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে না। শুধু সরকারের আন্তরিক হস্তক্ষেপই যথেষ্ট।

১০. ওসমানী বিমানবন্দরের রানওয়েকে সাড়ে দশ হাজার ফুট সম্প্রসারণ করে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর। বর্তমানে প্রায় ৯ হাজার ফুট রানওয়ে রয়েছে। তাই আরো দেড় হাজার ফুট রানওয়ে জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ কাজ শেষ করণ।

১১. সিলেট বিমানবন্দরের ভিতরে একটি প্রবাসী ডেস্ক অফিস চালু করণ। যাতে আমরা প্রবাসীরা যাতায়াতের পথে বিমানবন্দরের ভিতরে অথবা বাহিরে কোন সমস্যায় পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান পাই।

১২. প্রবাসীদের যে সমস্ত সম্পত্তি দেশে রয়েছে তা যাতে কেউ আত্মসাৎ করতে না পারে তার জন্য কঠোর আইন তৈরী করণ।

www.pathagar.com

১৩. প্রবাসী সিলেটবাসীদের জন্য সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলা সদরে ন্যায্যমূল্যে প্লট বরাদ্দ করণ।

১৪. বিগত সরকার জিয়া এয়ারপোর্ট এবং চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টের গুরুত্ব বিবেচনা করে পৃথকভাবে দুটি থানা স্থাপন করেছেন। যেমনঃ জিয়া এয়ারপোর্ট থানা ও পতেঙ্গা থানা। ওসমানী বিমানবন্দরের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। প্রতিদিন শত শত প্রবাসী যাত্রীরা বিদেশে যাতায়াত করেন। তাই বৃহত্তর সিলেটের ১৪/১৫ লাখ প্রবাসীদের স্বার্থে সালুটিকর নামে একটি পৃথক থানা স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করণ।

১৫. দেশের পাসপোর্ট অফিসগুলোর সাথে প্রবাসীদের আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। ব্যক্তিগত বা পরিবারের পাসপোর্ট তৈরী বা নবায়ন থেকে শুরু করে অনেক কিছুর প্রয়োজনের জন্য বারবার সেখানে যেতে হয়। সারাদেশের ব্যস্ততম পাসপোর্ট অফিসগুলোর মধ্যে সিলেট অফিস তৃতীয় স্থানে। তাই জরুরী ভিত্তিতে বর্তমান জরাজীর্ণ ভাড়াটিয়ে পাসপোর্ট অফিসের স্থলে একটি আধুনিক নিজস্ব পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ করণ।

১৬. প্রবাসী অধ্যুষিত সিলেট হেড পোষ্ট-অফিসকে জিপিওতে রূপান্তর করণ। যাতে সিলেট বিভাগের প্রবাসীরা স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদের প্রেরিত এক্সপ্রেস মেইল, এক্সপ্রেস মানিঅর্ডার, এক্সপ্রেস চিঠি ও এক্সপ্রেস পার্সেল পেতে পারেন।

১৭. সরকারী অর্থের সাশ্রয়ের লক্ষ্যে লন্ডনে বাংলাদেশ সরকারের ৪/৫ তলা একটি স্থায়ী ভাবন ক্রয়। যাতে একই ভবনে বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী মিশন, কন্স্যুলেট অফিস, সোনালী ব্যাংক, বাংলাদেশ বিমান অফিস, একটি ভিআইপি রেস্ট হাউস ও অন্যান্য দফতরের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়। বর্তমানে ভাড়া করা ভবনে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাতে সরকারের নিজস্ব ভবন হলে বিপুল পরিমাণ অর্থ বেঁচে যাবে।

#

www.pathagar.com

সিলেট অঞ্চলের শিক্ষা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। এই হিসেবে বৃহত্তর সিলেটের কৃতিসন্তানরা গোটা বাংলাদেশের উন্নয়নে তাদের মেধা মনন ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এটা ঐতিহাসিক সত্য বিষয়।

বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনের চালিকা হিসেবে নেপথ্যে যারাই কাজ করেছেন তাদের অধিকাংশের বাড়ীই বৃহত্তর সিলেটে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সময়ের বিবর্তনে সেই ইতিহাস আজ স্মৃতির এক করুণ অধ্যায় হতে চলেছে। দিনে দিনে শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে যাচ্ছে সিলেট। ব্রেন ড্রেনের সব চাইতে বড় শিকার বৃহত্তর সিলেট।

অথচ এই সিলেটীরাই এক সময় কৃতি পুরুষ হিসেবে দেশে বিদেশে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে সিলেটের সমস্যা জর্জরিত শিক্ষাঙ্গন। এ জন্য দেশ ও জাতির স্বার্থে সিলেটের শিক্ষা সমস্যাকে মোকাবেলা করার জন্য আমরা নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো সহৃদয় বিবেচনার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

* জরুরী ভিত্তিতে সিলেট শহরস্থ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রূপান্তর।
* জরুরী ভিত্তিতে সিলেট শহরস্থ সরকারী মহিলা কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর।
* সিলেট বিভাগের (সিলেট শহরস্থ খাদিম) একমাত্র কৃষি ইনস্টিটিউটকে কৃষি কলেজে রূপান্তর।
* এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর।
* গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ সুরমা থানা সদর ডিগ্রী কলেজ ও সিলেট শহরস্থ মঈন উদ্দিন মহিলা কলেজকে সরকারী করণ। একটি মাত্র মহিলা কলেজ পর্যাপ্ত নয়, এ জন্য বিভাগীয় শহরে আরো একটি মহিলা কলেজ জরুরী।
* মৌলভীবাজার-হবিগঞ্জ-সুনামগঞ্জ জেলা সদর ডিগ্রী কলেজগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর।
* মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলা সদরে একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন।
* সিলেট বিভাগের প্রতিটি থানা সদরের একটি ডিগ্রী কলেজকে সরকারী করণ।
* সিলেট বিভাগের প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
* বৃহত্তর সিলেটের যে সমস্ত হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।

www.pathagar.com

শিক্ষক স্বল্পতা ঃ সিলেটের বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গন আজ শিক্ষক সমস্যায় জর্জরিত। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের অপ্রতুলতা শিক্ষার বিকাশে বড় ধরনের অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। এ জন্য বৃহত্তর সিলেটের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক স্বল্পতা পূরণে সরকারকে এগিয়ে না আসা পর্যন্ত এর সমাধান হবে না।

সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা ঃ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা। দেশের মাত্র দুটো সরকারী মাদ্রাসার একটি হচ্ছে সিলেট। অথচ এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষক স্বল্পতায় দিনে দিনে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

এটা নির্মম হলেও বাস্তব সত্য যে, সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা সমস্যাকে অবিলম্বে পূরণ করা না হলে মাদ্রাসাটি অচিরেই ছাত্রশূন্য হয়ে পড়বে।

#

www.pathagar.com

সিলেট অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা

রত্নগর্ভা হিসেবে বিখ্যাত বৃহত্তর সিলেট আজও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অন্যান্য জেলার তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। লক্ষ লক্ষ সিলেটবাসী ইউরোপ-আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। তাদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ। এই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে তাদের অবদানের কথা কে না জানে। তারপরও তারা দেশের মানুষ ও মাতৃভূমির টানে যক্ষের ধন হিসেবে আয়কৃত অর্থ দেশে বিনিয়োগ করেন।

বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটে বিনিয়োগ করতে চান। সিলেটের বাসিন্দা হিসেবে সিলেট বিভাগকে কেন্দ্র করেই তাদের স্বপ্ন। এছাড়া সিলেটে ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা স্থাপিত হলে ঢাকাকেন্দ্রিক চাপ ও সমস্যা অনেকটা লাঘব হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বিনিয়োগের বিকেন্দ্রিকরণে উপকৃত হবে দেশ-উপকৃত হবে অবহেলিত বৃহত্তর সিলেটের জনগণ।

তাই আমাদের দাবী হচ্ছে বৃহত্তর সিলেট তথা বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া। এই হিসেবে আমরা নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সরকারের শুভ দৃষ্টি কামনা করছি।

১. গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বাইপাস সড়ক নির্মাণ ঃ ওসমানী বিমানবন্দরের পূর্বে ও পশ্চিমে সরকারের প্রস্তাবিত দু'টি বাইপাস সড়ক অবিলম্বে নির্মাণ হলে লক্ষ লক্ষ প্রবাসী উভয় বাইপাস সড়ক দিয়ে সিলেট শহরে প্রবেশ না করেও আম্বরখানার ভয়াবহ ট্রাফিক জ্যামকে এড়িয়ে সরাসরি দ্রুত এয়ারপোর্টে যাতায়াত করতে পারবেন।

২. সিলেট আখাউড়ার মধ্যে ডাবল রেল লাইন নির্মাণ ঃ বর্তমান লাইনকে আধুনিকীকরণ; যাতে আন্তঃনগর ট্রেনগুলো ঘন্টায় ৫০/৬০ মাইল বেগে চলাচল করতে পারে। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো তড়িৎ ও সহজ হবে।

৩. সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা মহাসড়ক ঃ অবহেলিত সুনামগঞ্জকে উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্কে নিয়ে আসার জন্য নির্মাণ জরুরী। ধর্মপাশা থেকে মোহনগঞ্জ হয়ে নেত্রকোনা জেলা পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারিত হলে ময়মনসিংহ সহ গোটা রাজশাহী বিভাগের সাথে সিলেটের দূরত্ব ২০০ মাইল কমানো সম্ভব।

৪. সুনামগঞ্জ-হবিগঞ্জ সড়ক ঃ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থেকে রানীগঞ্জ হয়ে ইনাতগঞ্জ ভায়া আউশকান্দির মধ্যে ৫/৬ মাইল রাস্তা অসমাপ্ত রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে এই রাস্তা নির্মাণ করণ। এটা সম্পন্ন হলে উভয় জেলার দূরত্ব কমে আসবে ৫০ মাইল।

www.pathagar.com

৫. সিলেট-ঢাকা বিকল্প সড়ক ঃ সিলেট-হবিগঞ্জ হয়ে ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়ক, লাখাই, নাসিরনগর, সরাইল, আলহাজ্ব আজিজুর রহমান চৌধুরী সড়কের ছোট দুটি সেতু ও মাত্র ৪/৫ মাইল রাস্তা নির্মাণ করলে এই বিকল্প আঞ্চলিক রাস্তাটি চালু করা সম্ভব।

৬. সরকারী নীতিমালায় রাস্তা নির্মাণ ঃ দিরাই থেকে শাল্লা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। সুনামগঞ্জ থেকে তাহিরপুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। জামালগঞ্জ থেকে ধর্মপাশা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ এবং বানিয়াচং থেকে আজমিরিগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।

৭. শেওলা-জকিগঞ্জ রাস্তা নির্মাণ ঃ শেওলা থেকে জকিগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তা পাকা হলে সিলেট সদরের সাথে দূরত্ব প্রায় ২৪/২৫ মাইল দূরত্ব কমে যাবে।

৮. সুরমা নদীর উপরে ৫টি ব্রিজ স্থাপন ঃ এর মধ্যে রয়েছ সিলেট শহরের পশ্চিম শেখঘাট, কানাইঘাট উপজেলা সদর, ছাতক উপজেলা সদর, সুনামগঞ্জ জেলা সদর ও জামালগঞ্জ উপজেলা সদর।

৯. কুশিয়ারা নদীর উপর ৪টি ব্রিজ স্থাপন ঃ এর মধ্যে রয়েছে গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ, বালাগঞ্জ উপজেলা সদর ও জগন্নাথপুর নবীগঞ্জ রাস্তার সেতুবন্ধন হিসেবে রানীগঞ্জ বাজারে সেতু নির্মাণ। পাশাপাশি জকিগঞ্জ উপজেলা সদরে কুশিয়ারা নদীর উপর বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে একটি ব্রিজ নির্মাণ করলে উভয় দেশের মধ্যে আমদানী-রপ্তানী দ্রুত ও সেতুবন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে।

* বৃহত্তর সিলেটের ৯০ লক্ষ মানুষ তথা বালাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা সিলেট বিভাগবাসীর আগামী জাতীয় বাজেটে উপরোল্লেখিত প্রজেক্টগুলো অন্তর্ভুক্ত করে দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

#

www.pathagar.com

শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

* আমার দৃষ্টিতে বর্তমানে বাংলাদেশে নতুন করে কোন কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করার প্রয়োজন নেই। যেগুলো আছে সেগুলো সম্প্রসারণ করে অনেক জেলার দাবী দাওয়া বাস্তবায়ন সম্ভব। কারণ নতুন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ খুবই ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ।
* সর্বাগ্রে মেয়েদের লেখাপড়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা জরুরী। বিশেষ করে সাবেক আমলের ১৭টি জেলা শহরে যে সমস্ত সরকারী মহিলা ডিগ্রী কলেজ রয়েছে সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর করা দরকার।
* বর্তমানে সারাদেশে যে সমস্ত উল্লেযোগ্য ঐতিহাসিক কলেজ রয়েছে যেমন, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, বগুড়া আজিজুল হক কলেজ, খুলনা বিএল কলেজ, যশোহর এম এম কলেজ, বরিশাল বিএম কলেজ, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ, ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ, নোয়াখালী মাইজদী কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ও সিলেট এমসি কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তর করণ।
* দিনাজপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, ঠাকুরগাঁও সরকারী ডিগ্রী কলেজ, পঞ্চগড় সরকারী ডিগ্রী কলেজ, লালমনিরহাট সরকারী ডিগ্রী কলেজ, গাইবান্ধা সরকারী ডিগ্রী কলেজ, কুড়িগ্রাম সরকারী ডিগ্রী কলেজ, নিলফামারী সরকারী ডিগ্রী কলেজ, জয়পুরহাট সরকারী ডিগ্রী কলেজ, চাপাই নবাবগঞ্জ সরকারী ডিগ্রী কলেজ, নওগাঁ সরকারী ডিগ্রী কলেজ, নাটোর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, চুয়াডাঙ্গা সরকারী ডিগ্রী কলেজ, মেহেরপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, ঝিনাইদহ সরকারী ডিগ্রী কলেজ, মাগুরা সরকারী ডিগ্রী কলেজ, নড়াইল সরকারী ডিগ্রী কলেজ, সাতক্ষিরা সরকারী ডিগ্রী কলেজ, বাগেরহাট সরকারী ডিগ্রী কলেজ, ভোলা সরকারী ডিগ্রী কলেজ, পিরোজপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, ঝালকাটি সরকারী ডিগ্রী কলেজ, মাদারিপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, গোপালগঞ্জ সরকারী ডিগ্রী কলেজ, শরিয়তপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, রাজবাড়ী সরকারী ডিগ্রী কলেজ, নারায়ণগঞ্জ সরকারী ডিগ্রী কলেজ, নরসিংদি সরকারী ডিগ্রী কলেজ, মানিকগঞ্জ সরকারী ডিগ্রী কলেজ, গাজীপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, টাঙ্গাইল সরকারী ডিগ্রী কলেজ,নেত্রকোনা সরকারী ডিগ্রী কলেজ, কিশোরগঞ্জ সরকারী ডিগ্রী কলেজ, জামালপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী ডিগ্রী কলেজ, চাঁদপুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, ফেনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ, লক্ষীপুর সরকারী

www.pathagar.com

ডিগ্রী কলেজ, রাঙ্গামাটি সরকারী ডিগ্রী কলেজ, কক্সবাজার সরকারী ডিগ্রী কলেজ, বান্দরবন সরকারী ডিগ্রী কলেজ, মৌলভীবাজার সরকারী ডিগ্রী কলেজ, হবিগঞ্জ সরকারী বৃন্দাবন ডিগ্রী কলেজ, সুনামগঞ্জ সরকারী ডিগ্রী কলেজ। এই সকল সরকারী কলেজগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর করণ।

* ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তিসমস্যা সমাধানকল্পে দেশের সকল বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুই শিফট ক্লাস চালুর ব্যবস্থা করণ।
* দেশের প্রতিটি পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে রূপান্তর করণ।
* বর্তমানে সারাদেশে যে সমস্ত কৃষি ইন্সটিটিউট রয়েছে সেগুলোকে পুরোপুরি সরকারী করণ।
* দেশের প্রায় ৪৮০ টি থানা সদর ডিগ্রী কলেজগুলোকে পুরোপুরি সরকারী করণ।
* সরকারের পক্ষ থেকে দেশের প্রতিটি থানা সদরে বিত্তবান ব্যক্তিদেরকে উৎসাহ দেয়া, যাতে তারা তাদের আত্মীয় স্বজনের নামে থানা সদরে একটি করে মহিলা ডিগ্রী কলেজ স্থাপন করেন যা ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে সরকারী করণ সম্ভব হয়।

  বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করণ। উল্লেখ্য যে, ফজলুল হক হল, শহীদুল্লা হল, এসএম এল, জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, শামসুন নাহার হল ও কুয়েত মৈত্রী হলগুলোকে নিলামে বিক্রি করলে শত শত কোটি টাকা সরকারের আয় হবে এবং এই টাকা দিয়ে ডেমরার শনির আখড়ায় ছেলেদের জন্য একটি উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করা সম্ভব। পাশাপাশি মূল ক্যাম্পাসের ভিতরে এফ রহমান হল, মহসিন হল, জসিম উদ্দিন হল, জিয়া হল, মুজিব হল ও সূর্যসেন হল গুলোকে কেবল ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট করণ।
* বর্তমান সরকারের কারিগরী শিক্ষার উপর বেশী করে গুরুত্ব দেয়া জরুরী। দেশের প্রতিটি থানা সদরে যে সমস্ত ডিগ্রী কলেজ রয়েছে সেগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে নাইট শিফটে ভোকেশনাল কোর্স চালু করা। এতে নতুন কোন ভবন নির্মাণ করার দরকার হবে না। সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় থেকে রক্ষা পাবে। বিশেষ করে ছাত্রদের এক বছরের কোর্স চালু করলে তাতে কয়েক বছরের মধ্যে হাজার হাজার দক্ষ জনশক্তি তৈরী হবে এবং দেশের চাহিদা পূরণ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বার উন্মুক্ত হবে। সেগুলোর মধ্যে কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, দর্জি, টিভি কারিগর, ফ্রিজ কারিগর, গাড়ী চালক, ওয়ার্কশপের

www.pathagar.com

কাজ, গাড়ী মেরামতকারী, প্লাম্বার, কম্পিউটার টেকনিশিয়ান, ইলেকট্রি-শিয়ানসহ বর্তমানে বিদেশের চাহিদানুযায়ী সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় কোর্স চালু করা।

* স্বল্প খরচে বেশী করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের পেশাজীবী কোটায় পাঠালে বছরে শত শত কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। সাথে সাথে সকল মেডিকেল কলেজ গুলোতে দুইটি শিফট ক্লাস চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।
* তাছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারী-আধা সরকারী মাদ্রাসা সমূহে নাইট শিফটে কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করণ।

#

www.pathagar.com

দেশের প্রধান কয়েকটি সমস্যা : সমাধান

* দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সহজে যাতায়াতের স্বার্থে চাঁদপুর টু শরিয়তপুর ও আরিচা-পাটুরিয়া নতুন ব্রিজ নির্মাণ।
* জরুরী ভিত্তিতে সুনামগঞ্জ থেকে নেত্রকোনা পর্যন্ত মহাসড়ক নির্মাণ।
* সারাদেশে ফেরিবিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করণ। অর্থাৎ সকল ফেরিস্থলে ব্রিজ নির্মাণ।
* দেশের প্রতিটি উপজেলার সাথে জেলা সদরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
* প্রতিবেশী দেশসমূহে প্রতি বছর চিকিৎসাখাতে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা চলে যাচ্ছে। তাই এই টাকা যাতে বাইরে না যায় তার লক্ষ্যে সরকারের উচিত তড়িৎ গতিতে ৬টি বিভাগীয় শহরে একটি করে আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ।
* ৬৪টি জেলার যে সব হাসপাতালে ২০০ এর কম আসন সংখ্যা, সে সব হাসপাতাল সমূহকে ২০০ আসনে উন্নীত করণ ও হাসপাতালগুলোর সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি ও পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করণ।
* ৬৪ টি জেলা সদরে পর্যায়ক্রমে গ্যাস সরবরাহ করণ।
* দেশের ৬৪ টি জেলায় ১টি করে পাসপোর্ট অফিস স্থাপন।
* ৪৭০ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ১০০ আসনে রূপান্তর।
* দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন করে ১ জন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
* দেশের বড় বড় হাসপাতালগুলোতে রোগ নির্ণয়ের আধুনিক সিএমডি প্রযুক্তি নিয়োগ।
* সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
* দেশের প্রতিটি উপজেলা সদরে একটি করে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
* দেশের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
* প্রবাসীদের জন্য প্রবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলোতে ন্যায্যমূল্যে জমির প্লট বরাদ্দ করণ।
* চা শিল্প উন্নয়নে বহির্বিশ্বের চা প্রধান দেশসমূহ থেকে বিশেষজ্ঞ এনে চা শিল্পের আধুনিকীকরণ ও ৫৫ টি মুসলিম দেশের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে চা রপ্তানীকরণ।

#

www.pathagar.com

বিমান যোগাযোগ

১. লন্ডন-দুবাই-সিলেট সপ্তাহে ৩ দিন বিমান চলাচল করে। প্রয়োজনের তুলনায় সপ্তাহে ৩টি ফ্লাইট যথেষ্ট নয়। ব্রিটেনে ৫ লাখ প্রবাসী সিলেটবাসীর স্বার্থে এ রুটে আরও ২টি ফ্লাইট বাড়িয়ে সপ্তাহে ৫ দিন বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করা দরকার। যেমনঃ লন্ডন-জেদ্দা-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু হলে প্রবাসী সিলেটবাসী সহজে হজ্ব ও ওমরাহ পালন করে দেশে যাতায়াত করতে পারবেন।

২. লন্ডন-দুবাই-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু।

৩. লন্ডন-আবুধাবী-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু।

৪. লন্ডন-রিয়াদ-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু।

৫. লন্ডন-কুয়েত-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু।

৬. সিলেট-দোহা-জেদ্দা সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু।

৭. নিউইয়র্ক-মানচেষ্টার-দুবাই-সিলেট সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু হলে মানচেষ্টারে বসবাসকারী সিলেট বিভাগবাসী সরাসরি সিলেট এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে পারবেন।

উল্লেখ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের সিটিগুলোতে লক্ষ লক্ষ সিলেট বিভাগবাসী বসবাসরত। তাই এই সমস্ত রুট ধরে বিমান যাতায়াত করলে বৃহত্তর সিলেটের যাত্রীরা সরাসরি সিলেট এয়ারপোর্টে যাতায়াত করতে পারবেন এবং তাদের দীর্ঘদিনের অসুবিধা অনায়াসে দূর হবে।

৮. সিলেট-কলকাতা সপ্তাহে একদিন বিমান সার্ভিস চালু।

৯. হজ্ব মৌসুমে সিলেট-জেদ্দা হজ্ব ফ্লাইট চালু।

উল্লেখ্য, উপরের দাবীগুলো বাস্তবায়ন করতে সরকারের অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে না। শুধু সরকারের আন্তরিক হস্তক্ষেপই যথেষ্ট।

১০. ওসমানী বিমানবন্দরে আধুনিক গ্রীন চ্যানেল চালু।

১১. ওসমানী বিমানবন্দরের রানওয়েকে সাড়ে দশ হাজার ফুট সম্প্রসারণ করে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর। বর্তমানে প্রায় ৯ হাজার ফুট রানওয়ে রয়েছে। তাই আরো দেড় হাজার ফুট রানওয়ে জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ কাজ শেষ করণ।

১২. সিলেট বিমানবন্দরের ভিতরে একটি প্রবাসী ডেস্ক অফিস চালু করণ। যাতে আমরা প্রবাসীরা যাতায়াতের পথে বিমান বন্দরের ভিতরে অথবা বাহিরে কোন সমস্যায় পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান পাই।

#

www.pathagar.com

আবাসন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বৃহত্তর সিলেটের লক্ষ লক্ষ প্রবাসী। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, কানাডা, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে এমন কোন দেশ নেই যেখানে সিলেটী প্রবাসীদের বসবাস নেই। সিলেট বিভাগবাসীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করলেও তাদের দেহ মনে সব সময় বিমূর্ত থাকে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ, আর জন্মস্থান সিলেট বিভাগের ছবি।

তাই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তারা যা রোজগার করেন তার সিংহভাগ পাঠিয়ে দেন দেশে। দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। রত্নগর্ভা উপাধিতে ভূষিত সিলেটের রত্ন হচ্ছেন প্রবাসী সিলেট বিভাগবাসী। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ। যার ফলে দেশের উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে তারা মাতৃভূমির সম্পদ হিসেবে সম্মানিত। প্রবাস জীবনে অনিশ্চয়তা আর উপেক্ষার গ্লানি ছেড়ে প্রবাসীরা চান নিজ মাতৃভূমির বুকে সামান্য একটু আশ্রয়। কিন্তু সামর্থ থাকলেও সেই সুযোগ কোথায়?

অতি সম্প্রতি প্রবাসীদের মাথাগুজার ঠাঁই হিসেবে সরকার ঢাকায় পূর্বাচল ও বারিধারা প্রকল্পের মাধ্যমে সেই স্বপ্ন পুরণে এগিয়ে এসেছেন। আমরা সরকারের সেই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। সিলেটবাসীরা সঙ্গত কারণেই আশা করেছিলেন সরকার সিলেট প্রবাসীদের জন্য জন্মভূমি সিলেটে একটি আবাসিক প্রকল্প গঠনে এগিয়ে আসবেন। যাতে সিলেট বিভাগবাসীরা নিজ পুণ্যভূমি বৃহত্তর সিলেটে নির্বিঘ্নে বসবাসের সুযোগ নিতে পারেন। এর ফলে দেশে তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনাও রয়েছে। আমরা মনে করি সরকার এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। এ জন্য প্রথমে সিলেট শহর থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জে এই প্রকল্প চালু করা যেতে পারে।

সিলেট শহরের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশ থেকে বাদাঘাট ব্রিজ পর্যন্ত অনেক জায়গা খালি আছে। এছাড়া দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ী ও লালাবাজার পর্যন্ত এই প্রকল্প বিস্তৃত করার সুযোগ রয়েছে। সরকার সহজেই এসব জায়গা অধিগ্রহণ করে তা হাউজিং প্রকল্পের আওতাধীন করতে পারেন। বৃহত্তর সিলেট প্রবাসীদের এই ক্ষুদ্র দাবী পূরনে সরকার আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসবেন- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

#

www.pathagar.com

পর্যটন

১৯৯৫ সালে সমগ্র বিশ্বে পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৫৫ কোটি। এর মধ্যে বাংলাদেশে পর্যটক এসেছে মাত্র দেড় লাখ। আর প্রতিবেশী দেশ ভারতে গিয়েছেন দুই কোটি ১০ লাখ। বর্তমান বিশ্বের ৪৫টি দেশে আমাদের দূতাবাস রয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে স্ব স্ব দেশের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিদেশী পর্যটক আকর্ষণে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক নৈসর্গিক দৃশ্য, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, রূপালী ফিতার মত নদ-নদী, মনোহরী বিশাল অরণ্য, ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ষড়ঋতুর বৈচিত্র, সবুজ বনানী ঘেরা পার্বত্যভূমি, এসব কিছু ছবিসহ প্রচার করতে পারে। বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের দিল্লীস্থ আমাদের দূতাবাস এই দায়িত্ব বেশী পালন করতে পারেন। যে সমস্ত পর্যটক ভারতে যান এর এক-তৃতীয়াংশকেও যদি বাংলাদেশমুখী করা যায়, তাহলে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। দিল্লী, বোম্বে, আগ্রা ও মাদ্রাজ শহরের বিভিন্ন পর্যটন এলাকার আশপাশের বড় বড় রাস্তার ধারে যদি লক্ষ লক্ষ লিফলেট বিতরণ করা যায় তাহলে এতে অনেক পর্যটকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। তারা স্বল্প খরচে ভারত থেকে বাংলাদেশ ভ্রমণ করার সুযোগ নেবে। বাংলাদেশের কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, পতেঙ্গা, জাফলং, মাধবকুন্ড, শ্রীমঙ্গল, সুন্দরবন, সোনারগাঁও, ময়নামতি, কুয়াকাটা, ফয়েজলেক, কুঠিবাড়ী, শিলাইদহ ও মহাস্থানগড়ের মত মনোমুগ্ধকর জায়গা তারা একটিবার উপভোগ করলে বার বার ফিরে আসবেন বাংলাদেশে। তাদের নিরাপত্তার অভাব দূর করা এবং উন্নত মানের বেশী করে হোটেল স্থাপন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। মোটকথা, পর্যটকের আগমনের পথ সুগম করতে সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে এ ব্যাপারে সরকারের নজর রাখা উচিত বলে আমরা মনে করি।

#

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য সুবিধা

স্বাস্থ্যই একটি জাতির মূল সম্পদ। সুস্বাস্থ্য প্রতিটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান সোপান। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত জনবহুল একটি দেশে যদি স্বাস্থ্য সমস্যায় জাতি আক্রান্ত হয়, তাহলে এটা জাতীয় অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হবে। এ জন্য আমাদের নবীণ প্রবীণ প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা দেশের আইন প্রণেতাদের প্রধান ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

এতে একদিকে দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ ছাড়াও বিনিয়োগে উৎসাহী বিদেশীদের জন্যও এটি একটি বড় ধরনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

এ জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের প্রতি সরকার আন্তরিক হলে সমস্যার সাময়িক সমাধান সম্ভব।

* ওসমানী হাসপাতালকে আধুনিকীকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তার, নার্স ও সকল প্রকার ওষুধ যন্ত্রপাতি নিশ্চিতকরণ।
* সিলেট সদর হাসপাতালকে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তর।
* গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ সুরমা উপজেলা সদরে ১০০ আসনের একটি নতুন হাসপাতাল নির্মাণ।
* মৌলভীবাজার-হবিগঞ্জ-সুনামগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালগুলোকে ২০০ আসনে রূপান্তর ও প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স সহ সকল সুবিধা নিশ্চিতকরণ।
* সিলেট বিভাগের প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে রূপান্তর।
* সরকারী নীতিমালা মোতাবেক সিলেট বিভাগের প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ।

সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজকে একটি আধুনিক ও উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করণ। এ জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ। বর্তমানে ১২৫ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর ডাক্তার হিসেবে গ্রাজুয়েশন লাভ করছে। এটাকে বাড়িয়ে কমপক্ষে তা ২০০ করা হলে দেশের স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান ছাড়াও চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী প্রাপ্তদের বিদেশে পাঠানো সম্ভব।

এ জন্য প্রতিবছর ২০ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী মেডিক্যাল কলেজ সমূহে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। তার মধ্যে আসন সংখ্যা কম হওয়ায় সারা বাংলাদেশে মাত্র ১৩ শত ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব না হলে বর্তমান কলেজ সমূহে দুই শিফ্‌ট চালু করলে অনেক বেশী ছাত্রছাত্রী মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এ জন্য অনতিবিলম্বে প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে দুই শিফ্‌ট চালু করা প্রয়োজন।

চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হলে দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুবিধা ছাড়াও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী ডাক্তারের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

#

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলবিধি প্রণয়ন প্রয়োজন

বাংলাদেশের দু'শতাধিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে গত নির্বাচনে ৭২ টি দল অংশগ্রহণ করে এবং এই নির্বাচনে মাত্র চারটি প্রধান দল শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ দেখিয়েছে। নির্বাচনের আগে রেডিও ও টিভিতে পাঁচ দলের প্রচার দেখে মনে করেছিলাম হয়তো দেশের জনগণ তাদেরকে কিছুটা সুনজরে দেখবে। কিন্তু নির্বাচনের পরে দেখা গেলো দেশের আপামর জনগণ তাদের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছে। নির্বাচনের পূর্বে দেশের প্রচার মাধ্যম থেকে বুঝা গিয়েছিল যে, আওয়ামীলীগই দেশের রাষ্ট্রভার গ্রহণ করবে। কারণ দেশের আনাচে কানাচে আওয়ামীলীগের রয়েছে বিরাট সাংগঠনিক তৎপরতা ও বিশাল কর্মীবাহিনী। বিধি বাম! বিএনপি যখন প্রচার করতে লাগল যে, আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় গেলে দেশ ভারত হয়ে যাবে অথবা দেশে বিছমিল্লাহ থাকবেনা। এই অজুহাত দেখিয়ে দেশের জনগণকে বিএনপি সহজেই কাবু করে দিলো। তাই শেষ পর্যন্ত সব জায়গায় একই আওয়াজ, নৌকা আটক করতে হবে। অন্য যে কোন দল পাস করুক তাতে কোন অসুবিধা নেই। উল্লেখ্য, বিএনপি, জামায়াত জাতীয় পার্টির জনসমর্থনের ক্ষেত্রটা প্রায় একই রকমের। বিভিন্ন পত্রিকা থেকে তথ্য নিয়ে জানা যায় যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব কম সিটে হয়েছে। প্রায় আইশ'টির মত সিটে আওয়ামীলীগ ও আটদলীয় জোটের সাথে এই তিন দলের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। এর অর্থ হলো ভোটাররা এই তিন দলের মধ্যে তাদের ভোট ভাগ করে দিয়েছে। তারা আওয়ামী লীগকে জয়ী হবার সুযোগ দিতে রাজী নয়। এবারের নির্বাচনে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হলো, আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সর্বাধিক সংখ্যায়। আওয়ামী লীগ মোট ১৪৫ টি আসনে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। আর বিএনপি'র দ্বিতীয় অবস্থান মাত্র ৪৫ টি আসনে। অন্যদিকে জামায়াত ৩৭ টি ও জাতীয় পার্টি ২৪ আসনে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। এই চার দলের ভোটাররা কাকে কত ভোট দিলেন? দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ পেয়েছে ১ কোটি ১৬ লাখ ৮৩০৫, বিএনপি ১ কোটি ২৭ লাখ, জাতীয় পার্টি ৩৫ লাখ ১১৮৬৭, জামায়াত ৩৮ লাখ ৩২ হাজার ৩৮১ ভোট। (দৈনিক ইত্তেফাক ৪/৩/৯১)। আবার কোন কোন পত্রিকার মন্তব্য যে, আওয়ামী লীগ বিএনপি থেকে ভোট পেয়েছে বেশী। আবার জাতীয় পার্টি জামায়াত থেকে ভোট পেয়েছে কম, আসন পেয়েছে বেশী অর্থাৎ ৩৫ টি। ভোটের দিক দিয়ে জামায়াত তৃতীয় স্থান পায়। তাদের অনেক প্রার্থী ৫০/৬০ হাজার ভোট পেয়েও শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র কাছে। তারা ভাল ভোট পেলেও সিট পেয়েছে মাত্র ১৮টি। দেশের বৃহত্তম দল যে আওয়ামীলীগ সেটা সবাই একবাক্যে স্বীকার করতে হবে। বাস্তবতাকে স্বীকার করলে দোষ কি? তার প্রমাণ এবারের নির্বাচনে তারা মাত্র

www.pathagar.com

২টি আসনে জামানত হারিয়েছে। আর বিএনপির ৬১টি আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বাকী অন্য যে দুটি দল রয়েছে তার মধ্যে জামায়াত জামানত হারিয়েছে ১০৬ টি আসনে আর এরশাদ সাহেবের জাতীয় পার্টির ১৫২ টি আসনে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, জাপান ইত্যাদি উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে ৩/৪ টির বেশী রাজনৈতিক দল নেই। অনেক দেশেই দ্বি-দলীয় প্রথা প্রচলিত। এবারের নির্বাচনে ৭২ টি রাজনৈতিক দল নিয়ে নির্বাচন কমিশনকেও কম মুসিবতে পড়তে হয়নি। ৭২টি দলের জন্যে নতুন নতুন প্রতীক বানাতে হয়েছে। এই পরিণতি রোধ করার লক্ষ্যে–

আমার প্রস্তাব মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী আলহাজ্ব বেগম খালেদা জিয়ার কাছে যে, অদূর ভবিষ্যতে যখনই আমাদের দেশে সাধারণ নির্বাচন হবে তখনই দেশে নতুন একটি আইন তৈরী করা হোক যে, কোন নির্বাচন একটি দল শতকরা অন্ততঃ ১০ ভাগ ভোট পেলে বা সংসদে অন্ততঃ ৫টি আসন পেতে সমর্থ হলে তবেই রাজনৈতিক দলরূপে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দারদের অযথা দল বা দলবাজির নামে নির্বাচনে রেডিও টেলিভিশনের সামনে হাজির করে একটি প্রহসন নাটকের অবতারণা কিছুতেই মানা যায় না।

উল্লেখ্য যে, এবারের নির্বাচনে ঢাকা-৩ থেকে বিএনপি'র আমান উল্লা আমান সর্বাধিক ৯৭,২৯৯ টি ভোট পেয়ে এবং সবচেয়ে কম ভোট নোয়াখালী-৩ থেকে বিএনপি'র সালাউদ্দিন কামরান ১১,৩৩৭ টি ভোট পেয়ে উভয় ক্ষেত্রে রেকর্ড করেছেন।

#

www.pathagar.com

প্রবাসীদের কিছু ফরিয়াদ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদান অনস্বীকার্য। প্রবাসীরা বিদেশে পরিশ্রমের মাধ্যমে যে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করেন তা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপরিসীম অবদান রেখে থাকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা প্রবাসীরা অত্যন্ত উপেক্ষিত ও অবহেলিত তো বটেই তদুপরি সীমাহীন দুর্ভোগ ও দুর্দশার বেড়াজালে আবদ্ধ।

লাখ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। আমরা প্রবাসীরা বিভিন্ন সমস্যার অক্টোপাশে বন্দী। এর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকারের দেশ দরদী প্রধানমন্ত্রী আলহাজ্ব শেখ হাসিনার দরবারে আমাদের আকুল আবেদন, আপনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে আমাদের প্রাণের দাবীগুলো কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবেন।

১. সিলেট এয়ারপোর্টে বর্তমানে সাত হাজার ফুট রানওয়ে রয়েছে। এই রানওয়েকে সম্প্রসারণ করে দশ হাজার ফুট করলে বর্তমান বিশ্বের চালু সকল ধরনের বিমান উঠা নামা করতে পারবে এবং এয়ারপোর্টও পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে আসবে।

২. আমেরিকা বাংলাদেশ এক্সপ্রেস মানি অর্ডার সার্ভিস চালু করুন। বর্তমানে যেটি চালু রয়েছে তা খুবই নিম্নমানের কারণ দেশে গিয়ে টাকা পৌছতে প্রায় ২ মাস লেগে যায়।

৩. অতি সত্ত্বর নিউইয়র্কে পূর্ণাঙ্গ সোনালী ব্যাংক স্থাপন করুন।

৪. বাংলাদেশ থেকে কোন যাত্রী বাইরে গেলে তার ট্রেভেলস ট্যাক্স টিকেটের সাথে নিতে হবে। কারণ ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামের বিমানবন্দরে এই ট্যাক্স পরিশোধ করতে গিয়ে হয়রানির সীমা থাকে না।

৫. নিউইয়র্কে একটি কমিউনিটি হল তৈরী করতে হবে। যে রকম রয়েছে লন্ডনে ওসমানী ও নজরুল হল।

৬. অন্যান্য এয়ার লাইনের মত বিমানকেও স্ট্যান্ডবাই টিকেটের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। নতুবা অহরহ খালি সিট নিয়ে চলতে দেখা যায়।

৭. প্রবাসীদের স্বার্থে একটি প্রবাস মন্ত্রণালয় স্থাপন করতে হবে ও প্রবাসীদের সমস্যা দেখার জন্য সংসদে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করুন।

৮. নিউইয়র্কের প্রায় এক লাখ প্রবাসী বাংলাদেশীর স্বার্থে একটি ফিউনারেল হোম স্থাপন খুবই প্রয়োজন। এ দাবী আমাদের দীর্ঘদিনের।

৯. বৃটেন ও ভারতের মিশন সিলেটে স্থাপন খুবই জরুরী।

www.pathagar.com

১০. সিলেট-কলিকাতার মধ্যে বিমান সার্ভিস চালু করুন। এতে সিলেটবাসীরা লাভবান হবেন।

১১. প্রবাসীদের স্বার্থে ঢাকা বিমান বন্দরের পাশে বিমানের নিজস্ব একটি ট্রানজিট হোটেল নির্মাণ করলে অনেক দুর্নীতির অবসান ঘটবে।

১২. সিলেট, চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে গ্রীন চ্যানেল চালু করুন।

১৩. ১০ লাখ প্রবাসীর স্বার্থে সিলেট শহরে পাসপোর্ট অফিসের একটি নিজস্ব আধুনিক অফিস তৈরী করুন।

১৪. বাংলাদেশ আমেরিকার মধ্যে টেলিফোন সার্কিট বাড়ানো হোক। অনেক সময় কোন জরুরী খবর দেশে পাঠাতে হলে লাইন পাওয়া যায় না।

১৫. ঢাকা এয়ারপোর্টের আন্তর্জাতিক টার্মিনাল থেকে ডোমেস্টিক লাউঞ্জে যাওয়ার রাস্তাটি এয়ারপোর্টের ভিতর দিয়ে দুই ভবনের মধ্যে সরাসরি স্থাপন করুন। বর্তমান নিয়মে কাস্টমস সেরে বাইরে এসে যেতে হয়, এতে প্রায় সময় মাল সামানা নিয়ে টাউট বাটপারের খপ্পরে পড়তে হয়।

#

www.pathagar.com

তাইওয়ানের সাথে সম্পর্ক ও ৫ লাখ বেকারের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি বাংলাদেশের এক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী শিল্পোন্নত দেশ তাইওয়ান বাংলাদেশ থেকে পাঁচ লাখ শ্রমিক নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে গত দু'তিন মাসেও বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

বর্তমানে তাইওয়ানে এক হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক রয়েছে এবং তাদের কর্মদক্ষতা দেখে তাইওয়ান সরকার আমাদের দেশ থেকে শ্রমিক আমদানী করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমাদের দেশে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক রয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততোই বেকারত্ব বাড়ছে। আপোষহীন নেত্রী খালেদা জিয়া নির্বাচনের আগে প্রতিটি জনসভায় বলেছেন যে, আমার দল বিএনপি যদি জয়লাভ করে তবে দেশে বেকারত্ব থাকবে না। মানুষ সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে।

এক বছর আগে বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে, কিন্তু যুবকদের জন্য কোন গঠনমূলক কর্মসূচী নেওয়া হয়নি। তাইওয়ান সরকার যখন লোক নিতে চায় তখন তাদের সাথে কেন আমাদের সুসম্পর্ক করা হয়নি। আজ যদি পাঁচ লাখ আদম সন্তান তাইওয়ানে পাঠানো যায় তবে প্রতি বছর কোটি কোটি ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয় এই পাঁচ লাখের সাথে তাদের পরিবার নিয়ে আরও ২৫/৩০ লাখ লোক উপকৃত হবে। তাইওয়ানের সাথে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। কি কারণে, কোন অদৃশ্য শক্তি বাধা দেয়? সরকারের কি এ ব্যাপারে কোন মাথা ব্যথা নেই?

আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। আমরা অন্যের সাহায্য ছাড়া চলতে পারিনা। যেখানে বাঁচার জন্য আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুয়ারে দুয়ারে হাত বাড়াতে হয়; যেখানে খেয়ে পরে বাঁচা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং আমরা বিদেশীদের কাছে কোটি কোটি ডলারের ঋণে ডুবে আছি, বাইরের কোন সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারিনা, সেখানে কেন এত সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করছে সরকার। তাইওয়ানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকলে কি হবে, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করুন। নিশ্চয়ই কোন এক অশুভ শক্তি ভেতরে ভেতরে কাজ করছে, যার কারণে সরকার কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই বলে চুপচাপ বসে আছেন। এটা কখনও মেনে নেওয়া যায় না। দেশের জনগণ এই সরকারকে ভোট দিয়েছে যে সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য।

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী নাকি বলছেন, তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, যেখানে বাংলাদেশের কোন দূতাবাসও নেই। তাই সরকারীভাবে কোন শ্রমিক সেখানে পাঠানো সম্ভব নয়। জানি না এটা কিসের আলামত। মন্ত্রী

www.pathagar.com

মহোদয় কি আনাড়ী কথা শুনালেন আমাদের। তার উচিত ছিল যত তাড়াতাড়ি সেখানে শ্রমিক পাঠিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশের ভান্ডারে জমা করা যায় সেই পথ বের করা। মন্ত্রীর কথাবার্তায় বুঝা যায় যে, আমাদের কোন কিছুর অভাব নেই আমরা এক বিত্তশালী দেশ। মন্ত্রীর কথার মাঝে যেন কিছুটা অহংকারের গন্ধও পাওয়া যায়।

তিন বছর আগেও এই রকম ইরাক সরকার তার দেশে পাঁচ লাখ শ্রমিক নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। পরে স্বার্থান্বেষী মহলের কারসাজিতে সেখানে শ্রমিক রফতানী করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ যদি এই পাঁচ লাখ লোক না পাঠায় তবে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে এই শ্রমিক আমদানী করবে অনায়াসে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে আমার আকুল আবেদন, আপনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে তড়িৎ গতিতে তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে পাঁচ লাখ লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। এই পাঁচ লাখ লোক দেশের ৪৬০ টি উপজেলা থেকে এক হাজার করে মোট ৪ লাখ ৬০ হাজার লোক লটারীর মাধ্যমে বাছাই করা হোক। বাকী ৪০ হাজার বাংলাদেশের দরিদ্রতম জেলা রংপুর ও দিনাজপুর থেকে নিয়োগ করা হোক। কারণ দেশের প্রতিটি উপজেলার উন্নতি হোক-প্রবাস থেকে আমরা এটা মনে প্রাণে কামনা করি।

#

www.pathagar.com

নিউইয়র্কে বিমান আসবে কি?

আমাদের জাতীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশ বিমান আগামী এপ্রিল মাস থেকে সপ্তাহে দু'দিন নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডী বিমান বন্দরে অবতরণ করবে। সারা আমেরিকা ও কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশী এই খবর শুনে ভীষণ আনন্দিত। কিছুদিন আগে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিউইয়র্ক সফরকালে বলেন, পরীক্ষা নিরীক্ষার পর লাভজনক হলে বিমান অবশ্যই নিউইয়র্ক আসবে। বিমান যদি নিউইয়র্ক আসতে হয় তবে আপাততঃ সপ্তাহে একদিন চালু করে বাজার যাচাই করা উচিত। কারণ গালফ এয়ার যেভাবে সস্তায় টিকেট বিক্রি করে আমরা যদি ওইভাবে টিকেটের দাম নির্ধারণ করি তবে লাভজনক না হওয়ার কারণ দেখি না। নিউইয়র্ক থেকে প্রচুর যাত্রী গালফ এয়ারে ঢাকা যাতায়াত করছে। অনেক সময় ১৫/২০ দিন আগে সিট পাওয়া যায় না। বর্তমানে নিউইয়র্ক ঢাকা রিটার্ন টিকেট বাংলাদেশ বিমান ১১৭০ ডলার, গালফ এয়ারে ১০০৮ ডলার ও পিআইএ ১০৮৫ ডলার। তাই বিমানকেও গালফ এয়ার ও পিআইএ' এর ভাড়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। নতুবা খেসারত দিতে হবে। দুবাই আমস্টার্ডাম হয়ে বিমান নিউইয়র্ক না এসে নতুন একটি রুট অনায়াসে চালু করা যায়। দেশে থাকতে প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সিলেট প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সরকারের কাছে ঢাকা। তেহরান মানচেস্টার হয়ে নিউইয়র্ক পর্যন্ত নতুন রুট চালু করার দাবী জানাই। তার কারণ তেহরানে বর্তমানে দশ হাজার বাংলাদেশী বসবাস করেন। প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে যাতায়াতের সময় তেহরান-ঢাকা সরাসরি বিমান সার্ভিস না থাকায় সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাই বিমান তেহরান থেকে প্রচুর যাত্রী পাবে এতে কোন সন্দেহ নাই এবং ইরানের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। লন্ডনের পরে মানচেষ্টার এলাকায় ৩০/৪০ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশীদের বসবাস রয়েছে, তারা দেশে যাতায়াত করতে হলে অনেক সময় একদিন আগে লন্ডন আসতে হয়। ২৫০ মাইল পথ অতিক্রম করে স্বদেশের পথে যাত্রা করা হুমকি স্বরূপ। তাই মানচেষ্টার এয়ারপোর্টে অবতরণ করলে যাত্রীদের সুবিধা হবে এবং বিমান বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সক্ষম হবে। কারণ ইউরোপ এর বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের স্ব স্ব দেশের বিমান মানচেষ্টার উঠানামা করে প্রচুর টাকা আয় করছে। তাই মানচেষ্টারবাসীর পুরাতন দাবীর সাথে একাত্ম হয়ে এই নতুন রুটে সম্প্রসারণ করতে সরকার সচেষ্ট হবেন, আমি এ প্রত্যাশা রাখি।

#

www.pathagar.com

দেশে মান সম্পন্ন তিন চারটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দেখতে চাই

গত ৯১ এর নির্বাচনে বাংলাদেশের সচেতন জনগণ মাত্র চারটি রাজনৈতিক দলকে ভোটের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বাকী সকল পিচ্চি পাচ্চি দলকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছে।

বড় চারদল ছাড়া অন্যান্য ছোট খাটো দলের যে সমস্ত বড় নেতারা কেউ নৌকার প্রতীক নিয়ে, আবার কেউ নিজের প্রতীক নিয়ে কোন রকম বেরীপার হয়েছেন। তাদের দরবারে আমার কিছু সুপারিশ যেমন, আব্দুর রহমান ও মহিউদ্দিন এর মতো বড় বড় নেতারা কোন এক সময় আওয়ামীলীগ ছেড়ে দিয়ে নিজেরা বাকশাল নামে সাইনবোর্ড দিয়ে দেশে রাজনীতি শুরু করেন। আওয়ামী লীগের সমস্ত ত্যাগী কর্মী ও সমর্থকরা বছরের পর বছর ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি মনে প্রাণে গ্রহণ করে আসছে। তারা আবার বাকশালের নেতাদের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে। মোট কথা, যে সমস্ত নেতারা মূল স্রোত থেকে বের হয়েছেন তারা কোন সময়ই সুবিধা করতে পারেননি ইতিহাস তার সাক্ষী। এমনকি ড. কামাল হোসেন যতই চিল্লা চিল্লি করুন না কেন আওয়ামী লীগের মত বিরাট কার্য বাহিনী তৈরী করতে তার রীতিমত হিমশিম খেতে হবে। গত নির্বাচনে বাকশালের নেতারা তাদের নিজেদের প্রতীককে বিসর্জন দিয়ে নৌকার প্রতীক নিয়ে ৪/৫ ঘাট পার হয়েছেন। নতুবা নিজেদের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে গেলে যেনে শুনে ভরাডুবি হতো। যাই হোক শেষ পর্যন্ত বাকশালের নেতারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাদের বাকশালের রাজনীতি ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আওয়ামী লীগের সাথে শরীক হয়েছেন। এই কাজ অবশ্যই ভাল লক্ষণ। গণতন্ত্রী পার্টির একমাত্র বড় নেতা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত গত নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে সংসদে আসার সুযোগ পেয়েছেন। তাই তার কাছে আমার অনুরোধ; যেহেতু আপনি দীর্ঘদিন থেকে রাজনীতি করছেন আমার মনে হয় আপনার দলের আদর্শের সাথে আওয়ামী লীগের প্রচুর মিল রয়েছে, তাই দেশ ও জাতীয় স্বার্থে আপনি তাদের দলে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়ে রাজনীতি করলে দেশবাসীকে কিছু দিতে পারবেন। কারণ সংসদে আপনি একা কিছু করতে পারবেন না। তার চেয়ে ভাল বড় দলের পতাকা তলে শরীক হয়ে যাওয়া আপনার জন্য উত্তম। সাথে সাথে রাশেদ খান মেনন ও শাহজাহান সিরাজকে বলছি আপনারা অবশ্যই নিজেদের প্রতীক নিয়ে সামান্য ভোটের ব্যবধানে পাশ করেছেন তাই দেশ ও জাতীয় স্বার্থে দুই দলের মধ্যে আপনাদের আদর্শের মিল যে দলের সাথে বেশী সেই দলে আপনাদের যোগদান করা উচিত নতুবা এক দলের এক এক এমপিরা এই দেশবাসীকে কিছু দিতে পারবেন না। শুধু ধমকধামক দিয়ে সচিবালয়ে গিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে পারবেন। কারণ আপনাদের দলের বেশি কোন

www.pathagar.com

জনসমর্থন নেই সেটা গত নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেছে, জনগণ আপনার দলের নাম জানেনা। শুধু ছোট দলের বড় নেতাদের নামের সাথে পরিচিত। দেশের পত্রপত্রিকার ভাষ্যমতে সিপিবি নাকি তাদের দীর্ঘদিনের রাজনীতি পুরোপুরি ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে ভিন্ন পথে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। তাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা গত নির্বাচনে নৌকা নিয়ে ঘাট পার হয়েছেন নতুবা সংসদে বসা আপনাদের দ্বারা সম্ভব হতোনা। তাই যার নুন খেয়েছেন তার গুণ গাওয়া উচিত। অতএব আপনারা ৫ জন সাংসদের উচিত আওয়ামী লীগ-এ যোগ দিয়ে দলকে আরো শক্তিশালী করা। ন্যাপ এর একমাত্র অধ্যাপক সাংসদ বিএনপিতে চলে গেছেন, তিনির উচিত ছিল যখন নৌকা নিয়ে পাশ করেছেন তখন নৌকার সাইনবোর্ডের নীচে আশ্রয় নেয়া। অতএব তিনি আওয়ামী লীগের সাথে নেমক হারামী করেছেন তা বাস্তব সত্যি, পদের লোভে সরকারী দলে গেলেন এতে ভদ্র লোক বিবেকের কাছে কি জবাব দেবেন? বর্তমান সংসদের ভিতরে রয়েছেন সাবেক মুসলিম লীগের এক বড় নেতা সালাউদ্দিন কাদের। তাই তিনিকে বলব যে আপনার উচিত বিএনপিতে চলে যাওয়া। আপনার দলের সাথে বিএনপির আদর্শের প্রচুর মিল রয়েছে। সংসদে একা কোন কিছু করতে পারবেন না। তাই বিএনপিতে যোগ দিয়ে তাদেরকে আরও সক্রিয় করে তুলুন। একা দল করে দেশ ও জাতির সেবা করতে পারবেন না। তাই সময় বেশী দূরে নয়। ইসলামী ঐক্য জোটের একমাত্র এমপির উচিত বিএনপি অথবা জামায়াতে যোগ দেয়া। কারণ সারা বাংলাদেশে আপনার দলের কোন কর্মীবাহিনী ও আধুনিক শিক্ষিত সমাজ নেই। তাই সংসদে একা কিছু করতে ও বলতে পারবেন না। আপনার উচিত এই দুই দলের যে কোন এক দলে যোগ দিয়ে আরও শক্তিশালী হওয়া।

পরিশেষে উপরে উল্লেখিত সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে বলব যে, আর দেরী না করে সমমনা দলে যোগ দিয়ে বর্তমান সংসদকে আরও কার্যকরী করে তুলুন। শুধু এই কথা মনে রাখবেন যে, বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের রাজনীতি করতে হলে দরকার শক্তিশালী একটি ছাত্র সংগঠনের। আপনাদের না আছে নিজস্ব কর্মী বাহিনী না আছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিচিতি, শুধু এক নেতা দিয়ে রাজনীতি করা যায় না। নতুবা আবার আগামীতে নৌকার উপর ভর করে ঘাট পার হতে হবে। তাই বলেছিলাম ওই সমস্ত ছোট খাটো অস্তিত্ববিহীন দলের রাজনীতি করে নিজেদের মূল্যবান জীবন নষ্ট করে কোন লাভ আছে কি? আর বাংলাদেশে রাজনীতি করবে তারা, যাদেরকে দেশের জনগণ চায়। তাইতো দেখা যায় গত নির্বাচনে প্রধান চারটি দলকে জনগণ চেয়েছে বলে তারা প্রচুর ভোট পেয়েছে।

পাঠকদের অবগতির জন্য ভোটের পরিমাণ তুলে ধরলাম। বাংলাদেশের বৃহত্তম দল আওয়ামী লীগ প্রায় ১ কোটি ২ লাখ, বিএনপি ১ কোটি ৫ লাখ, জামায়াত ৪২ লাখ ও জাতীয় পার্টি গড়ে ৫০ লাখ। অবশেষে জাতীয় সংসদের

www.pathagar.com

স্পীকার এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, আপনি গত ডিসেম্বর মাসে জার্মান সফরকালে বিচিত্রার লেখক নাজমুন নেসার সাথে এক সাক্ষাত করে বলেছিলেন যে জার্মান সরকার প্রতিটি নির্বাচনের সময় যে কোন দলকে কমপক্ষে মোট ভোটের ১০ ভাগ না পেলে সংসদে বসতে দেয় না। অর্থাৎ ওই দলকে বাতিল যখন করা হয় এবং আপনি ওই আইনের প্রশংসা করেছিলেন, এবং বলেছিলেন যে বাংলাদেশে এই রকম আইন তৈরী করলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে এবং গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে সুগম হবে। তাই আপনার দরবারে আমাদের উদাত্ত আহবান, আপনি নিজে সংসদে এই রকম একটি বিল এনে বিরোধী দলের সাথে আলাপ করে ছোট খাটো সকল দলের জঞ্জাল পরিষ্কার করে দেশবাসীকে গঠনমূলক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি রাজনীতি করার পথ সুগম করবেন। কেননা বিদেশে যখন কেউ জিজ্ঞেস করে বাংলাদেশের মোট কয়টি রাজনৈতিক দল, তখন রাগে দুঃখে হোচট খেতে হয়। তাই আমরা সচেতন প্রবাসীরা সেই দিনটির অপেক্ষায় থাকলাম।

#

www.pathagar.com

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী : বিমানকে বাঁচান

দীর্ঘ এক যুগ থেকে জাতীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশ বিমান সপ্তাহে দুদিন নিউইয়র্ক ও ঢাকার মধ্যে চলাচল করে আসছে। হঠাৎ করে লোকসানের অজুহাত দেখিয়ে বিমান সপ্তাহে মঙ্গলবারের ফ্লাইট বন্ধ করে শুধুমাত্র শনিবারের ফ্লাইট চালু রেখেছে। বিশ্বের অনেক দেশের বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি এয়ার লাইন্স নিয়মিত ঢাকা যাতায়াত করছে। তারা বিরাট অংকের মুনাফা অর্জন করছে। শুধু দুঃখ হয় আমাদের সবুজ পতাকাবাহী এয়ার লাইন্স অহরহ লোকসান দিয়ে যাচ্ছে। এর ভেতরের রহস্য এখনই উদঘাটন করা জরুরী হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গত একযুগে নিউইয়র্ক-ঢাকা বিলাসী রুটে বিমান ৫২০ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে বলে বিমান কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর করছে। বিশ্বের অন্যতম এই গরীব দেশের ৫২০ কোটি টাকা যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছাগল প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হতো তাহলে সেটা দেশের লাখ লাখ গরীব জনগোষ্ঠীর উপকারে আসতো ও বেকারত্ব হ্রাস পেতো। যেখানে আমরা বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সাহায্য ছাড়া চলতে পারিনা সেখানে প্রতি সপ্তাহে নিউইয়র্ক-ঢাকা রুটে বিমান লোকসান দিয়ে যাচ্ছে অপরিমিত অর্থ। এটা কি দেখার কেউ নেই। কেন এই বিলাসিতা? আমাদের যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে এই অসুস্থ রুট লোকসান দিয়ে চালু রাখার মানে কি? এতে কারা লাভবান হচ্ছে, কারা এর সাথে জড়িত এটা সরকারকেই খুঁজে বের করতে হবে। নিউইয়র্ক থেকে প্রবাসী বাংলাদেশী যাত্রীরা দেশে যাতায়াতের সময় প্রথমেই বাংলাদেশ বিমানকে বেছে নেয়। এরপর রয়েছে কুয়েত এয়ার।বর্তমানে নিউইয়র্ক-ঢাকা রুটে সব চাইতে সস্তা রিটার্ন টিকেট দিচ্ছে কুয়েত এয়ার। সিজন ভেদে তাদের টিকেটের দাম হচ্ছে ১১০০ থেকে ১৩০০ ডলার। পাশাপাশি বিমানের ভাড়া কুয়েত থেকে সব সময়ই দেড়'শ ডলার বেশি। আবার আমিরাত এয়ার হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম অভিজাত এয়ার লাইন্স। তাদের নিউইয়র্ক-ঢাকা লো সিজনের ভাড়া ১৩৫০ এবং হাই সিজনের ভাড়া ১৫৫০ ডলার। সরকারের কাছে আমরা প্রবাসীরা আরজ করছি যে, লোকসানের দোহাই দিয়ে হঠাৎ করে বিকল্প রুট তৈরী না করে আমাদের অকুল দরিয়ায় না ভাসিয়ে যে কোন গ্রহণযোগ্য একটি ভাল এয়ার লাইন্সের সাথে চুক্তি করতে চাইলে তাদের শর্ত থাকবে বেশি। কারণ তারা হলো বিশ্বের ১০টি সেরা এয়ার লাইন্সের মধ্যে তৃতীয় স্থান। আমরা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশীরা মনে করি দেশ ও জাতির স্বার্থে এই মুহূর্তে কুয়েত এয়ার লাইন্সের সাথে চুক্তি করাই সর্বোত্তম। কারণ সম্প্রতি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কুয়েত সফরের সময় দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। তারা বাংলাদেশকে জ্বালানী তেল সরবরাহে যে সুযোগ দিয়েছে তার

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে নিউইয়র্ক-কুয়েত-ঢাকা রুটে বিমানের যাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে। কারণ বর্তমানে কুয়েত এয়ারই নিউইয়র্ক-কুয়েত-ঢাকা রুটে সপ্তাহে ৫ দিন চলাচল করছে। অথবা ভবিষ্যতে মালয়েশিয়া এয়ার এশিয়া যদি নিউইয়র্ক আসে তাহলে তাদের ভাড়া ও শর্ত হবে কম। কারণ তারা নতুন ও বিশ্বের সবচাইতে সস্তা টিকেটের এয়ার লাইন্স। তাদের সাথে নিউইয়র্ক-ম্যানচেষ্টার হয়ে ঢাকা পর্যন্ত যাত্রী বহনের চুক্তি করলে বাংলাদেশীরা ফ্লাইট পরিবর্তন না করেই ঢাকা যেতে পারবেন। এয়ার এশিয়া আগামীতে এয়ার লাইন্সে ব্যবসার প্রতিযোগিতায় নামছে। তারা ইতিমধ্যে আরো নতুন মডেলের ১০০টি বিমান কেনার অর্ডার দিয়েছে। বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের ডিসি ১০ বর্তমানে বাজারে নেই বললেই চলে। এটা চালানো এখন ব্যবসায়িক দিক থেকে মারাত্মক ক্ষতিকর বলেই সবাই জানেন। এটা আধুনিক যুগ। সারা বিশ্বের সবাই এখন আধুনিক বোয়িং ৭৭৭ কিনছে। আগামীতে বাজারে আসছে সম্পূর্ণ নতুন বোয়িং ৭৮৭। অবশেষে সরকারকে বলবো যে, প্রতিবেশী শ্রীলংকা তাদের জাতীয় এয়ার লাইন্সকে বন্ধ করে দিয়ে আমিরাতের সাথে নতুন পার্টনারশীপ নিয়ে ব্যবসা করে লাভবান হচ্ছে। আমাদের উচিৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এয়ার লাইন্সের সাথে তাল মিলিয়ে বিমানকে ঢেলে সাজানো। নতুবা আদমজী জুট মিলসের মত একেবারে বন্ধ করে দিয়ে বিমানকে প্রাইভেট সেক্টরে দিয়ে দেয়াই হবে উত্তম। যাতে আর লোকসানের পাল্লা ভারী না হয়। দেশ ও জাতির স্বার্থে এখনই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি সুনজর দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

#

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ : ওসমানী বিমান বন্দর

সিলেটস্থ ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরকে আরো গতিশীল ও লাভজনক করার লক্ষে প্রবাসীদের দ্বারা গঠিত কোন কোম্পানী কিংবা চট্টগ্রাম বিমান বন্দরের ন্যায় কোন প্রতিষ্ঠিত বিদেশী এয়ার লাইন্সের কাছে (যেমন আমিরাত বা বৃটিশ এয়ার লাইন্সের মত প্রতিষ্ঠান) কে লীজ দেয়া।

ওসমানী বিমান বন্দরকে আধুনিক ও গতিশীল করলে প্রবাসী সিলেট বিভাগবাসী যেমন উপকৃত হবে তেমনি প্রবাসীদের হয়রানিও লাঘব হবে। সরকারের অবগতির জন্য বলছি, মোট প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে অর্ধেক হচ্ছে প্রবাসী সিলেট বিভাগবাসী সরকারের উচিত ২০/২২ লাখ প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীর স্বার্থে অবিলম্বে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সকল বিদেশী বিমান অবতরণের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি সিলেট বিভাগের ৪/৫ হাজার হজ্জ যাত্রীদের সুবিধার জন্য চট্টগ্রামের ন্যায় চলতি বছর হজ্জ মৌসুমের সময় সিলেট থেকে হজ্জ ফ্লাইট চালুর জোরালো দাবী জানাচ্ছি।

বিমান বন্দরকে আধুনিক করে সকল বিদেশী এয়ার লাইন্সকে অবতরণ করতে দিলে ল্যান্ডিং চার্জসহ তৈল বিক্রি, এয়ার লাইন্সের অফিস স্থাপন ও এয়ারলাইন্স কর্মচারী বা যাত্রীরা হোটেলে অবস্থান করলে, তা থেকে সরকার ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। বিশেষ করে যাত্রী প্রতি রয়্যালিটি চালু করলে সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

এসব দিক বিবেচনা করে পদক্ষেপ নিলে দেশের মানুষ, সরকার এবং প্রবাসী সবাই উপকৃত হবে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্যে আমরা যুক্তরাষ্ট্রস্থ সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি কর্তৃপক্ষের কাছে।

#

www.pathagar.com

সিলেটের সাংবাদিকবৃন্দের প্রতি

আপনাদের অবগতির জন্য বলছি যে, সিলেট প্রেসক্লাব এর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ভারত সরকার এর ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূত বা কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সিলেটে আমন্ত্রণ জানিয়ে সিলেট প্রেসক্লাবে একটি মতবিনিময় অনুষ্ঠান করে সিলেটের কিছু ন্যায্য দাবী তুলে ধরে শক্ত লবিং এর মধ্যে দিয়ে দাবী আদায় সম্ভব যেমন :-

* সিলেটে ভারতের একটি স্থায়ী ভিসা অফিস স্থাপন।
* সিলেট-শিলং বাস সার্ভিস চালু করণ।
* সিলেট-শিলচর বাস সার্ভিস চালু করণ।
* সিলেট-জকিগঞ্জ উপজেলা সদরে কুশিয়ারা নদীর উপর বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে একটি সেতু নির্মাণ করলে উভয় দেশের মধ্যে আমদানী রফতানী দ্রুত ও সম্পর্কের সেতুবন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অথবা পররাষ্ট্র উপদেষ্টা অথবা যোগাযোগ উপদেষ্টার সাথে দেখা করে সিলেট বিভাগের বড় বড় দাবী তুলে ধরে শক্ত লবিং এর মাধ্যমে দাবী আদায় সম্ভব।

চট্টগ্রাম বিমান বন্দরের মত সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে সকল বিদেশী বিমান অবতরণের ব্যবস্থা করণ ও বিশেষ করে যাত্রী প্রতি রয়্যালিটি চালু করলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

সিলেট-দুবাই সপ্তাহে একটি কার্গো ফ্লাইট চালু করণ।

সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা মহাসড়ক জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ করলে উত্তর বঙ্গের সাথে সিলেট বিভাগের ব্যবসা বাণিজ্যে ট্রাক পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত হবে এতে সিলেটের ব্যবসায়ী মহল ও সরকার উভয়ই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

সিলেট-ঢাকা বিকল্প সড়ক : যেমন- সিলেট হবিগঞ্জ হয়ে ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়ক, লাখাই-নাসির নগর-সরাইল সড়কের ছোট দুটি সেতু মাত্র ৪/৫ মাইল রাস্তা নির্মাণ করলে দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে এই বিকল্প সড়ক দিয়ে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করা যাবে।

#

www.pathagar.com

সিলেট শহরের ট্রাফিক সমস্যা

সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখা সিলেটের ট্রাফিক সমস্যার সমাধানে একটি প্রস্তাব পেশ করেছে।

সংবাদপত্রে প্রেরিত উক্ত প্রস্তাবনায় নেতৃবৃন্দ সিলেটবাসীর অতি পুরনো ট্রাফিক সমস্যা সমাধানে সরকারের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে যে কোন দেশ ও সমাজের উন্নয়ন-অগ্রগতির প্রতীক। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলকে আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে। এর বড় প্রমাণ হচ্ছে সিলেট সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর সমূহের সাথে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী উন্নয়ন।

সিলেটের উন্নয়নে সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক, ফেঞ্চুগঞ্জ ও শাহজালাল সেতু ২-৩, বাদাঘাট সেতু, সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়কের শিববাড়ী থেকে শ্রীরামপুর হয়ে শাহপরাণ তামাবিল পর্যন্ত বাইপাস সড়ক নির্মাণ যোগাযোগ ব্যবস্থার এই উন্নয়নের প্রমাণ।

এ জন্য দলমত নির্বিশেষে আমরা সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র শাখা বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ-আন্তরিকতা বিশেষ করে সিলেটের কৃতি সন্তান অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। নেতৃবৃন্দ বলেন, সিলেট শহরের ট্রাফিক সমস্যা সকলের জন্যই এক দুঃস্বপ্নময় অভিজ্ঞতা। যারাই সিলেট শহরের ট্রাফিকে পড়েছেন এর যন্ত্রণা ও অভিজ্ঞতার কথা তারা কখনো ভুলতে পারেন না। গাড়ী বা রিক্সায় চড়ে ঘণ্টার পর ঘন্টা ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে অসহায় অনেকেই অব্যক্ত যন্ত্রণাতে দগ্ধ হন। কিন্তু পরিস্থিতির কাছে তারা অসহায়। নীরবে যন্ত্রণাকে হজম করা ছাড়া করার কিছুই থাকে না। এই ট্রাফিক জ্যামের কারণে শহরের অধিকাংশ মানুষই সময়মতো কোন কাজ করতে পারেন না। ট্রাফিকের কারণে বিলম্বের নিয়তির সাথে আপোষ করে চলাই নগর জীবনের নরক বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন আসে কেন এত বিড়ম্বনা? কেন এই নিত্য যন্ত্রণা? এটা সবাই জানেন যে, সিলেট শহরের অন্যতম প্রবেশ মুখ আম্বরখানা এখন ট্রাফিক দুঃস্বপ্ন হিসেবে বিখ্যাত। আম্বরখানা ট্রাফিকে পড়ে প্রায়ই প্রবাসী সহ অন্যরা ফ্লাইট ধরতে ব্যর্থ হন। ফ্লাইট না ধরতে পেরে এয়ারপোর্টে অসহায় যাত্রীদের আহাজারী এখন নিত্য নৈমিত্তিক দৃশ্য।

এর একমাত্র কারণ সিলেট শহরের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য অঞ্চল বিশেষ করে মৌলভীবাজার সদর, নবীগঞ্জ, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ ও জগন্নাথপুরের লক্ষ লক্ষ প্রবাসীর এয়ারপোর্টে যাওয়ার একমাত্র সংযোগস্থল হচ্ছে আম্বরখানা। এছাড়াও যারাই এয়ারপোর্ট বা সুনামগঞ্জ, ছাতক সহ অত্র এলাকাতে যেতে চান

www.pathagar.com

তাদের সবাইকে আসতে হয় আম্বরখানা হয়ে। যার ফলে একমুখী এই ট্রাফিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলে। সিলেটের ট্রাফিক সমস্যার এটাই বড় কারণ। সাম্প্রতিক এক জরীপে দেখা গেছে কেবলমাত্র প্রবাসীদের আনা নেওয়ার জন্য প্রতিদিন সহস্রাধিক গাড়ী আম্বরখানা হয়ে এয়ারপোর্ট যাতায়াত করে। এর ফলে আম্বরখানাকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত ট্রাফিক বেড়েই চলেছে।

এই অবস্থা প্রশমনে জরুরীভিত্তিতে বাইপাস সড়ক নির্মাণ ছাড়া শহরবাসীকে ট্রাফিকের জিম্মী অবস্থা থেকে উদ্ধারের পথ নেই। এ জন্য সরকারকে অবিলম্বে দক্ষিণ সুরমার তেতলী থেকে শাহজালাল তৃতীয় সেতু (কুমারগাও ব্রীজ) হয়ে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত প্রস্তাবিত বাইপাস সড়ক অবিলম্বে নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে। এতে সিলেট শহরের ট্রাফিক সমস্যা ছাড়াও সুনামগঞ্জ জেলার প্রতিটি উপজেলার প্রবাসী ও সাধারণ যাত্রীদের শহরের ট্রাফিক উপেক্ষা করা সম্ভব হবে।

এছাড়া শাহজালাল দ্বিতীয় সেতু থেকে খাদিম হয়ে চা বাগানের মধ্য দিয়ে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত দ্বিতীয় বাইপাস সড়ক নির্মাণ শেষ হলে শহরের অর্ধেক জ্যামকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। উপরোক্ত বাইপাস সড়ক সম্পন্ন হলে শহরের পূর্বাঞ্চলে সকল উপজেলা প্রবাসীসহ সাধারণ যাত্রীগণ বাইপাস সড়ক দিয়ে সরাসরি দ্রুত এয়ারপোর্টে যাতায়াত করতে পারবেন। যা সিলেট শহরের ট্রাফিক জ্যামকে সহজ করে দিতে পারে। উপরোক্ত বাইপাস নির্মাণ সম্পন্ন হলে লক্ষ লক্ষ প্রবাসী ছাড়াও সিলেট শহরবাসী ট্রাফিকের নরক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে পারেন।

এর বাইরে সিলেট শহরের বন্দর বাজার সহ শহরের আভ্যন্তরীন ট্রাফিক জ্যাম হ্রাস করে অবিলম্বে পশ্চিম শেখঘাটে ব্রীজ নির্মাণ এবং কীনব্রীজকে ভেঙ্গে নতুন দোতলা ব্রীজে রূপান্তর করলে সিলেট শহরকে একটি আধুনিক ও মনোরম শহরে রূপ দেয়া সম্ভব। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, বিগত সাড়ে তিন বছরে উপরোল্লিখিত বাইপাস সড়ক সমূহের কাজে মন্থর গতির ফলে প্রবাসীরা সহ সিলেটবাসীদের দুর্ভোগ ও ভোগান্তি বেড়েই চলেছে।

বিষয়টি সরকারের নীতি নির্ধারক মহল গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলে লক্ষ লক্ষ প্রবাসী ছাড়াও সিলেট শহরবাসী ট্রাফিক জামের খপ্পর থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবেন বলে আমরা মনে করি।

#

www.pathagar.com

সিলেট চেম্বার অব কমার্স সমীপে

আপনাদের অবগতির জন্য বলছি যে, সিলেট চেম্বার অব কমার্স এর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ভারত সরকার এর ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূত বা কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে সিলেটে আমন্ত্রণ জানিয়ে সিলেট চেম্বারে একটি মতবিনিময় অনুষ্ঠান করে সিলেটের কিছু ন্যায্য দাবী তুলে ধরে শক্ত লবিং এর মধ্যে দিয়ে দাবী আদায় সম্ভব যেমন :-

* সিলেটে ভারতের একটি স্থায়ী ভিসা অফিস স্থাপন।
* সিলেট-শিলং বাস সার্ভিস চালু করণ।
* সিলেট-শিলচর বাস সার্ভিস চালু করণ।
* সিলেট-জকিগঞ্জ উপজেলা সদরে কুশিয়ারা নদীর উপর বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে একটি সেতু নির্মাণ করলে উভয় দেশের মধ্যে আমদানী রফতানী দ্রুত ও সম্পর্কের সেতুবন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অথবা পররাষ্ট্র উপদেষ্টা অথবা যোগাযোগ উপদেষ্টার সাথে দেখা করে সিলেট বিভাগের বড় বড় দাবী তুলে ধরে শক্ত লবিং এর মাধ্যমে দাবী আদায় সম্ভব।

চট্টগ্রাম বিমান বন্দরের মত সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে সকল বিদেশী বিমান অবতরণের ব্যবস্থা করণ ও বিশেষ করে যাত্রী প্রতি রয়্যালিটি চালু করলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

সিলেট-দুবাই সপ্তাহে একটি কার্গো ফ্লাইট চালু করণ।

সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা মহাসড়ক জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ করলে উত্তর বঙ্গের সাথে সিলেট বিভাগের ব্যবসা বাণিজ্যে ট্রাক পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা দ্রুত হবে এতে সিলেটের ব্যবসায়ী মহল ও সরকার উভয়ই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।

সিলেট-ঢাকা বিকল্প সড়ক : যেমন- সিলেট-হবিগঞ্জ হয়ে ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়ক, লাখাই-নাসির নগর-সরাইল সড়কের ছোট দুটি সেতু মাত্র ৪/৫ মাইল রাস্তা নির্মাণ করলে দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে এই বিকল্প সড়ক দিয়ে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করা যাবে।

#

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি

প্রতি বছর বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই ব্যাপারে বর্তমান সরকার কোনো গঠনমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে মনে হয় না। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করতে পারেনি। যে দেশে আধুনিক শিক্ষা নেই সেই দেশ দিন দিন অন্ধকারের পথে ধাবিত হচ্ছে তার উদাহরণ অনেক। তাই দেশনেত্রীর কাছে বলবো যে আপনি সারা দেশবাসীর প্রধানমন্ত্রী, আপনি কোনো দলের প্রধানমন্ত্রী নন। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে আমার নীচের দাবিগুলোর প্রতি আপনি নজর দিন এবং কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করুন। আমি এক প্রবাসী, মনে প্রাণে কামনা করি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে উন্নতির ছোঁয়া লাগুক। নতুবা বিশেষ করে বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ভুল পথে পরিচালিত হবে।

১. সাবেক আমলের ১৯টি জেলার মধ্যে কুমিল্লা, নোয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, যশোর, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুরে একটি করে ১০ হাজার আসনের বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ হাজার আসনের একটি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে হবে।

২. সিলেট ও ময়মনসিংহে একটি করে ৫ হাজার আসনের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা উচিত।

৩. রংপুরে ১০ হাজার আসনের বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি ৫ হাজার আসনের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হোক। পাশাপাশি কুষ্টিয়াতে একটি করে ৫ হাজার আসনের মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নির্মাণ করতে হবে।

৪. ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে সকল স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরী ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ বাড়াতে দুই শিফট চালু করতে হবে। নতুবা তাদের ভবিষ্যতের জন্য সরকার দায়ী থাকবে।

৫. দেশের ৬৪ জেলার সকল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ঘোষণা করন। এবং সকল জেলায় একটি করে টেকনিক্যাল কলেজ তৈরী করুন অর্থাৎ মানুষ গড়ার কারখানা বাড়ান।

৬. দেশের ৪৬০ টি থানায় একটি করে ডিগ্রী কলেজ স্থাপন করতে হবে।

৭. গ্রামের জনগণের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে দেশের ৫ হাজার ইউনিয়নের অর্থাৎ প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করতে হবে।

৮. দেশের ৪৬০ টি থানায় একটি করে সরকারী হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন করে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

www.pathagar.com

৯. শুধু নামে প্রাইমারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলে চলবে না। বর্তমান সরকারকে প্রতিটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদেরকে কড়া নির্দেশ দিতে হবে যে, যার যার এলাকার ছেলেমেয়েদেরকে একত্র করে ঘর থেকে ধরে নিয়ে স্কুলে পড়ালেখা করাতে হবে। দরকার হলে শিশুদের অভিভাবকদের কঠোর ভাষায় বলতে হবে যে ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে না পাঠালে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী জরিমানা হবে।

১০. গ্রামের জনগণ উন্নতমানের চিকিৎসার অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরছে তাই তাদের স্বার্থে বর্তমান সরকারের উচিত দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ করা। কারণ দেশে বর্তমান প্রায় ৫/৬ হাজার বেকার ডাক্তার রয়েছে। তাদেরকে চাকুরী দেয়া গণতান্ত্রিক সরকারের একান্ত দায়িত্ব বলে মনে করি।

১১. দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের আনাচে কানাচে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সরকারের দায়িত্ব।

১২. দেশের ৪৬০ টি থানায় একটি করে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন চালু করা হোক।

১৩. সারাদেশে ৬৪ টি জেলা রয়েছে। ওই সমস্ত জেলার সাথে রয়েছে ছোট বড় প্রায় ৪৬০ টি থানা এবং অধিকাংশ থানার সাথে তার নিজস্ব জেলা সদরের কোনো সরাসরি সড়ক যোগাযোগ নেই। তাই বর্তমান সরকারের উচিত দেশের প্রতিটি জেলার সাথে থানার সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা ও পাকা করে দেয়া যাতে প্রতিটি এলাকার মানুষ তার নিজের জেলা সদরে গাড়ি নিয়ে যেতে পারে। তাই বর্তমান সরকারের উচিত যোগাযোগের উপর গুরুত্ব দেয়া।

১৪. খবর পেলাম যে তাইওয়ান সরকার ৫ লাখ দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমিক বাংলাদেশ থেকে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাই আমি মনে করি এই সকল লোক দেশের ৪৬০টি থানার মধ্যে থেকে বিশেষ করে প্রতিটি থানা থেকে এক হাজার লোক লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে পাঠানো হোক। এবং বাকী ৪০ হাজার দেশের দরিদ্রতম জেলা রংপুর ও দিনাজপুর থেকে নেয়া জরুরী বলে আমরা মনে করি। দেশের প্রতিটি এলাকার মানুষ প্রবাসী হোক এবং সকল এলাকার উন্নতি মনেপ্রাণে কামনা করি এই প্রবাসে থেকে।

#

www.pathagar.com

সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র, প্রবাসী সিলেট বিভাগবাসী ও বৃহত্তর সিলেটবাসীর বড় বড় সমস্যা নিয়ে যাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমরা লেখা পাঠাই

রাষ্ট্রপতি
প্রধানমন্ত্রী
জননেত্রী শেখ হাসিনা
জননেত্রী বেগম খালেদা জিয়া
মহাথির মোহাম্মদ
কাতারের আমীর
অর্থমন্ত্রী
যোগাযোগ মন্ত্রী
স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
আইন ও বিচার উপদেষ্টা
শিক্ষা মন্ত্রী
বিমান মন্ত্রী
প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রী
প্রধান বিচারপতি
জনশক্তি মন্ত্রণালয় সচিব
ড. আব্দুল মোমিন এমডি
ফজলে হাসান আবেদ
ডা. মোহাম্মদ মুজিবুল হক
মোফাজ্জল করিম
রাশেদা কে. চৌধুরী
ড. আশরাফ সিদ্দিকী
কবি আল মাহমুদ
সিলেট জেলা প্রশাসক
সিলেট বিভাগীয় কমিশনার
নিউইয়র্ক কনসাল জেনারেল
ডা. সিএম দেলওয়ার রানা
আনোয়ার হোসেন মঞ্জু
সিভিল এভিয়েশন ম্যানেজার সিলেট

www.pathagar.com

দুর্নীতি দমন ব্যুরোর চেয়ারম্যান
স্বাস্থ্য সচিব
শিক্ষা সচিব
স্বরাষ্ট্র সচিব
যোগাযোগ সচিব
নির্বাচন কমিশনার
উপ-সচিব
ঢাকা সিটি মেয়র
সিলেট বিভাগের ১৯ জন এমপি
সিলেট বিভাগের প্রতিটি উপজেলা চেয়ারম্যান
সিলেট বিভাগের উপজেলা প্রেসক্লাব সভাপতি
সিলেট বিভাগ উপজেলা পৌরসভা চেয়ারম্যান
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
তারেক জিয়া
হারিছ চৌধুরী
ইনাম আহমদ চৌধুরী
মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী
পররাষ্ট্র সচিব
বাংলাদেশে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত
ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত
ব্রিটেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত
বাংলাদেশে ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত
ভারতের রাষ্ট্রদূত, ঢাকা
কান্ট্রি ম্যানেজার-কুয়েত ও সৌদী এয়ার, নিউইয়র্ক
জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা
সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা
সিলেট বিভাগ উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদ, ঢাকা
সিলেট বিভাগ গণদাবী পরিষদ, সিলেট
গ্রেটার সিলেট ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিল, লন্ডন
জালালাবাদ বিপ্লবী পরিষদ, বার্মিংহাম
সিলেট ডিভিশন ইন কুইবেক
জালালাবাদ সোসাইটি, মিশিগান
জালালাবাদ এসোসিয়েশন ক্যালিফোর্নিয়া
জালালাবাদ এসোসিয়েশন, জর্জিয়া
গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল, প্যারিস
জালালাবাদ কল্যাণ সংঘ, রোম

www.pathagar.com

বৃহত্তর জালালাবাদ এসোসিয়েশন, সুইডেন
বৃহত্তর জালালাবাদ এসোসিয়েশন, সিডনী
জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ফ্রাঙ্কফুট
জালালাবাদ এসোসিয়েশন, মাদ্রিদ
জালালাবাদ এসোসিয়েশন আমস্টারডাম
জালালাবাদ এসোসিয়েশন ব্রাসেলস
বৃহত্তর সিলেট সমিতি, জেদ্দা
জালালাবাদ এসোসিয়েশন রিয়াদ
জালালাবাদ এসোসিয়েশন বাহরাইন
জালালাবাদ এসোসিয়েশন সালালাহ, ওমান
জালালাবাদ সমাজকল্যাণ সমিতি, কুয়েত
সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ, দুবাই
সিলেট ট্রাভেলস সমিতি লন্ডন
আটাব, সিলেট

সাংবাদিক

শফিক রেহমান
হাসান শাহরিয়ার চৌধুরী
মতিউর রহমান চৌধুরী
মোখলেছুর রহমান চৌধুরী
মুশফিকুল ফজল আনসারী
জগলুল এ. চৌধুরী
আব্দুল মালিক চৌধুরী
হারুনুজ্জামান চৌধুরী
মুক্তাবিস-উন্-নূর
ইকবাল সিদ্দিকী
আফতাব চৌধুরী
আবদুল হামিদ মানিক
দেওয়ান তৌফিক মজিদ লায়েক
আবদুল কাদের তাপাদার
হারুন আকবর
তাজ উদ্দিন
আব্দুস সাত্তার ইউকে
তারেক চৌধুরী ইউকে
সৈয়দ জগলুল পাশা ইউকে
বেলাল আহমদ ইউকে
মনসুর উদ্দিন আহমদ ইকবাল

www.pathagar.com

সালাউদ্দিন বাবর
সরকার কবির উদ্দিন ওয়াশিংটন
বদরুদ্দোজা বদর
মফিজুর রহমান চৌধুরী
ফয়জুর রহমান
হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী
চৌধুরী মুমতাজ আহমদ
আবু তাহের চৌধুরী, লন্ডন
সাঈদ চৌধুরী, লন্ডন
নজরুল ইসলাম বাসন
মাহী ফেরদৌস জলিল
লন্ডনের ১০টি আঞ্চলিক থানা সংগঠন
সিলেট প্রেসক্লাব
মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট
বাংলা প্রেসক্লাব, লন্ডন
মেয়র, সিলেট সিটি কর্পোরেশন
সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স, সিলেট
সভাপতি, সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতি
চেয়ারম্যান, মৌলভীবাজার পৌরসভা
চেয়ারম্যান, হবিগঞ্জ পৌরসভা
চেয়ারম্যান সুনামগঞ্জ পৌরসভা
বার সভাপতি, হবিগঞ্জ
চেম্বার সভাপতি, হবিগঞ্জ
প্রেসক্লাব সভাপতি, হবিগঞ্জ
বার সভাপতি, সুনামগঞ্জ
চেম্বার সভাপতি, সুনামগঞ্জ
প্রেসক্লাব সাবেক সভাপতি সুনামগঞ্জ

রাজনীতিবিদ

আবুল মাল আব্দুল মুহিত
মোঃ কামারুজ্জামান
সুলতান মোহাম্মদ মনসুর
কাইয়ুম চৌধুরী
রাজ্জাক চৌধুরী
আশিক চৌধুরী
শেখ সুজাত মিয়া
আব্দুস সামাদ ডন

www.pathagar.com

ডাঃ সায়েফ আহমদ
আ.ফ.ম. কামাল
বদরুজ্জামান সেলিম
আরিফুল হক চৌধুরী
নাসির উদ্দিন চৌধুরী
নাসিম হোসাইন
হুমায়ুন কবির শাহীন
মিছবা উদ্দিন সিরাজ
আব্দুস সামাদ নজরুল
এডভোকেট আবেদ রেজা

সমাজসেবক

ব্রিগেডিয়ার জেঃ (অব.) জুবায়ের সিদ্দিকী
সেকিল চৌধুরী
ফখরুদ্দীন আলী আহমদ
হিজকিল গুলজার
ডাঃ সোলায়মান খান
আব্দুল হালিম
মনসুর খান
নুরুজ্জামান চৌধুরী
মাহজাহারুল ইসলাম
আব্দুল হাফিজ তুহিন
শাহ আলম

#

www.pathagar.com

সমস্যা ভারাক্রান্ত সুনামগঞ্জ

১. সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা মহাসড়কঃ সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ থানা থেকে ধর্মপাশা পর্যন্ত ২০/২১ মাইলের সম্পূর্ণ নতুন একটি রাস্তা জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ করা। ধর্মপাশা থেকে মোহনগঞ্জ হয়ে নেত্রকোনা জেলা পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ করলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সহ গোটা রাজশাহী বিভাগের সাথে সিলেট বিভাগের প্রায় ২০০ মাইল দূরত্ব কমে আসবে।

২. সুনামগঞ্জ-হবিগঞ্জ সড়ক ঃ দিরাই থেকে শাল্লা ভায়া আজমিরিগঞ্জ থেকে বানিয়াচং পর্যন্ত নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ হলে উভয় জেলার মধ্য ৫০ মাইল দূরত্ব কমে যাবে।

৩. সুনামগঞ্জ-বিশ্বম্ভরপুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।

৪. সুনামগঞ্জ-আমবাড়ী (দোয়ারা বাজার) ছাতক পর্যন্ত ১৪ মাইল রাস্তা নির্মাণ।

৫. সুনামগঞ্জ ডিগ্রী কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর।

৬. সুনামগঞ্জ জেলা মহিলা কলেজকে সরকারী করণ।

৭. সুনামগঞ্জ জেলা সদরে একটি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।

৮. সুনামগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালকে দুইশত আসনে উন্নীত করণ।

৯. সুনামগঞ্জ শহর, ছাতক শহর, জামালগঞ্জ শহরে ও জগন্নাথপুর, রানীগঞ্জে একটি করে ব্রীজ নির্মাণ।

১০. জামালগঞ্জ, ছাতক, দিরাই ও জগন্নাথপুর থানা সদরে গ্যাস সরবরাহ করা।

১১. জামালগঞ্জ, ছাতক, দিরাই ও জগন্নাথপুর থানা সদরে একটি করে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।

১২. সকল থানায় সরাসরি ডায়ালিং ফোন সার্ভিস চালু।

১৩. সকল থানা সদর হাসপাতালকে ১০০ আসনে উন্নীত করণ।

১৪. দশটি থানার প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।

১৫. দশটি থানায় প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।

১৬. দশটি থানার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল স্থাপন।

১৭. প্রতিটি থানার প্রতিটি ইউনিয়নের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।

১৮. দশটি থানা সদরে একটি করে কলেজকে সরকারী করণ।

১৯. জেলা সদরে একটি সরকারী হাঁস-মুরগী ও মৎস্য খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

www.pathagar.com

২০. গুরুত্বপূর্ণ মধ্যনগর বাজারকে পূর্ণাঙ্গ থানায় রূপান্তর।
২১. সুনামগঞ্জ জেলা সদরে হাওড় বোর্ডের সদর দপ্তর স্থাপন।
২২. সুনামগঞ্জ জেলা সদরে একটি পাসপোর্ট অফিস স্থাপন।
২৩. তাহিরপুর থানা সদরে একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপন।
২৪. জরুরী ভিত্তিতে টেকের ঘাট চুনা পাথর উত্তোলনের কাজ সম্পন্ন করণ।
২৫. সুনামগঞ্জ-তাহিরপুর-বাদাঘাট-টেকেরঘাট রাস্তা নির্মাণ।
২৬. টেকের ঘাটে একটি পর্যটন কেন্দ্র ও একটি একশত আসনের মোটেল স্থাপন।

#

www.pathagar.com

সমস্যা ভারাক্রান্ত হবিগঞ্জ

১. হবিগঞ্জ-ঢাকা মহাসড়কঃ হবিগঞ্জ জেলার লাখাই থেকে সরাইল পর্যন্ত নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ হলে ঢাকা-হবিগঞ্জ মহাসড়কের ২৫ মাইল দূরত্ব কমবে। অপরদিকে হবিগঞ্জ-ঢাকা নতুন মহাসড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর কাঞ্চন সেতু নির্মাণ কাজ অবিলম্বে সম্পন্ন করণ।

২. হবিগঞ্জ-সুনামগঞ্জ- সড়ক ঃ বানিয়াচং থেকে আজমিরিগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করা। এদিকে আজমিরিগঞ্জ থেকে শাল্লা হয়ে দিরাই পর্যন্ত নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ হলে উভয় জেলার মধ্যে ৫০ মাইল দূরত্ব কমে যাবে।

৩. জরুরী ভিত্তিতে নবীগঞ্জ থেকে বানিয়াচং পর্যন্ত সরাসরি ১০ মাইল কাঁচা রাস্তা পাকা করণ।

৪. জরুরী ভিত্তিতে শাহজিবাজার-জগদীশপুর রাস্তার কাজ সম্প্রসারণ করে গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা করা।

৫. জরুরী ভিত্তিতে শাহজিবাজার বিদ্যুৎ মেগাওয়াটের সম্প্রসারণ করা।

৬. হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালকে দুইশত আসনে উন্নীত করণ।

৭. আটটি থানা সদর হাসপাতালে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।

৮. সকল থানা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীত করণ।

৯. আটটি থানার প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।

১০. বৃন্দাবন ডিগ্রী কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর।

১১. জেলা সদরে একটি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।

১২. হবিগঞ্জ জেলা সদর মহিলা কলেজকে সরকারীকরণ।

১৩. প্রতিটি থানা সদরে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন।

১৪. বানিয়াচং, লাখাই, চুনারুঘাট ও বাহুবলকে পৌরসভায় রূপান্তর।

১৫. প্রতিটি থানা সদর কলেজকে সরকারীকরণ।

১৬. সকল থানার সাথে সরাসরি ডায়ালিং ফোন সার্ভিস চালু।

১৭. আটটি থানার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।

১৮. আটটি থানার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল স্থাপন।

১৯. প্রতিটি থানার সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।

২০. হবিগঞ্জ জেলা সদরে একটি সরকারী হাঁস মুরগী ও মৎস্য খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

২১. বানিয়াচং এ একটি পর্যটন কেন্দ্র ও একশত আসনের মোটেল স্থাপন।

২২. জেলার যে সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা এমপিও ভুক্ত হয়নি সেগুলোকে এমপিওভুক্ত করণ।

#

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

১. হবিগঞ্জ-সুনামগঞ্জ- সড়ক ঃ বানিয়াচং থেকে আজমিরিগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করা। এদিকে আজমিরিগঞ্জ থেকে শাল্লা হয়ে দিরাই পর্যন্ত নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ হলে উভয় জেলার মধ্যে ৫০ মাইল দূরত্ব কমে যাবে।

২. হবিগঞ্জ-ঢাকা বিকল্প সড়কঃ আঞ্চলিক সড়ক লাখাই নাসিরনগর সরাইল সড়কের ছোট দুটি সেতু ও মাত্র ৪/৫ মাইল রাস্তা নির্মাণ করলে বিকল্প আঞ্চলিক রাস্তাটি চালু করা সম্ভব। এতে ঢাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ হবে।

৩. হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থেকে বানিয়াচং পর্যন্ত সরাসরি রাস্তা নির্মাণ।

৪. প্রতিটি উপজেলার সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।

৫. জরুরী ভিত্তিতে শাহজিবাজার বিদ্যুৎ মেগাওয়াটকে সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ।

৬. হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালকে ৩০০ আসনে উন্নীত করণ। সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিতকরণ।

৭. আটটি উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।

৮. সকল উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীত করণ।

৯. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক আটটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।

১০. বৃন্দাবন ডিগ্রী কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর।

১১. হবিগঞ্জ জেলা সদর পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটকে একটি পূর্ণাঙ্গ পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে রূপান্তর।

১২. প্রতিটি উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন।

১৩. বানিয়াচং, লাখাই ও বাহুবলকে পৌরসভায় রূপান্তর।

১৪. প্রতিটি উপজেলা সদর ডিগ্রী কলেজকে সরকারী করণ।

১৫. আটটি উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল স্থাপন।

১৬. সকল উপজেলার সাথে সরাসরি ডায়ালিং ফোন সার্ভিস চালু।

১৭. আটটি উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।

১৮. প্রতিটি উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ করণ।

১৯. হবিগঞ্জ উপজেলা সদরে একটি সরকারী হাঁস মুরগী ও মৎস্য খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

২০. বানিয়াচং-এ একটি পর্যটন কেন্দ্র ও একশত আসনের মোটেল স্থাপন।

২১. জেলার যে সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা এমপিও ভুক্ত হয়নি সেগুলোকে এমপিওভুক্ত করণ।

২২. আজমিরিগঞ্জ নদী বন্দরকে আধুনিকীকরণ।

#

www.pathagar.com

সিলেট বিভাগের উপজেলা সমূহে ফায়ার সার্ভিস

দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে প্রতিনিয়ত মানুষের চাপ বেড়েই চলেছে। তার উপর রয়েছে যানজট সহ নিত্য দিনের ভোগান্তি। বর্তমানে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলা সদরকে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার ফলে শহরের পরিবর্তে উপজেলা সদরের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। এ প্রেক্ষিতে অনেকেই এখন শহরের ঝামেলা এড়াতে উপজেলা সমূহে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং সহ বড় বড় দালান নির্মাণে মনোযোগী হয়েছেন।

তবে এক্ষেত্রে সবচাইতে বিপজ্জনক বিষয়টি হচ্ছে জননিরাপত্তা। এটা সবাই জানেন বড় দালান বা বহুতল ভবনে আগুন লাগলে তা নির্বাপনের কোন সুযোগ অধিকাংশ উপজেলা সদরে নেই। তাই এক ধরনের হুমকিকে সামনে নিয়েই বিভিন্নজন উপজেলাতে দালান নির্মাণ করছেন।

অগ্নি নির্বাপন বা দমকল সুবিধা প্রতিটি উপজেলা সদরের জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিশ্বে গণ্য।

এই হিসেবে শহর থেকে জনচাপ কমাতে উপজেলা সমূহে ন্যূনতম সুবিধা প্রদানের কোন বিকল্প নেই। তাই প্রতিটি উপজেলা সদরের জন্য দমকল বা ফায়ার সার্ভিস অবিলম্বে চালুর দাবী জানাচ্ছি।

* বিগত সরকার জিয়া এয়ারপোর্ট এবং চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টের গুরুত্ব বিবেচনা করে পৃথকভাবে দুটি থানা স্থাপন করেছে। যেমনঃ ঢাকা এয়ারপোর্ট থানা ও পতেঙ্গা থানা। ওসমানী বিমানবন্দরের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। প্রতিদিন শত শত প্রবাসী যাত্রীরা বিদেশে যাতায়াত করেন। তাই বৃহত্তর সিলেটের ১৪/১৫ লাখ প্রবাসীর স্বার্থে সালুটিকর নামে একটি পৃথক থানা স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। পাশাপাশি সিলেট বিভাগের সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্ব বিবেচনা করে টুকের বাজার ও খাদিম নগরকে দু'টি পৃথক থানা করা জরুরী। উল্লেখ্য যে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে বর্তমানে ২২ থানা থাকার পরেও আরো ৬টি থানা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
* গুরুত্বপূর্ণ সিলেট শহরে একটি মাত্র ফায়ার সার্ভিস স্টেশন রয়েছে। বিভাগীয় শহরের গুরুত্ব বিবেচনা করে সিলেট শহরের সুবিদবাজার, টিলাগড় ও শাহজালাল উপশহরে একটি করে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
* দেশের পাসপোর্ট অফিসগুলোর মধ্যে সিলেট অফিস তৃতীয় স্থানে। তাই জরুরী ভিত্তিতে বর্তমানে জরাজীর্ণ ভাড়াটে পাসপোর্ট অফিসের স্থলে একটি আধুনিক নিজস্ব পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ করণ।
* হবিগঞ্জ জেলার ন্যায় জরুরী ভিত্তিতে প্রবাসী অধ্যুষিত নামে খ্যাত জেলা মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলা সদরে একটি পাসপোর্ট অফিস স্থাপন।

#

www.pathagar.com

সিলেট বিভাগবাসীর প্রতি আবেদন

১. সিলেট-আখাউড়ার মধ্যে ডাবল রেল লাইন নির্মাণ। বর্তমানে লাইনকে আধুনিকীকরণ, যাতে আন্তঃনগর ট্রেনগুলো ঘন্টায় ৫০/৬০ মাইল বেগে চলাচল করতে পারে। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও ত্বরিত ও সহজ হবে।

২. সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা মহাসড়ক: অবহেলিত সুনামগঞ্জকে উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্কে নিয়ে আসার জন্য সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা মহাসড়ক নির্মাণ। সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলা থেকে ধর্মপাশা পর্যন্ত ২০/২১ মাইলের রাস্তা নির্মাণ জরুরী। ধর্মপাশা থেকে মোহনগঞ্জ হয়ে নেত্রকোনা জেলা পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারিত হলে ময়মনসিংহ সহ গোটা রাজশাহী বিভাগের সাথে সিলেটের দূরত্ব ২০০ মাইল কমানো সম্ভব।

৩. সিলেট-ঢাকা বিকল্প সড়ক : সিলেট-হবিগঞ্জ হয়ে ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়ক, লাখাই নাসিরনগর, সরাইল সড়কের ছোট দুটি সেতু ও মাত্র ৪/৫ মাইল রাস্তা নির্মাণ করলে এই বিকল্প আঞ্চলিক রাস্তাটি চালু করা সম্ভব।

৪. সুনামগঞ্জ-হবিগঞ্জ সড়ক : সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থেকে রানিগঞ্জ হয়ে ইনাতগঞ্জ ভায়া আউশকান্দির মধ্যে ৫/৬ মাইল রাস্তা অসমাপ্ত রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে এই রাস্তা নির্মাণ করণ। এটা সম্পন্ন হলে উভয় জেলার মধ্যে ৫০ মাইল দূরত্ব কমে আসবে।

৫. সিলেট বিভাগের বড় বড় ব্রিজ নির্মাণ: সিলেট শহরস্থ পশ্চিম শেখঘাট, উপজেলা সদর, ছাতক উপজেলা সদর, জামালগঞ্জ উপজেলা সদর, বালাগঞ্জ উপজেলা সদর, রানীগঞ্জ বাজার ও সুনামগঞ্জ জেলা সদরে একটি করে ব্রিজ নির্মাণ।

৬. দক্ষিণ সুরমায় একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল স্থাপন।

৭. সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করণ।

৮. সিলেট এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও সরকারী মহিলা কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর।

৯. সিলেট বিভাগের প্রতিটি উপজেলা সদর ডিগ্রী কলেজকে সরকারী করণ।

১০. বৃহত্তর সিলেটের প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।

১১. সিলেট সদর হাসপাতালকে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তর।

১২. মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালগুলোকে ৩০০ আসনে করে উন্নীত করণ।

www.pathagar.com

১৩. সিলেট বিভাগের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ১০০ আসনে উন্নীত করণ ও হাসপাতালের সকল বিভাগের ডাক্তারদের উপস্থিতি ও পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করণ।

১৪. বৃহত্তর সিলেটের প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।

১৫. সিলেট বিভাগের প্রতিটি উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ করা।

১৬. বৃহত্তর সিলেটের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।

১৭. প্রবাসী খ্যাত জেলা মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জে একটি করে পাসপোর্ট অফিস স্থাপন।

১৮. বৃহত্তর সিলেটের প্রতিটি উপজেলা সদরে একটি করে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।

১৯. সিলেট-শিলং, সিলেট-শিলচর পর্যন্ত বাস সার্ভিস চালু।

২০. ভোলাগঞ্জ, জাফলং, মাধবকুন্ড ও বানিয়াচং ও তাহিরপুরে একটি করে পর্যটন কেন্দ্র ও একটি করে ১০০ আসনের মোটেল নির্মাণ।

২১. আমেরিকা, সৌদী আরব ও ভারতের ভিসা সেকশন অফিস সিলেটে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২২. বিভাগীয় শহর সিলেটে একটি চিড়িয়াখানা স্থাপন।

বিঃ দ্রঃ জরুরী ভিত্তিতে পদ্মা সেতু নির্মাণ হলে কলকাতার সাথে সিলেটের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ ও ত্বরিত হবে। তাছাড়া সরকার প্রতি বৎসর সিলেট বিভাগ থেকে রাজস্ব বাবদ কত টাকা আয় করেন ও তার কত ভাগ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করেন তার হিসেব সিলেট বিভাগবাসীকে অবহিত করণ।

#

www.pathagar.com

সিটি কর্পোরেশন ও সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়নবাসীর প্রতি আবেদন–

১. সিলেট-আখাউড়ার মধ্যে ডাবল রেল লাইন নির্মাণ। বর্তমানে লাইনকে আধুনিকীকরণ, যাতে আন্তঃনগর ট্রেনগুলো ঘন্টায় ৫০/৬০ মাইল বেগে চলাচল করতে পারে। এতে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও ত্বরিত ও সহজ হবে।

২. গুরুত্বপূর্ণ বাইপাস সড়ক নির্মাণঃ সিলেট শহরস্থ বালুচর থেকে চা বাগানের ভিতর দিয়ে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সরকারের প্রস্তাবিত বাইপাস সড়ক অবিলম্বে নির্মাণ হলে পূর্বাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ প্রবাসীরা এই বাইপাস সড়ক দিয়ে সিলেট শহরে প্রবেশ না করেও আম্বরখানার ভয়াবহ ট্রাফিক জ্যামকে এড়িয়ে সরাসরি দ্রুত এয়ারপোর্টে যাতায়াত করতে পারবেন।

৩. সিলেট শহরস্থ হেড পোস্ট অফিসকে জেনারেল পোস্ট অফিসে (জিপিও) রূপান্তর।

৪. গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় শহরে সুবিদবাজার, টিলাগড়ে ও শাহজালাল উপশহরে একটি করে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।

৫. বৃহত্তর সিলেটের লক্ষ লক্ষ প্রবাসীদের স্বার্থে ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সালুটিকর নামে পৃথক থানা স্থাপন।

৬. সিলেট শহরে একটি আধুনিক নিজস্ব পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ।

৭. সিলেট-শিলং-সিলেট-শিলচর বাস সার্ভিস চালু।

৮. বিভাগীয় শহর সিলেটে একটি চিড়িয়াখানা স্থাপন।

৯. সিলেটে একটি পূর্ণাঙ্গ ন্যাচারাল পার্ক নির্মাণ।

১০. সদর হাসপাতালকে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তর।

১১. সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল হাসপাতাল এবং সিলেট যক্ষ্মা হাসপাতালের সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি, পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।

১২. সিলেট সিটি কর্পোরেশন ব্যতিত সদর উপজেলার বাকী ৭টি ইউনিয়ন যথাক্রমে খাদিমনগর, খাদিমপাড়া, টুকেরবাজার, কান্দিগাঁও, মোগলগাঁও, হাঁটখোলা ও জালালাবাদে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।

১৩. সিলেট শহরস্থ পশ্চিম শেখঘাট নতুন ব্রীজ নির্মাণ।

১৪. সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করণ।

www.pathagar.com

১৫. যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদী আরব ও ভারতের ভিসা সেকশন অফিস সিলেটে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৬. সিলেট এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর।

১৭. সিলেট শহরস্থ সরকারী মহিলা কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর।

১৮. সিলেট শহরস্থ মঈন উদ্দিন মহিলা কলেজকে সরকারী করণ।

১৯. সিলেট সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল স্থাপন।

২০. সিলেটে নতুন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন।

#

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের পত্র-পত্রিকা পাঠ করলে বিশেষ করে ঢাকার দুই/তিনটি পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে চোখে পড়ে, অমুক উপজেলায় ইসলামী ব্যাংকের শাখা চাই। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের অন্যতম ব্যাংক। দেশের শীর্ষ স্থানীয়, বহুল প্রচারিত, দক্ষ কর্মচারী, হালাল পদ্ধতিতে যেভাবে সুনামের সাথে ব্যবসা করছে, তা আজ দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে একটি গ্রহণযোগ্য ও সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে পরিচিত। যার কারণে দেশের প্রতিটি উপজেলাবাসী চায়, তাদের নিজ এলাকায় একটি ব্যাংক যেন স্থাপন করা হয়। দেশের অধিকাংশ সরকারী বেসরকারী ব্যাংক যে মুহূর্তে লোকসান দিচ্ছে, ঠিক তারই পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকের শাখা সারা দেশে, শো শো করে বাড়ছে। দেশের প্রতিটি নাগরিকই চায় যে, ইসলামী ব্যাংকে হালাল তরিকায় লেনদেন করতে। ইসলামের নাম নিয়ে দেশে অনেক ব্যাংক ও জীবন বীমা চালু হয়েছে, কিন্তু মাশাল্লা ইসলামী ব্যাংক ও তার গ্রাহক সারা দেশে যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এতে করে অনেক বেসরকারী ব্যাংক হিংসার আগুনে পুড়ছে। এ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক যত ধরনের প্রতিষ্ঠান করেছে সবগুলোই সার্থক ও সফল হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তাদের অগ্রযাত্রা কেউই রোধ করতে পারবে না। সততা ও নিষ্ঠার সাথে সারা দেশে ইসলামী ব্যাংক বাম্পার ব্যবসা করছে। এটা আল্লাহপাকের খাস রহমত বলতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকের মাননীয় চেয়ারম্যানের অবগতির জন্য বলছি আপনারা মানবতার সেবার জন্য ইসলামী নিয়মে, অন্যান্য ব্যাংকের সাথে চ্যালেঞ্জ করে শরীয়া ব্যাংক স্থাপন করেছেন, তা ইতিমধ্যে দেশ বিদেশে ব্যাপকভাবে সাফল্য বয়ে এনেছে। সারা দেশে যেভাবে হালাল ব্যাংকের চাহিদা রয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশের ৪৯০ টি উপজেলা সদরে একটি করে ব্যাংক স্থাপন করা ও এর পাশাপাশি দেশের বেকার যুব সমাজের উন্নতির লক্ষ্যে কারিগরী শিক্ষার উপর বেশী করে গুরুত্ব দেয়া। যেমন মনে করুন আপনারা প্রতিটি উপজেলায় যে ব্যাংক স্থাপন করবেন ওই ব্যাংকের দোতলার উপর একটি ভোকেশনাল স্কুল স্থাপন করবেন। এতে দেশের বেকার যুব সমাজ ও দরিদ্র যুবকদের অল্প খরচে কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, দর্জি, টিভি কারিগর, ফ্রিজ কারিগর, গাড়ী চালক, ওয়ার্কশপের কাজ, গাড়ী মেরামতকারী, প্লাম্বার, কম্পিউটার, টেকনিশিয়ান, ইলেকট্রিশিয়ানসহ বর্তমান বিদেশের চাহিদানুয়ায়ী কাজগুলো শিখতে পারবে। ওই বেকার যুবক গোষ্ঠী যদি আপনাদের উসিলায় দক্ষ কারিগর হয় এবং বিদেশে গেলে তার জন্য রোজী রোজগার করা অধিক সহজ কারণ বর্তমানে বিদেশে অদক্ষ শ্রমিকের কোন মর্যাদা নেই। নিউইয়র্কে দেখেছি যাদের মধ্যে মেধা রয়েছে, তারা ঘন্টায় ২০/২২ ডলারে চাকরী করছে। এর মধ্যে গাড়ী

www.pathagar.com

ড্রাইভিং শিখে বিদেশে গেলে চাকরী সহজে পাওয়া যায়। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে গাড়ী ড্রাইভিং জানা থাকলে সাথে সাথে চাকরীর ব্যবস্থা হয়ে যায়। আপনারা যে রকম কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য, বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিচ্ছেন এটা খুবই চমৎকার। কারণ দরিদ্র সরকারের একার পক্ষে অনেক কিছু ইচ্ছা থাকলেও করা সম্ভব নয়। আপনাদের মতো আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত লোক ও সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকের দ্বারা অনেক কিছু করা সম্ভব। সারা দেশে যে ৬৪টি জেলা রয়েছে, দেশের প্রতিটি নরনারী যাতে উন্নতমানের চিকিৎসা পায়, তার লক্ষ্যে দেশের ৬৪ টি জেলা শহরে একটি করে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল স্থাপন করুন। হয়তো রাতারাতি সম্ভব নয় তবুও বলবো ৮/১০ বছরের টার্গেট নিয়ে অগ্রসর হোন, আল্লাহ আপনাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

মনে রাখবেন সবকিছুর ফায়সালা হয় আসমানে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদেরকে যেভাবে মনোবল, অর্থ ও সৎ একদল ইসলামী ম্যানপাওয়ার দিয়েছেন তা অনেকের কাছে হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের বিত্তবান ব্যক্তিরা আর যাতে বাইরে গিয়ে চিকিৎসা না করে তার ব্যবস্থা এখনই দেশে করতে হবে। ঢাকা ও সিলেটের ইবনে সিনাকে ঢাকার এ্যাপোলো হাসপাতালের মত গড়ে তুলুন। আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক ধরনের সুযোগ সুবিধাসহ সর্বশেষ মডেলের যন্ত্রপাতি মেশিনারী স্থাপন করুন। রোগীর প্রতি সেবার হাত বাড়িয়ে দিন, সততার নিয়তে কাজ করলে ইনশাআল্লাহ আপনারা সফল হবেনই। তাই অবশেষে আপনার কাছে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে উদাত্ত আহবান, আর দেরী না করে এখনই আমার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ৮/১০ বছরে মধ্যে দাবীগুলো যাতে সত্যিকার অর্থে দেশ ও জাতির স্বার্থে বাস্তবায়ন হয় তার যাবতীয় ব্যবস্থা করবেন এতে আমরা প্রবাসীরা উক্ত অবদানের জন্য অনন্তকাল কৃতজ্ঞভরে আপনাদের স্মরণ করবো। আপনাদের চলার পথে সাফল্যের পথে খোদার রহমত বর্ষণ ফল্গুধারার মতো নেমে আসুক- এই কামনা করে সুদূর আটলান্টিক সাগরের অপর পার নিউইয়র্ক থেকে। আমিন সুম্মা আমিন।

#

www.pathagar.com

সকল মুসলিম পরিবারে পিস টিভি থাকা জরুরী

সমগ্র আমেরিকায় ও ইউরোপে মুসলিম নর-নারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এ খবর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকায় বেড়ে উঠা নতুন প্রজন্মের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ইসলামী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও টিভি মিডিয়া গড়ে উঠেনি। আমাদের মুসলিম বাচ্চা-কাচ্চা অধিকাংশই প্রতিনিয়ত ঘরে বসে অশ্লীল টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে মগজ কলুষিত করছে। পাশাপাশি পশ্চিমা বিশ্ব তাদের শক্তিশালী বিভিন্ন ধরনের মিডিয়ার মাধ্যমে অহরহ মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মিডিয়ার সামনে মুসলিম বিশ্ব আজ ধরাশায়ী। তাদের চতুর্মুখী আক্রমণের সামনে মুসলিম বিশ্ব দিশেহারা। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ঐক্য না থাকার কারণে তারা এ সুযোগ নিচ্ছে। এখনও সময় আছে মুসলিম বিশ্ব যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে না তুলেন তবে আগামীতে পরিণতি হবে ভয়াবহ। এর পুরো দায়-দায়িত্ব নিতে হবে আরব জাহানের। রাব্বুল আলামীন মুসলিম বিশ্বকে সবকিছুই দিয়েছেন। ইসলাম ধর্ম এখন পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ ধর্ম। ১৫০ কোটি মুসলমান রয়েছেন বিশ্বের আনাচে-কানাচে। আজকে যদি আমাদের মধ্যে পুরোপুরি ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব থাকতো তবেই একটি শক্তিশালী মিডিয়ার মাধ্যমে ওই সমস্ত ইসলাম বিদ্বেষীদের মোকাবেলা করা সম্ভব হতো। মাশাল্লা, ঠিক ওই মুহূর্তে ভারতের জনৈক খ্যাতিমান চিকিৎসক ইসলামী টিভি নামে বিশ্ববাসীর সামনে একটি ইংরেজী চ্যানেল (পিস টিভি) চালু করেছেন।

আমাদের সকল মুসলিম পরিবারের উচিৎ প্রতিটি মুসলিম ঘরের ছেলেমেয়েদের স্বার্থে ওই পিস টিভি নেয়া যাতে তারা স্কুল, কলেজ থেকে ঘরে ফেরার পর ১/২ ঘন্টা দেখতে পারে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামকে সত্যিকার অর্থে প্রচার করতে দরকার আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা টিভি অনুষ্ঠান এবং আমেরিকা ও ইউরোপের বর্তমান প্রজন্মকে ইসলামী পরিবেশে ধরে রাখতে হলে দরকার বেশী বেশী ইসলামী শিক্ষার কারখানা স্থাপন। নতুবা আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত যে, ডলার, পাউন্ড শুধু সাময়িক শান্তি দিতে পারে। পরকালের সুখ ও শান্তি পেতে হলে এখনই বর্তমান প্রজন্মদেরকে ইসলামী পরিবেশে বড় করতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষা চালু করা, প্রতিদিন ঘরের মধ্যে মসজিদে নববীর মতো তালিম শুরু করা, আযানের ঘড়ি রাখা, ইসলামী গান ও কোরআন তেলাওয়াতের ক্যাসেট ও ইসলামী বই পুস্তকের মজুদ গড়ে তুলুন। ঘরকে পুরোপুরি ইসলামী পরিবেশে গড়ে তুলুন। ইনশাআল্লাহ একদিন দেখবেন ঘরের মধ্যে বেহেস্তের বাতাস বইছে। স্কুল থেকে ঘরে ফিরার পর ছেলেমেয়েরা ইন্টারনেটে বসে হোম ওয়ার্ক এর উছিলায় কি

www.pathagar.com

দেখাদেখি করে তার উপর একটু কড়া নজর রাখুন। নতুবা পরে পস্তাতে হবে। অথবা ছেলেমেয়েদেরকে হোম ওয়ার্কের মত একটি নির্দিষ্ট সময় করে দিন যাতে প্রতিদিন ১ ঘন্টা করে ইসলামী টিভি দেখতে পারে। ইনশাআল্লাহ দেখবেন আপনার ছেলেমেয়েরা ইসলামী বিষয়ের উপর মোটামুটি একটি ধারণা পেয়ে যাবে। পিস টিভি বিশ্বের বড় বড় শিক্ষিত লোকদের দ্বারা পরিচালিত। আমার বিশ্বাস কেউ যদি একটানা কিছুদিন পিস টিভি দেখার সুযোগ পায়, তবে তার মধ্যে অবশ্যই ইসলামী পরিবর্তন আসবেই। ছেলেমেয়েদেরকে হারাম ও হালাল বুঝানো, দ্বীনী পরিবেশে বড় করা, ঘরে বসে মক্কা-মদিনায় নামাজ দেখানো। এতে মক্কা-মদিনার অনেক কিছুর সাথে তারা পরিচিত হবে। দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তির জন্য প্রতিটি মুসলিম ঘরে গ্লোব কাস্ট টিভি চ্যানেল থাকা জরুরী। এতে পুরো আরব জাহানের চিত্র বিশেষ করে বিশ্বের অন্যতম টিভি আলজাজিরা, মক্কা মদিনা ও পিস টিভি (ইসলামী টিভি) সহ মোট ৭০ টি চ্যানেল রয়েছে। তাই আর দেরী না করে ঘরকে ইসলামী পরিবেশে ঘরে তুলুন। ইনশাআল্লাহ দেখবেন একদিন আপনার ঘরে বেহেস্তের বাতাস বইছে। এখনই ফোন করে জেনে নিন আপনার বাসা-বাড়ীতে গ্লোব কাস্ট চ্যানেল নিতে হলে কি কি করতে হবে। গ্লোব কাস্ট কাস্টমার সার্ভিস (৮৮৮) ৯৮৮-৫২৮৮।

#

www.pathagar.com

ঢাকা-কাঠমুন্ডু বাস সার্ভিস চালু করুন

সম্প্রতি ঢাকাস্থ নেপালের রাষ্ট্রদূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে নেপালের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে এবং সম্পর্ক আরো গভীর করতে চাইলে উভয় সরকারের মধ্যে আরো ব্যাপক আলাপ আলোচনা করে ব্যবসা বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্পের উপর জোর দিতে হবে। তিনি বিশেষ করে বলেন যে, নেপাল বাংলাদেশের অতি নিকটে অবস্থিত। বাংলাদেশ সরকার ইচ্ছা করলে নেপালের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করে ব্যবসা বাণিজ্য আদান-প্রদানের পথ আরো সহজ করা সম্ভব। বর্তমান সরকারে কাছে আমার কিছু সুপারিশ যে, নেপাল হচ্ছে আমাদের সার্কভুক্ত দেশগুলোর অন্যতম বন্ধু রাষ্ট্র। তাদেরকে আমাদের সুখে দুঃখে কাছে পাবো। সরকারের উচিত প্রথম অবস্থায় ঢাকা-কাঠমুন্ডুর মধ্যে সরাসরি বাস সার্ভিস স্থাপন করা। এই রুট হবে ঢাকা থেকে পঞ্চগড় জেলা হয়ে তেতুলিয়া ভায়া ভারতের উপর দিয়ে কাঠমুন্ডু। অর্থাৎ ভারতের বাংলাবন্দ ও ফুলপুরের বর্ডারের মধ্যখানে মাত্র ২০ মাইল রাস্তা ভারতের উপর দিয়ে অতিক্রম করে কাঠমুন্ডু যাওয়ার পথ। ঢাকা থেকে কাঠমুন্ডু পর্যন্ত সরাসরি বাস সার্ভিস চালু হলে নেপালের সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে আরো কাছাকাছি। এতে পর্যটকের আগমনের সংখ্যা রাতারাতি বেড়ে যাবে আমাদের দেশে। কারণ প্রতিবছর কয়েক লাখ বিদেশী পর্যটক নেপাল আসে এবং তারা যখন খবর নিয়ে জানবে যে কাঠমুন্ডু থেকে অল্প খরচে বাসযোগে বাংলাদেশে যাওয়া যায় অতএব মাঝখানে একটি দেশ ভ্রমণ করতে কেউই হাত ছাড়া করবে না। ঢাকা থেকে পঞ্চগড় জেলা হয়ে কাঠমুন্ডু প্রায় ৪০০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং এই দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় ২০/২২ ঘন্টা সময় লাগবে। প্রয়োজনে প্রতিদিন সকালে ঢাকা থেকে বাস ছেড়ে পঞ্চগড় জেলা শহরে রাত্রি যাপন করে পরদিন বিকেলে অনায়াসে কাঠমুন্ডু সিটিতে প্রবেশ করা সম্ভব। ৫০০/৬০০ টাকার বাস ভাড়া দিয়ে প্রতিবেশী একটি দেশে আমাদের ভ্রমণ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে বিমানে ঢাকা-কাঠমুন্ডু ভাড়া ১০/১১ হাজার টাকা, অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশী দেশে যেতে সাহস পায়না। ইউরোপের আশেপাশের দেশ সমূহে সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। এতে প্রতিটি দেশ যাতায়াত ও অর্থের ক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছে। আমাদেরও এখন পিছনের দিকে তাকানোর সময় নেই। দুনিয়া আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক হচ্ছে। তাই সরকারের উচিত প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে সরাসরি বাস সার্ভিস চালু করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো গভীর করা। বাংলাদেশের উপর দিয়ে এশিয়া হাইওয়ে চালু হলে আমরা লাভবান হবেই। তখন আমরা সরাসরি বাসযোগে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত অন্যদিকে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অল্প খরচে যাতায়াত করতে পারবো। এতে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবো। কাঠমুন্ডুস্থ

www.pathagar.com

আমাদের দেশের দূতাবাসের উপর যদি দায়িত্ব দেয়া হয় যে, তারা অর্থাৎ নেপালে যে সমস্ত বিদেশী পর্যটকরা আসে তাদের সামনে বাংলাদেশের বিভিন্ন আকর্ষণীয় জায়গার মনোমুগ্ধকর ছবি সহ বেশ কিছু ফিরিস্তি তুলে ধরা। এতে নেপাল থেকে হাজার হাজার বিদেশী অল্প খরচে বাসযোগে বাংলাদেশ ভ্রমণ করে যেতে পারবে। নেপালের পত্র পত্রিকা ও বড় বড় রাস্তার কর্ণারে কম খরচে লক্ষ লক্ষ লিফলেটও ঐ সমস্ত পর্যটকদের কাছে বিলি করলে বাংলাদেশ দেখার জন্য তাদের আকর্ষণ বেড়ে যাবে। তাই সরকারের সামনে নতুন কয়েকটি বাস রুট চালু করার জন্য জোর দাবী জানাই। যেমন ঢাকা ভায়া পঞ্চগড় কাঠমুন্ডু। ঢাকা শিলং ভায়া সিলেট। ঢাকা বেনাপোল কলিকাতা। ঢাকা পঞ্চগড় ভায়া সিকিম। ঢাকা রেঙ্গুন ভায়া টেকনাফ। আমার বিশ্বাস বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আমার আজকের লেখাটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দেখবেন। প্রবাস থেকে প্রতিনিয়ত কামনা করি দেশ যেন উন্নতির শিখরে গিয়ে পৌঁছে।

#

www.pathagar.com

কয়েকটি আবেদন পত্র

এক

To
Harry K. Thomas Jr.
Ambassador,
Friendly State of the U.S.A.
Dhaka, Bangladesh.

Sub: Humble request to establish a Hospital and a Consulate office in Sylhet, Bangladesh.

Honorable Ambassador Thomas

We are very honored and blessed having you as a kind ambassador in Bangladesh. It has been proved over the last years that the United States of America is the best friend of Bangladesh. We hope this bond will be stronger in the days to come.

The people of Bangladesh appreciate and remember the tokens of friendship, a few of them are a modern library in Sylhet and a school at Ghatail in Tangail established by the U.S.A. Certainly these are the fruits of your relentless efforts.

As an under-developed country, Bangladesh has been working hard to provide better lives and healthcare facilities to her citizen. But lack of enough resources and modern technology, countless number of people suffer from different deadly but curable diseases and die without treatment. About 9 million people live in greater Sylhet and 2 million inhabitants of Sylhet live around the world. Lace of modern and better treatment facilities, every year a large number of patients travel to neighboring country India for better treatment and they spend approximately one crore taka yearly. Besides, half of the Bangladeshi-Americans are from Sylhet. When we take our family and children there, in terms of treatment, we go through lot of troubles, maltreatment and hassles. In many cases, we cut short our journeys and get back to U.S. with untreated illnesses and badly healths.

For long time the people of Sylhet are greatly in need of modern, well-equip general hospital. But neither the government

www.pathagar.com

nor the individuals can afford to do that presently. If you take the initiative to establish such a hospital, the people of Bangladesh, especially 11 million people of Sylhet will remember that for ages after ages and will be benefited in abundance. The benevolent activities of the people of America are well-known to everybody An effort like setting up a hospital will save millions of lives, provide better treatment and chance to live to less-fortune creations of Creator in this part of world. We hope the initiative will begin before your term is finished.

As we mentioned earlier, almost half of the Bangladeshi Americans are from Sylhet. For citizen or immigrant related matters, we have to travel 200 miles to Dhaka, the capital city. Traveling to Dhaka is not safe and convenient, especially for the minor children and elders. In some cases we have to go to the consulate office more than once. If we can have a consulate office in Sylhet, Immigrants or our relatives can easily get the services from Sylhet.

If you kindly take initiative to open a branch of consulate office in Sylhet, a huge number of Bangladeshi-Americans and their relatives will be immensely benefited.

Thank you.

On behalf of the Bangladeshi- Americans
Salekh Chowdhury-President
Khalku Kamal-Vice President
Faruk Chowdhury-Secretary

#

www.pathagar.com

To
Mr. Anwar Chowdhury
High Commissioner,
Friendly Country of the United Kingdom
Dhaka, Bangladesh.

Sub: Humble request to establish a hospital and a full fledged consulate office in Sylhet, Bangladesh.

Honorable Ambassador Mr. Chowdhury

We are very honored and blessed having you as a kind ambassador in Bangladesh. It has been proved over the last years that the United Kingdom is the best friend of Bangladesh. We hope this bond will be stronger in the days to come.

As an under-developed country, Bangladesh has been working hard to provide better lives and healthcare facilities to her citizen. But lack of enough resources and modern technology, countless number of people suffer from different deadly but curable diseases and die without treatment. About 9 million people live in greater Sylhet and 2 million inhabitants of Sylhet live abroad. Lack of modern and better treatment facilities, every year, a large number of patients travel to neighboring country India for better treatment and they spend approximately one crore taka yearly. Besides, half million of the Bangladeshi live in England of which 95% are from Sylhet. When we take our family and children there, in terms of treatment, we go through lot of troubles, maltreatment and hassles. ' In many cases, we cut short our journeys and get back to U.K. with untreated illnesses and badly healths.

For long time, the people of Sylhet are greatly in need of a modern, well-equipped general hospital. For many reasons, neither the government nor the individuals can pay attention to do that presently. The benevolent activities of the people of Great Britain are well-known to everybody.

We also know that British Government invests millions of pounds in different sectors every year. Providing Healthcare facilities. Bangladeshis also can be an investing sector as well. If ' especially take the initiative to establish a hospital, the people Bangladesh, primarily 11 million people of Sylhet will remember that for ages after ages and will be benefited in

www.pathagar.com

abundance. effort like setting up a modern hospital will save millions of lives, provide better treatment and extend chance to live to less- fortune creations of creator in this part of the world. Not only that, it can be a profitable sector. We hope the initiatives will begin before your term is over.

As we mentioned earlier, almost 95% of the Bangladeshi-British are from Sylhet. For citizen or immigrant related matters, presently we are receiving very limited services from Sylhet British Consulate Office. Traveling to Dhaka is not safe and convenient, especially for the minor children and elders. In some cases we have to go to the Consulate Office more than once. If we can have a full-pledged Consulate Office in Sylhet, Immigrants or our relatives can easily get the services from Sylhet.

If you kindly take historical initiatives to establish a modern General Hospital and operate full-fledged Consulate office in Sylhet, a huge number of Bangladeshi-British and their relatives will be immensely benefited and the people of Sylhet will remember you for ever.

Thank you.

On behalf of the Bangladeshi- British
Salekh Chowdhury-President
Khalku Kamal-Vice President
Faruk Chowdhury-Secretary

#

www.pathagar.com

To
Mr. Peanak Ronjon Chokroborti **Date: March 20, 2007**
High Commissioner,
Indian High Commission,
Dhaka, Bangladesh.

Dear Sir,

We, on behalf of the people of Sylhet, residing in the U.S.A., would like to express our deep love and gratitude of your becoming as the ambassador of friendly state India. If we can develop a close relationship, both countries will be benefited tremendously in many aspects including economy. In this regard, it needs strong lobbying with Bangladesh Government.

Successful lobbying and efforts can bring numerous benefits for the citizen of both countries, particularly for the people of Sylhet. We, the inhabitants of the District of Sylhet, have strong bond and various business relations with the people of India, would like to draw your kind attention to the following matters for your kind consideration:

1. Historically, culturally and socially we, the people of Sythet, are connected and related with people of India. Every now and then, we visit our relatives living in the Asam, West Bengal and other parts of India. Not only that, every year, a good number of people of Sylhet go to India for better treatment. They undergo long journeys and hassles to travel to Dhaka to get visas and get other paper works done. For these reasons, we would like to request to operate a permanent visa office, like U.K., in Sylhet.
2. For better communication and transportation between Sylhet and Shilong, it is a crying need to open a bus service connecting two points. Likewise, another bus route is also a growing need between Sylhet-Shilchar route.
3. We would like to request both countries to build a bridge on the river of Kushiara connecting Jakigonj proper to respecting part of India. It could be a joint venture. This

www.pathagar.com

bridge will facilitate exports-imports of that region and help to improve friendship among the people of two countries.

Once again, we are very delighted to have you in Bangladesh. We hope your pragmatic and positive endeavors will help to develop and maintain good friendly relationship with both countries.

Sincerely

On behalf of the people of Sylhet in USA
Saleh Ahmed Chowdhury-President
Khalku Kamal-Vice President
Farok Chowdhury-Secretary General

#

www.pathagar.com

To
Country Manager, **Date: July 14, 2006**
Saudi Arabian Airlines
Dhaka, Bangladesh.

Dear Sir,

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah. Hope you are fine and keep yourself busy in serving the humanity in possible better ways. We, on behalf of the Bangladeshi-American Muslim community, would like to thank Saudi Arabian Airlines for its outstanding services provided to our community.

For better care, extended services and reaching more people worldwide make Saudia one of the best airlines in the world. We, as mere well-wishers and proud passengers would like to request to address the following concerns and matters.

A large number of Bangladeshi have been residing all over the world, especially in the Middle Eastern countries, U.K. and U.S.A. More than 40% of Bangladeshi who live in the Middle East, are from Sylhet. Also 50% of the Bangladeshi living in the U.S.A. (100,000) are from Sylhet and among 1/2 a million Bangladeshi living in the U.K., 95% (475,000) of them are from Sylhet alone. A vast majority of Bangladeshi living outside Bangladesh are from Sylhet Division.

Most of the foreign residing Bangladeshi takes Saudi Arabian Airlines as their #1 means of carrier. Presently, so far all Saudi Airlines operate weekly 4/5 flights between Jeddah-Dhaka routes. But all of them end up in Dhaka as it is their final destination, while maximum of the passengers are Sylhet-going. Undobtedly, it has been providing great services to the people of Bangladesh. If Saudi Arabian Airlines could extend weekly at least one or two flights up to Sylhet and have the custom and could travel directly without hassle. Also if weekly one or two flights up to Sylhet and have the custom and immigration done there instead of Dhaka, a huge number of passengers to and from Sylhet would be benefited and could travel directly without hassle. Also if weekly one or two flights operate to and from USA-JeddahDhaka-Sylhet route, people who live in the USA can easily make Omrah or Hajj on their ways to and from Bangladesh. With no or little extra

www.pathagar.com

charge, people will choose this route to perform the holy duties as well as can visit the sacred places. As a result of that, Saudi Arabian will always get sufficient passengers from USA and Saudi Arabia to go and come from Bangladesh, especially Sylhet as well.

To this end, Saudi Government or personnel from Airlines needs to do strong lobbying with Bangladesh Government. If Saudi Arabian Airlines takes it seriously, they can get the job done easily and millions of passengers can have hassle-free trips to and from Dhaka-Sylhet and get their customs and immigrations done at Sylhet.

We would also like to request to low down the fare comparing with other airlines. For many low earning people fare is a considerable factor too.

If the above mentioned matters can be taken care of properly, Sylhet going passengers will feel grateful and we believe, for many reasons, they will choose Saudi Arabia Airlines as their the best dependable carrier.

Thanks

On behalf of Bangladeshi-American
Salekh Chowdhury-President
Khalku Kamal-Vice-President
Faruk Chowdhury-Secretary

#

www.pathagar.com

To
Country Manager, **Date: July 14, 2006**
Emirates Airlines
Dhaka, Bangladesh.

Dear Sir,

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah. Hope you are fine and keep yourself busy in serving the humanity in possible better ways. We, on behalf of the Bangladeshi-American Muslim community, would like to thank Emirates Airlines for its outstanding services provided to our community.

For better care, extended services and reaching more people worldwide make Emirates Airlines one of the best airlines in the world. We, as mere well-wishers and proud passengers would like to request to address the following concerns and matters.

A large number of Bangladeshi have been residing all over the world, especially in the Middle Eastern countries, U.K. and U.S.A. More than 40% of Bangladeshi who live in the Middle East, are from Sylhet. Also 50% of the Bangladeshi living in the U.S.A. (100,000) are from Sylhet and among 1/2 a million Bangladeshi living in the U.K., 95% (475,000) of them are from Sylhet alone. A vast majority of Bangladeshi living outside Bangladesh are from Sylhet Division.

Most of the foreign residing Bangladeshi takes Emirates Airlines as their #1 means of carrier. Presently, so far Emirates Airlines flights operate weekly 10/12 flights between Dubai--Dhaka routes. But all of them end up in Dhaka as it is their final destination, while maximum of the passengers are Sylhet-going. Undobtedly, it has been providing great services to the people of Bangladesh. If Emirates Airlines could extend weekly at least 2/3 flights up to Sythet and have the custom and immigration done there instead of Dhaka, a huge number of passengers to and from Sylhet would be benefited and could travel directly without hassle. Also if weekly 2/3 flights operate to and from USA-DubaiDhaka-Sylhet route, people who live in the USA and Middle Eastern countries can easily arrange their connecting and direct flights with Emirates Airlines. As a result of that, Emirates Airlines will always get sufficient passengers from USA and Dubai to go and

www.pathagar.com

come from Bangladesh, especially Sylhet.

To this end, Emirates Government or personnel from Airlines needs to do strong lobbying with Bangladesh Government. We know Biman Bangladesh Airlines operate from Dubai and Abu Dabi and has a good relationship with Bangladesh Government. If Emirates Airlines takes it seriously, they can get the job done easily and millions of passengers can have hassle-free trips to and from their desired destinations. Also Emirates can think of leasing Sylhet Airport as Chittagong Airport has been leased to Thai Air.

If it is possible instantly, in the meantime, Emirates Airlines can expand what presently doing as other airlines do for their Sylhet-bound passengers, namely, Biman Bangladesh, Singapore Airlines or British Airways. Emirates Airlines can increase the numbers of small flights to and from Dhaka-Sylhet and get their customs and immigrations done at Sylhet airport as usual.

We would also like to request to low down the fare comparing with other airlines. For many low earning people fare is a considerable factor too.

If the above mentioned matters can be taken care of properly, Sylhet going passengers will feel grateful and we believe, for many reasons, they will choose Emirates Airlines as their the best dependable carrier.

Thanks

On behalf of Bangladeshi-American
Salekh Chowdhury-President
Khalku Kamal-Vice-President
Faruk Chowdhury-Secretary

#

www.pathagar.com

ছয়

To
Country Manager, **Date: July 14, 2006**
Kuwait Airways
Dhaka, Bangladesh.

Dear Sir,

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah. Hope you are fine and keep yourself busy in serving the humanity in possible better ways. We, on behalf of the Bangladeshi-American Muslim community, would like to thank Kuwait Airways for its outstanding services provided to our community.

For better care, extended services and reaching more people worldwide make Kuwait Airways one of the best airlines in the world. We, as mere well-wishers and proud passengers would like to request to address the following concerns and matters.

A large number of Bangladeshi have been residing all over the world, especially in the Middle Eastern countries, U.K. and U.S.A. More than 40% of Bangladeshi who live in the Middle East, are from Sylhet. Also 50% of the Bangladeshi living in the U.S.A. (100,000) are from Sylhct and among 1/2 a million Bangladeshi living in the U.K., 95% (475,000) of them are from Sylhct alone. A vast majority of Bangladeshi living outside Bangladesh are from Sylhet Division.

Most of the foreign residing Bangladeshi takes Kuwait Airways as their #1 means of carrier. Presently, so far all Kuwait Airways operate weekly 5 flights between Kuwait-Dhaka routes. But all of them end up in Dhaka as it is their final destination, while maximum of the passengers are Sylhet-going. Undobtedly, it has been providing great services to the people of Bangladesh. If Kuwait Airways could extend weekly at least one or two flights up to Sylhet and have the custom and immigration done there

instead of Dhaka, a huge number of passengers to and from Sylhet would be benefited and could travel directly without hassle. i Also if weekly one or two flights operate to and from USA-JeddahDhaka-Sylhet route, people who live in the USA can easily make Omrah or Hajj on their ways to and from Bangladesh. With no or little extra charge, people will choose this route to perform the holy duties as well as can visit the scared places. As a result of that,

www.pathagar.com

Kuwait Airways will always get sufficient passengers from USA and Saudi Arabia to go and come from Bangladesh, especially Sylhet as well.

To this end, Kuwait Government or personnel from Airlines needs to do strong lobbying with Bangladesh Government. If Kuwait Airways takes it seriously, they can get the job done easily and millions of passengers can have hassle-free trips to and from their destinations.

If it is not possible instantly, in the meantime, Kuwait Airways can do something as other airlines do for their Sylhet bound passengers, namely, Biman Bangladesh, Singapore Airlines, British Airways or Emirates Airlines. They provide small flights to and from Dhaka-Sylhet and get their customs and immigrations done at Sylhet.

We would also like to request to low down the fare comparing with other airlines. For many low earning people fare is a considerable factor too.

If the above mentioned matters can be taken care of properly, Sylhet going passengers will feel grateful and we believe, for many reasons, they will choose Kuwait Emirates as their the best

dependable carrier.

Thanks

On behalf of Bangladeshi-American
Salekh Chowdhury-President
Khalku Kamal-Vice-President
Faruk Chowdhury-Secretary

#

www.pathagar.com

To
His Highness, **Date: August 15, 2005**
Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani Emir,
State of Qatar.

Honorable Emir,

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah. We hope you are find and in good health. We, on behalf of the Bangladeshi American Muslim Community, would like to thank your Highness for recently visiting Bangladesh. Your visit not only strengthens the bond of two countries, but also inspires the people of Bangladesh in strong brotherly feeling.

In the present critical time, Qatar has been playing great role in different sectors of Muslims Ummah including diplomatic, economic and media. We wish Qatar will play leading role in the days to come.

Your recent visit gave us more confidence, spiritual inspiration and feeling of self-reliance and brotherhood. People of Bangladesh are much closer to the people of Qatar than ever before. We hope this relationship will be stronger day by day. To bring the people of two countries closer and be benefited from each we, like draw your kind attention to the following issues.

Bangladesh is one of the largest Muslim populated developing countries based on strong Islamic belief and culture though geographically seceded from Muslim mainland. A large number of Bangladeshis have been residing all over the world, especially in the Middle Eastern Countries, more than 40% are from Sylhet, eastern part of Bangladesh, 50% of the Bangladeshis in the USA are also from Sylhet and among 1/2 million Bangladeshis living in the U.K., 95% of them are alone from Sylhet. A vast majority of Bangladeshis living abroad are from living abroad are from Greater Sylhet, the third largest city Bangladesh.

Presently we have three international airports in Bangladesh, namely Dhaka, Chittagong and Sylhet. Every week Qatar Airlines operates five flights between capital citV Dhaka an Doha. Sylhet going passengers stay hours after hour for the local flights. If, at least one or two flights operate from Doha-Sylhet route weekly, the Sylhet going passengers will be benefited immensely. On one hand, Qatar

www.pathagar.com

Airlines can better compete with others and on the other hand, it will be a huge token of love that helps to develop our brotherly relationship with two countries.

At present, Biman Bangladesh Airlines operates its direct flights from London, Dubai, Kuwait and Abu Dhabi to Sylhet. Sylhet airport will be a full-pledged International Airport in December, 2005. We like to inaugurate Sylhet International Airport by first landing our friendly country's ! Airlines-Qatar Airlines. To achieve this goal, Qatar needs to initiate strong lobbying with Bangladesh Government. We know Bangladesh Government will be happy to do it with friendly state of Qatar. As a result of that, a huge number of Sylhet going passengers from Qatar, K.S.A., U.K., U.S.A., Dubai and other Middle Eastern countries will be benefited and choose Qatar Airlines as their #1 airlines.

We would, therefore like to humbly request your highness, to be kind enough to take care of the matter.

May Allah bless us all.

Sincerely yours

On behalf of Bangladeshi American
Khalku Kamal
&
Hasan All

#

www.pathagar.com

আট

মাননীয়
মাহাথির মোহাম্মদ
সাবেক প্রধানমন্ত্রী
মালয়েশিয়া
জনাব,

নেতৃত্বের দেউলিয়াত্ব ও দিক নির্দেশনার অভাবে মুসলিম বিশ্ব আজ দিশেহারা বিপর্যস্ত, তখন কোটি কোটি হতাশ মানুষের মনে আশার ক্ষীণ প্রদীপ হিসেবে আপনার নামটিই উচ্চারিত হচ্ছে।

হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে বিভোর মুসলিম বিশ্ব তাদের কান্ডারী হিসেবে এগিয়ে যেতে চায় আপনার নেতৃত্বে। আপনার প্রতিচ্ছবিকে বিমূর্ত করে রেখেছে। এই সময়ে যাকে নিয়ে আমরা স্বপ্নের জাল বুনি সেই ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন আপনি।

তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত অখ্যাত অজানা মালয়েশিয়া আজ উন্নত দেশের প্রতীকি আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার হিসেবে আপনার নামই সর্বত্র উচ্চারিত। সঠিক নেতৃত্ব একটি জাতিকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে আজকের মালয়েশিয়া।

একজন বাংলাদেশী হিসেবে আমি গত ২২ বছর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছি। আমার নাম হোসেন আহমদ চৌধুরী। একজন শ্রমজীবি হিসেবে সপ্তাহে কাজ করতে হয় ৫ দিন। এর মধ্যে সময় সুযোগ পেলেই যখন বিশ্বের দুঃখ দুর্দশা আর দৈন্যতার ছবি দেখি তখন বিমর্ষতায় আচ্ছন্ন হই।

নিজেকে প্রশ্ন করি কখন সেই নেতা আসবেন। যার প্রত্যাশায় উন্মুখ আজকের কোটি কোটি মুসলিম জনগোষ্ঠী। তখন যে মানুষটির চেহারা আমার মানসপটে ভেসে উঠে সে হচ্ছেন আপনি।

তাই আপনার কাছে মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করতে চাই।

১. সকল মুসলিম দেশ সমূহের উচিৎ মালয়েশিয়ায় উৎপাদিত গাড়ীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজারজাত করা। এ জন্য জাপানী বিভিন্ন কোম্পানীকে যাতে প্রতিযোগীতায় হারানো সম্ভব হয় সেজন্য মালয়েশিয়ান গাড়ী সমূহকে তাদের সমপর্যায়ে নেয়া উচিৎ।

২. মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে উৎপাদিত ইলেকট্রনিক্স পণ্য ছাড়া অন্য কোন দেশের ইলেকট্রনিক্স আমদানী না করা।

www.pathagar.com

৩. উন্নত মুসলিম দেশ সমূহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের স্বার্থে চা, চিকিৎসক, ইংরেজী শিক্ষক, ইমাম, মোয়াজ্জিন সহ দক্ষ জনশক্তি বাংলাদেশ থেকে আমদানী করা।

৪. প্রকৌশলী আমদানীর ক্ষেত্রে তুরস্ক, পাকিস্তান ও মিশরকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

৫. সকল ধনী মুসলিম দেশ সমূহের উচিৎ অপেক্ষাকৃত গরীব দেশ সমূহ থেকে জনশক্তি আমদানী করা।

৬. যেকোন দেশে যেতে চাইলে মুসলিম দেশের এয়ারলাইন্সকে ব্যবহার করা।

৭. সকল ধনী মুসলিম দেশ সমূহকে মুসলমানদের ক্ষেত্রে ভিসার কড়াকড়ি শিথিল করা। বিশেষ করে আরব বা উপসাগরীয় দেশ সমূহের উচিৎ গরীব মুসলিম বিশ্বকে ন্যায্যমূল্যে তেল সরবরাহ ।

৮. দরিদ্র মুসলিম দেশ সমূহের বাসিন্দারা তাদের জীবনের স্বপ্ন মক্কা ও মদিনা শরীফে তওয়াফ করার কঠোরতাকে শিথিল করা।

৯. সকল মুসলিম দেশ সমূহের উচিৎ মক্কা কোলাকে বেশী করে বাজারজাত করা।

১০. ৫৫টি মুসলিম দেশের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন।

১১. সকল মুসলিম দেশ সমূহকে নিজেদের মধ্যকার বাজারকে আরো সচল করার লক্ষ্যে ইসলামিক কমন মার্কেট করে ব্যবসা বাণিজ্যকে আরো জোরদার করা।

১২. মুসলিম দেশ সমূহের বাসিন্দারা অবকাশ যাপনে যেতে হলে তারা যেন মুসলিম দেশ সমূহকে বেছে নেন সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।

১৩. ধনী মুসলিম দেশ সমূহ মুসলিম নাগরিক বা পেশাজীবিদের জন্য আমেরিকার ন্যায় গ্রীণকার্ড চালু করা। এক্ষেত্রে সৌদি আরব, ওমান, বাহরাইন, কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাত, লিবিয়া, ব্রুনাই ও মালয়েশিয়ার নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

১৪. ওআইসিতে প্রতিটি মুসলিম দেশের অংশগ্রহণ করে নিবিড় করতে জনসংখ্যা অনুপাতে বিভিন্ন দেশকে এর সভাপতি হিসেবে নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

#

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে টেলিফোন সার্কিট বাড়ানো দরকার

প্রতিদিন বাংলাদেশীদের সংখ্যা মার্কিন মূল্লুকে বাড়ছে। এমন কোন দিন নেই দু'একজন বাংলাদেশী নবাগত জেএফকে এয়ারপোর্ট অতিক্রম করছেন না। সারা আমেরিকায় প্রায় দুই লাখ বাংলাদেশী রয়েছেন। ডিভি-৯৬ যোগ করলে হয়তো এ সংখ্যা আরোও অনেক বৃদ্ধি পাবে। শতকরা ৯৯ ভাগ বাংলাদেশীর বাসা-বাড়ীতে টেলিফোন রয়েছে। ৮৪ সালে যখন নিউইয়র্কে আসি তখন এখান থেকে দেশে ফোন করতে হলে প্রতি মিনিটে বিল আসতো ২ ডলার ও লাইন পেতে বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হতো। ৯৪ সাল থেকে এদেশে এটিএন্ডটি, এমসিআই টেলিফোন কোম্পানী তৃতীয় বিশ্বের সাথে ফোন সংযোগকে কার চেয়ে কে বেশী সস্তায় দিবে এই প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি মিনিটে বিল আসে মাত্র ৬৯ সেন্ট । তাইতো দেখা যায় বর্তমানে অধিকাংশ বাংলাদেশীদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করতে কেউ লেখালেখির ঝামেলায় যেতে চান না। কারণ বিগত কয়েক দিনে নিউইয়র্ক এর আনাচে কানাচে টেলিফোন ফ্যাক্স. এজেন্সি চালু হওয়ার পর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ও শনিবার শত শত বাংলাদেশী লাইন ধরে ঘন্টার পর ঘণ্টা ফোন করে অর্থ ও সময় ব্যয় করছেন। এতে অনেক সময় জরুরী ফোন করতে হলে লাইন পাওয়া যায় না। বহির্বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগের জন্য বাংলাদেশে রয়েছে মাত্র ১১শ সার্কিট। এর মধ্যে আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে মাত্র ১৫০ টি সার্কিট যা দুই/আড়াই লক্ষ বাংলাদেশীর জন্য খুবই নগণ্য। এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০০ সার্কিট করা উচিত। তখন বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে টেলিফোন লাইন পাওয়া সহজ হবে। এক জরীপে দেখা গেছে যে বৃটেনের পর যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা বাংলাদেশে ফোন করেন বেশী।

#

www.pathagar.com

বিভিন্ন উপজেলাবাসীর প্রতি

কোম্পানীগঞ্জ (৩ ইউনিয়ন)

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাবাসীদের প্রাণের দাবী কোম্পানীগঞ্জ থেকে ছাতক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে শেষ করুন।

১. কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর।
২. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৩. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৪. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৬. উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
৭. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৮. উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৯. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১০. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১১. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১২. ভোলাগঞ্জে একটি পর্যটন কেন্দ্র এবং একশত আসনের মোটেল নির্মাণ।

গোয়াইনঘাট (৮ ইউনিয়ন)

আমাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া নিয়ে দেশে বিদেশে জনমত গড়ে তোলা ও পাশাপাশি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণঃ

১. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
২. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৩. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৪. গোয়াইনঘাট উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর।
৫. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।

www.pathagar.com

৬. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৮. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৯. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১০. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১১. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।
১২. জাফলং-এ স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন।
১৩. গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন নগরী জাফলং থেকে গোয়াইনঘাট উপজেলা সদর পর্যন্ত সরাসরি ৫ মাইল নতুন রাস্তা নির্মাণ। এই রাস্তা না থাকার কারণে জাফলংবাসীদেরকে অতিরিক্ত ২০ মাইল পথ ঘুরে সারীঘাট হয়ে গোয়াইনঘাট উপজেলা সদরে যাতায়াত করতে হয়।

জৈন্তাপুর (৫ ইউনিয়ন)

১. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
২. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৩. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৪. জৈন্তাপুর উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর।
৫. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৬. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৮. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৯. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১০. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১১. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১২. জাফলংকে একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং ১০০ আসনের একটি মোটেল নির্মাণ।
১৩. জাফলং-এ স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন।
১৪. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।

www.pathagar.com

দক্ষিণ সুরমা (৯ ইউনিয়ন)

১. দক্ষিণ সুরমা উপজেলাবাসীদের প্রাণের দাবী জরুরী ভিত্তিতে সাবেক নৌবাহিনী প্রধান সিলেটবাসীর গর্ব ও অহংকার মরহুম মাহবুব আলী খানের নামে ২০০ আসনের নতুন একটি হাসপাতাল নির্মাণ।
২. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৩. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
৪. সাউথ সুরমা ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৫. উপজেলার নুরজাহান মেমোরিয়েল মহিলা ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৭. নসিবা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে সরকারী করণ।
৮. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৯. দক্ষিণ সুরমার প্রতিটি ইউনিয়নে গ্যাস সরবরাহ করণ।
১০. দক্ষিণ সুরমায় একটি স্টেডিয়াম স্থাপন।
১১. দক্ষিণ সুরমায় ১০ হাজার লাইনের পৃথক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন।
১২. দক্ষিণ সুরমা উপজেলা সদরকে পৃথক পৌরসভায় রূপান্তর।

ফেঞ্চুগঞ্জ

১. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
২. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৩. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৪. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৬. উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
৭. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৮. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৯. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১০. ফেঞ্চুগঞ্জ ডাক বাংলা হতে এশিয়ান হাইওয়ে পর্যন্ত রাস্তাটি স্থায়ীভাবে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা।
১১. মানিকোনা হতে গঙ্গাপুর হয়ে এশিয়ান হাইওয়ে পর্যন্ত রাস্তাটি ব্রীজসহ পাকাকরণ।

www.pathagar.com

১২. সিলেট-আখাউড়ার মধ্যে ডাবল রেল লাইন নির্মাণ। বর্তমান লাইনকে আধুনিকী করণ। যাতে আন্তঃনগর ট্রেনগুলো ঘন্টায় ৫০ মাইল বেগে চলাচল করতে পারে। আখাউড়ায় বাইপাস রেল লাইনের কাজ জরুরী ভিত্তিতে শেষ করা।
১৩. থানা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১৪. ফেঞ্চুগঞ্জ শাহজালাল সার কারখানাটি জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ কাজ শেষ করা।

বালাগঞ্জ (১৪ ইউনিয়ন)

১. উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর।
২. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
৩. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৪. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৫. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৬. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৮. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৯. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১০. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১১. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১২. ওসমানী নগর উপজেলা সদরে একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন।
১৩. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।

বিশ্বনাথ (৮ ইউনিয়ন)

১. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
২. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৩. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।

www.pathagar.com

৪. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৫. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৮. উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ করণ।
৯. উপজেলা সদরে একটি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।
১০. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১১. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।

গোলাপগঞ্জ (১১ ইউনিয়ন)

১. গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণবাসীদের প্রাণের দাবী ঢাকা দক্ষিণস্থ কুশিয়ারা নদীর উপর জরুরী ভিত্তিতে ব্রীজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করণ।
২. উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
৩. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ এবং ১ নং বাঘা ইউনিয়নের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৪. সুরমা নদীর উত্তর পারে একটি পুলিশ ফাঁড়ি স্টেশন স্থাপন।
৫. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৬. ঢাকা দক্ষিণ ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৭. জেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৮ উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৯ উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
১০. উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে গ্যাস সরবরাহ করণ।
১১. উপজেলা সদরে একটি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।
১২. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১৩. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।

বিয়ানীবাজার (১১ ইউনিয়ন)

১. জরুরী ভিত্তিতে বিয়ানীবাজার-ঢাকা দক্ষিণ সড়কে কুশিয়ারা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করণ।

www.pathagar.com

২. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
৩. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৪. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৫. উপজেলা সদর মহিলা কলেজকে সরকারী করণ।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৮. উপজেলা সদরে একটি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।
৯ উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১০. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।
১১. উপজেলা সদরে একটি হাঁস-মুরগী এবং মৎস্য খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
১২. মুড়িয়া হাওরের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
১৩. থানার প্রতিটি ইউনিয়নে গ্যাস সরবরাহ।

কানাইঘাট (৯ ইউনিয়ন)

কানাইঘাট উপজেলাবাসীদের প্রাণের দাবী উপজেলা সদরে জরুরী ভিত্তিতে সুরমা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ।

১. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
২. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৩. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৪. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৫. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৮. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
৯. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।

www.pathagar.com

১০. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১১. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।

জকিগঞ্জ (৯ ইউনিয়ন)

১. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
২. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৩. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৪. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৬. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
৭. উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ করণ।
৮. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
৯. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।
১০. উপজেলা সদরে একটি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।
১১. জকিগঞ্জ উপজেলা সদরে কুশিয়ারা নদীর উপর বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে একটি ব্রীজ নির্মাণ করলে উভয় দেশের মধ্যে আমদানী রফতানী দ্রুত ও সেতুবন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে।

মৌলভীবাজার সদর (১২ ইউনিয়ন)

১. জরুরী ভিত্তিতে পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা।
২. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৩. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৪. মৌলভীবাজার জেলা সদরে স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে শেষ করা।
৫. জেলা সদর হাসপাতালকে ৩০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।

www.pathagar.com

৬. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৭. জেলা সদর হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণ এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
৮. জেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
৯. মৌলভীবাজার জেলা সদর থেকে শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত নতুন রেললাইন নির্মাণ।
১০. জেলার উপজেলা সদরে একটি হাঁস-মুরগী ও মৎস্য খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

রাজনগর (৮ ইউনিয়ন)

১. উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর।
২. উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
৩. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৪. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৫. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৬. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৮. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৯. উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ চালু করণ।
১০. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১১. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১২. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।

শ্রীমঙ্গল (৯ ইউনিয়ন)

শ্রীমঙ্গল পৌরসভাবাসীদের প্রাণের দাবী জরুরী ভিত্তিতে শ্রীমঙ্গল শহরে একটি বাইপাস সড়ক নির্মাণ।

১. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
২. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৩. সিলেট-আখাউড়া ডাবল রেল লাইন নির্মাণ।

www.pathagar.com

৪. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৭. শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশনের আধুনিকীকরণ।
৮. উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ চালু করণ।
৯. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১০. শ্রীমঙ্গল পৌরসভাকে প্রথম গ্রেডে রূপান্তর।
১১. শ্রীমঙ্গলকে একটি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং একটি ১০০ আসনের মোটেল নির্মাণ।
১২. শ্রীমঙ্গলে চা বোর্ডের হেড অফিস স্থাপন।

কমলগঞ্জ (৯ ইউনিয়ন)

১. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
২. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৩. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৪. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৭. উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
৮. উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ চালু করণ।
৯. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১০. ধলাই নদীর উপর নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে শেষ করা।

বড়লেখা (৮ ইউনিয়ন)

বড়লেখা উপজেলাবাসীর প্রাণের দাবী উপজেলা সদরে জরুরী ভিত্তিতে একটি বাইপাস সড়ক নির্মাণ।

১. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
২. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৩. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।

www.pathagar.com

৪. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৭. উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ চালু করণ।
৮. বড়লেখা থেকে কুলাউড়া-শাহবাজপুর পর্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে ট্রেন যোগাযোগ পুনঃস্থাপন।
৯. কুলাউড়া-শাহবাজপুর রেল লাইনের সংস্কার কাজ জরুরী ভিত্তিতে করা।
১০. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১১. উপজেলা সদরে একটি ভোকেশনাল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।
১২. মাধবকুন্ডে একটি আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং ১০০ আসনের মোটেল নির্মাণ।
১৩. মাধবকুন্ডে স্থায়ী পুলিশ ফাড়ি স্থাপন।
১৪. বড়লেখা উপজেলার যে সমস্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করণ।

জুড়ী (৮ ইউনিয়ন)

* জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ।
১. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা সদরে ১টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ।
২. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৩. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৪. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৭. উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
৮. উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ চালু করণ।
৯. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।

কুলাউড়া (১৩ ইউনিয়ন)

১. সিলেট-আখাউড়ার মধ্যে ডাবল রেল লাইন নির্মাণ। বর্তমান লাইনকে আধুনিকীকরণ। যাতে আন্তঃনগর ট্রেনগুলো ঘন্টায় ৫০ মাইল বেগে চলাচল করতে পারে।
২. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।

www.pathagar.com

৩. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৪. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৫. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৮. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
৯. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১০. কুলাউড়া থেকে শাহবাজপুর রেল লাইনের বিশেষ উন্নতি সাধন করণ।
১১. হাকালুকি হাওরের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে কৃষি কাজের উন্নতি করণ।
১২. উপজেলা সদরে একটি সরকারী হাস-মুরগী ও মৎস্য খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
১৩. চকাপন রেলস্টেশন ডাবল রেল লাইন নির্মাণ ও স্টেশনটি আধুনিকীকরণ।
১৪. কুলাউড়া উপজেলার যে সমস্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করণ।

হবিগঞ্জ (১০ ইউনিয়ন)

১. জেলা সদর পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটকে পূর্ণাঙ্গ পলিটেকনিক্যাল কলেজে রূপান্তর।
২. সদর উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৩. সদর উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৪. হবিগঞ্জ জেলা সদরে ১টি স্টেডিয়াম নির্মাণ।
৫. জেলা সদর হাসপাতালকে ৩০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগের ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৬. সদর উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করে একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৭. জেলা সদর হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণ এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
৮. সদর উপজেলার সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
৯. হবিগঞ্জ-ঢাকা মহাসড়কঃ হবিগঞ্জ-লাখাই ও সরাইল সড়ক নির্মাণ হলে হবিগঞ্জ এবং ঢাকার মধ্যে দূরত্ব ৩০ মাইল কমবে।

www.pathagar.com

১০. হবিগঞ্জ-সুনামগঞ্জ সড়ক ঃ বানিয়াচং-আজমিরিগঞ্জ-শাল্লা হয়ে দিরাই পর্যন্ত নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ হলে উভয় জেলার মধ্যে ৫০ মাইল দূরত্ব কমবে।

১১. জেলা উপজেলা সদরে একটি হাস-মুরগী ও মৎস্য খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

লাখাই (৬ ইউনিয়ন)

১. লাখাই উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর।

২. উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।

৩. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।

৪. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।

৫. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।

৬. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।

৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।

৮. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছানো।

৯. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।

১০. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।

১১. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।

১২. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।

১৩. উপজেলা সদরে একটি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।

নবীগঞ্জ (১৩ ইউনিয়ন)

১. নবীগঞ্জ উপজেলা সদরে একটি বাইপাস সড়ক নির্মাণ।

২. নবীগঞ্জ থেকে বানিয়াচং পর্যন্ত ১০ মাইল নতুন রাস্তা নির্মাণ। এই রাস্তা নির্মাণ না থাকার কারণে আমরা নবীগঞ্জবাসী প্রায় ৩৫ মাইল রাস্তা ঘুরে হবিগঞ্জ হয়ে বানিয়াচং যেতে হয়।

৩. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।

৪. উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।

www.pathagar.com

৫. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৬. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৮. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৯. উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ চালু করণ।
১০. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১১. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১২. উপজেলা সদরে একটি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।
১৩. গুংগিয়াজুরী হাওরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও স্লুইস গেইট নির্মাণ করা। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের কৃষি উৎপাদনে সহায়ক হবে।

বাহুবল (৭ ইউনিয়ন)

১. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
২. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৩. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৪. বাহুবল উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর।
৫. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৬. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৮. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৯. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১০. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১১. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১২. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।

বানিয়াচং (১৫ ইউনিয়ন)

১. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
২. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।

www.pathagar.com

৩. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৪. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৫. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৮. উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ চালু করণ।
৯. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১০. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১১. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১২. উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর।
১৩. বানিয়াচং থেকে আজমিরীগঞ্জ-শাল্লা হয়ে দিরাই পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণ।

আজমিরীগঞ্জ (৫ ইউনিয়ন)

১. আজমিরীগঞ্জ উপজেলাবাসীদের প্রাণের দাবী আজমিরীগঞ্জ থেকে বানিয়াচং পর্যন্ত রাস্তার নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করণ।
২ আজমিরীগঞ্জ থেকে শাল্লা হয়ে দিরাই পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।
৩. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৪. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৫. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৬. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৮. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৯. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১০. বাংলাদেশের অন্যতম নদী বন্দরকে আধুনিকায়ন।
১১. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসাগুলো এমপিওভুক্ত হয়নি সেগুলোকে এমপিওভুক্ত করণ।
১২. উপজেলা সদরে একটি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।

www.pathagar.com

চুনারুঘাট (১০ ইউনিয়ন)

১. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
২ সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৩. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৪. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৭. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
৮. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
৯. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১০. বাংলাদেশের অন্যতম নদী বন্দরকে আধুনিকায়ন।
১১. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি সেগুলোকে এমপিওভুক্ত করণ।
১২. উপজেলা সদরে একটি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।

মাধবপুর (১১ ইউনিয়ন)

১. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
২ সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৩. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৪. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৭. উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ চালু করণ।
৮. স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
৯. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১০. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১১. মাধবপুর থেকে লাখাই পর্যন্ত নতুন একটি রাস্তা নির্মাণ।
১২. নওয়াপাড়া রেল স্টেশনের উন্নয়ন।
১৩. উপজেলা সদরে একটি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।

www.pathagar.com

সুনামগঞ্জ সদর (৭ ইউনিয়ন)

* সুনামগঞ্জ সদর উপজেলাবাসীদের প্রাণের দাবী জেলা সদরে নদীর উপর জরুরী ভিত্তিতে ব্রীজ নির্মাণ ও সুনামগঞ্জ জেলা সদরে একটি পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ।

১. সুনামগঞ্জ ডিগ্রি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর করণ।

২. জেলা সদর মহিলা কলেজকে সরকারী করণ।

৩. জেলা সদরে একটি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন।

৪. জেলা সদর হাসপাতালকে ২০০ আসনে উন্নীতকরণ। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।

৫. সদর উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।

৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ।

৭. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।

৮. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।

৯. সুনামগঞ্জ থেকে আমবাড়ী হয়ে শিল্প নগরী ছাতক পর্যন্ত ১৪ মাইল রাস্তা নির্মাণ। এই রাস্তা না থাকার কারণে সুনামগঞ্জ শহরবাসীকে অতিরিক্ত ৫০ মাইল ঘুরে গোবিন্দগঞ্জ হয়ে ছাতকে যাতায়াত করতে হয়।

১০. সুনামগঞ্জ সদর থেকে বিশ্বম্ভরপুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।

১১. সুনামগঞ্জ সদর থেকে তাহিরপুর পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ।

১২. উপজেলা সদরে একটি সরকারী হাঁসমুরগী ও মৎস্য খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

১৩. সুনামগঞ্জ জেলা সদরে হাওড় বোর্ডের সদর দপ্তর স্থাপন।

দক্ষিণ সুনামগঞ্জ (৮ ইউনিয়ন)

* জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ।

১. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা সদরে একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ।

২ সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।

৩. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।

৪. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।

৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।

৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।

৭. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।

www.pathagar.com

বিশ্বম্ভরপুর (৩ ইউনিয়ন)

১. বিশ্বম্ভরপুর উপজেলাবাসীদের প্রাণের দাবী বিশ্বম্ভরপুর থেকে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে রাস্তা নির্মাণ কাজ শেষ করণ।
২. বিশ্বম্ভরপুর থেকে তাহিরপুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।
৩. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৪. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৭. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৮. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৯. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১০. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১১. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি সেগুলোকে এমপিওভুক্ত করণ।

জামালগঞ্জ (৫ ইউনিয়ন)

* জরুরী ভিত্তিতে জামালগঞ্জ সদর সুরমা নদীর উপর একটি নতুন ব্রিজ নির্মাণ।
১. উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর।
২. উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
৩. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৪. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৫. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৬. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৮. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৯. উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ চালু করণ।
১০. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১১. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১২. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।

www.pathagar.com

জগন্নাথপুর (৯ ইউনিয়ন)

১. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
২. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৩. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৪. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৫. উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
৬. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৭. উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৮. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
৯. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১০. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১০. জগন্নাথপুর থেকে দিরাই পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ।
১২. রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপরে নতুন ব্রীজ নির্মাণ।
১৩. উপজেলা সদরে একটি সরকারী হাঁস-মুরগী ও মৎস্য খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

তাহিরপুর (৭ ইউনিয়ন)

* তাহিরপুরবাসীদের প্রাণের দাবী তাহিরপুর থেকে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে শেষ করণ।
১. তাহিরপুর উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর।
২. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৩. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৪. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৬. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৭. উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৮. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
৯. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।

www.pathagar.com

১০. উপজেলা সদরে সিমেন্ট কারখানা স্থাপন।
১১. তাহিরপুর থেকে মধ্য নগর হয়ে ধর্মপাশা পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ।
১২. তাহিরপুর, বাদাঘাট ও টেকেরঘাট সড়ক নির্মাণ।
১৩. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।
১৪. জরুরী ভিত্তিতে চুনাপাথর উত্তোলনের ব্যবস্থা করণ।

ধর্মপাশা (১০ ইউনিয়ন)

* ধর্মপাশা সদর উপজেলাবাসীদের প্রাণের দাবী ধর্মপাশা থেকে জামালগঞ্জ পর্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে নতুন রাস্তা নির্মাণ।

১. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
২. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৩. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৪. উপজেলা সদরকে পৌরসভায় রূপান্তর।
৫. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৬. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৮ উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৯ উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১০. জেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১১ উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১২ ধর্মপাশা থেকে মধ্য নগর পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ।
১৩ নদীবন্দর বাজার মধ্যনগরকে পূর্ণাঙ্গ উপজেলায় রূপান্তর।
১৪ উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি, সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।

দোয়ারাবাজার (৭ ইউনিয়ন)

১. দোয়ারাবাজার থেকে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।
২. দোয়ারাবাজার থেকে ছাতক পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।
৩. উপজেলা সদরে সুরমা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ।

www.pathagar.com

৪. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৫. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৬. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৭. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৮. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৯, উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
১০. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১১. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১২. উপজেলার যে সকল হাইস্কুল এবং দাখিল মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত হয়নি সেগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করণ।

দিরাই (৯ ইউনিয়ন)

১. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলা সদরে একটি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন।
২. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।
৩. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।
৪. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।
৫. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।
৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।
৭ উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।
৮ উপজেলা সদরে গ্যাস সরবরাহ চালু করণ।
৯. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।
১০. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।
১১. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।
১২ দিরাই থেকে শাল্লা-আজমিরীগঞ্জ হয়ে বানিয়াচং পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণ।

www.pathagar.com

শাল্লা (৪ ইউনিয়ন)

* শাল্লা উপজেলাবাসীর প্রাণের দাবী শাল্লা থেকে দিরাই পর্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে রাস্তা নির্মাণ করা।

১. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।

২. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।

৩. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।

৪. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।

৫. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।

৬ উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।

৭. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।

৮. শাল্লা থেকে দিরাই পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।

৯ শাল্লা থেকে আজমিরীগঞ্জ হয়ে বানিয়াচং পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।

ছাতক (১৩ ইউনিয়ন)

শিল্প নগরী ছাতক থেকে আমবাড়ী হয়ে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত ১৪ মাইল রাস্তা নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে শেষকরণ। এই রাস্তা নির্মাণ না থাকার কারণে ছাতক শহরবাসীকে অতিরিক্ত ৫০ মাইল ঘুরে গোবিন্দগঞ্জ হয়ে জেলা সদর সুনামগঞ্জ যাতায়াত করতে হয়।

১. উপজেলা সদর সুরমা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করণ।

২. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ আসনে উন্নীতকরণ ও সকল বিভাগে ডাক্তারদের উপস্থিতি। পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করণ।

৩. সরকারী নীতিমালা মোতাবেক উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ও একজন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ।

৪. উপজেলা সদরে সরকারী মহিলা কলেজ স্থাপন।

৫. উপজেলা সদর ডিগ্রি কলেজকে সরকারী করণ।

৬. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ।

৭. উপজেলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।

৮. উপজেলা সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম্বুলেন্স সার্ভিস চালু।

৯. উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি ফোনের ডায়ালিং সার্ভিস চালু।

১০. উপজেলা সদরের সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন।

১১. জরুরী ভিত্তিতে ছাতক পেপার মিলের উন্নতি সাধন।

১২. উপজেলা সদরে একটি সরকারী হাঁস-মুরগী ও মৎস্য খামার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

#

www.pathagar.com

সিলেট বিভাগের প্রবাসী শীর্ষ স্থানীয় কমিউনিটি নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রবাসী বন্ধুগণ, আপনারা সিলেট সফরকালে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে স্থানীয় একটি হোটেলে মতবিনিময় অনুষ্ঠান করতে পারেন। এতে যাদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন তারা হলেন–

১.	সিটি মেয়র	৭১৮১৩২
২.	সভাপতি, সিলেট প্রেসক্লাব	৭১৬১২৯
৩.	সভাপতি, সিলেট চেম্বার্স	৭১৪৪০৩
৪.	সভাপতি, সিলেট বার এসোসিয়েশন	৭১৩৪০১
৫.	সভাপতি, সিলেট আটাব	৭৬০৫৯৬
৬.	কবি রাগীব হোসেন চৌধুরী	৭১৯৮৪৭
৭.	হারুনুজ্জামান চৌধুরী	৭৬১৭৩১
৮.	ড. কবির চৌধুরী	
৯.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) জুবায়ের সিদ্দিকী	০১৭১৬৬৮৬১৪১
১০.	শাহীনুর পাশা চৌধুরী	৭১৪১৫৩
১১.	ডা. আব্দুল হাই মিনার	০১৭১১০১৫১০০
১২.	ডাঃ সায়েফ আহমদ	৭১৯০৪৫
১৩.	মিছবা উদ্দীন সিরাজ	০১৭১১৩৩১৪৫০
১৪.	নাসিম হোসাইন	৭১৪৩৮৭
১৫.	সেকিল চৌধুরী	৭১৯৯৯৯
১৬.	হিজকিল গুলজার	৭১৭৫৩৮

সাংবাদিকবৃন্দ

১৭.	আব্দুল মালিক চৌধুরী	৭১৪১৫৩
১৮.	মুক্তাবিস-উন্-নূর	০১৭১১৩৪৫৫৫২
১৯.	আফতাব চৌধুরী	৭৬০৬৪৪
২০.	ইকবাল সিদ্দিকী	০১৭১১০১২৭৬৭
২১.	আবদুল হামিদ মানিক	৮১৬২৪৫
২২.	বদরুদ্দোজা বদর	০১৭১১৯২২৫৮০
২৩.	আহমেদ নূর	০১৭১১৩৩৪৬৫১
২৪.	মুমতাজ আহমদ চৌধুরী	৭১০৮৬৮
২৫.	ফয়জুর রহমান	০১৭১১৪৪৫৩০০
২৬.	সেলিম আহমদ	৭১৮১৪৩
২৭.	হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী	৭১৩১৬৩
২৮.	মফিজুর রহমান চৌধুরী	০১৭১১১৪০২৬৭
২৯.	এনামূল হক জুবের	০১৭১১৮০৫৮৪৮
৩০.	আতাউর রহমান	০১৫২৪৯৪০০১৮

www.pathagar.com

বিঃদ্রঃ যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে আলোচনা করা যেতে পারে তা হল ঃ

* চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের মত সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে সকল বিমান অবতরণের ব্যবস্থা করণ ও বিশেষ করে যাত্রী প্রতি রয়্যালিটি চালু করলে সরকারে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে ।
* প্রবাসীদের যে সমস্ত সম্পত্তি দেশে রয়েছে তা যাতে কেউ আত্মসাৎ করতে না পারে তার জন্য কঠোর আইন তৈরী করণ ।
* প্রবাসীদের জন্য ভোটাধিকার সহ সংসদে ১০ টি আসন সংরক্ষণ ।
* সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা মহাসড়কে জরুরী ভিত্তিতে নির্মাণ হলে উত্তর বঙ্গের সাথে সিলেট বিভাগের সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে । ব্যবসা-বাণিজ্য পণ্যবাহী ট্রাক দ্রুত যাতায়াত করবে এতে অর্থনৈতিকভাবে বৃহত্তর সিলেটের জনগণ ও সরকার লাভবান হবে ।

#

www.pathagar.com

সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র নবগঠিত কমিটির সদস্যদের নাম ও ফোন

সালেহ চৌধুরী-সভাপতি (মৌলভীবাজার সদর)
ফোন ঃ ৭১৮-২০৫-৬৬৪৯ সেল ঃ ৭১৮-৯০২-৫০৩৬
এডভোকেট নাসির উদ্দীন- সহ-সভাপতি (লাখাই উপজেলা)
ফোন ঃ ২১২-৫২৯-৭৫২০ সেলঃ ৯১৭-৫৮৯-১৬৮৪
খলকু কামাল- সহ-সভাপতি (সিলেট সদর)
ফোন ঃ ৭১৮-৫১৮-০৫২৯
এম.এ. জলিল- সহ-সভাপতি (কুলাউড়া উপজেলা)
ফোন ঃ ৭১৮-৭৭৭-৮৬০৮
হাসান আলী- সহ-সভাপতি (নবীগঞ্জ উপজেলা)
ফোন ঃ ৭১৮-৬৫৩-৯১৬০ সেলঃ ৯১৭-৪৭০-৩৭২০
মাওঃ আজির উদ্দীন- সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ সদর)
ফোন ঃ ৭১৮-৮২৩-২৮৭২ সেলঃ ৯১৭-২৩৮-২৭৫৭
ফারুক চৌধুরী- সাধারণ সম্পাদক (কানাইঘাট উপজেলা)
ফোন ঃ ৭১৮-৮৯৮-০৫২৬ সেলঃ ৯১৭-৬২৭-৩৮৭৭
জাহাঙ্গীর আলম- যুগ্ম সম্পাদক (ধর্মপাশা উপজেলা)
ফোন ঃ ৭১৮-৫২৬-৩৩৯৯
আবুল ফজল লিটন- যুগ্ম সম্পাদক (বিয়ানীবাজার উপজেলা)
ফোন ঃ ৭১৮-৬৩৯-৯১৭৮ সেলঃ ৩৪৭-৭২৪-৭৪৬২
মোশাহিদ চৌধুরী- সাংগঠনিক সম্পাদক (দিরাই উপজেলা)
ফোন ঃ ৭১৮-৮২৩-৮৯৯১ সেলঃ ৯১৭-৯৬৮-৯০৫৯
আবু আহমদ সাঈদ- প্রচার সম্পাদক (কুলাউড়া উপজেলা)
সেলঃ ৯১৭-৭২৩-২৮৩৭
ইকবাল আনসারী- দপ্তর সম্পাদক (বানিয়াচং উপজেলা)
ফোন ঃ ৭১৮-৭২৬-২৭৫৯
প্রদীপ দাস- সমাজসেবা সম্পাদক (বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা)
ফোন ঃ ৭১৮-২৭৭-০৪৭৫
আব্দুস শহীদ দুদু মিয়া- অর্থ সম্পাদক (ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা)
ফোন ঃ ৭১৮-৭৭৭-৭৮৫২ সেলঃ ৬৪৬-২৮৩-০১৩০
অধ্যাপিকা খানম ফাহমিদা- মহিলা সম্পাদিকা (কুলাউড়া উপজেলা)
ফোন ঃ ৭১৮-৭২১-৫০১৫

www.pathagar.com

নুর উদ্দিন- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (কোম্পানীগঞ্জ)
ফোন ঃ ৭১৮-৮৬৩-৯৫৭৪
ডাঃ আব্দুল গফফার খসরু- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (জৈন্তা উপজেলা)
ফোন ঃ ৭১৮-২২০-৪৯৮১ সেলঃ ৯১৭-২৩৯-৪০৫৫
ফারুক আহমদ- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (গোয়াইনঘাট উপজেলা)
সেলঃ ৯১৭-৪৭৬-৮৯৭৯
মইনুল ইসলাম- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (গোলাপগঞ্জ উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৬২৬-৬৮৫৫ সেলঃ ৯১৭-৪৪৬-৫১৮৮
এডভোকেট রফিক আহমদ- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (দক্ষিণ সুরমা উপজেলা)
ফোনঃ ২১২-৫৯৯-৭২৯৯
সমশের আলী- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (বালাগঞ্জ উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৫০৫-৩৮৭০
মনির আহমদ- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (বিশ্বনাথ উপজেলা)
সেলঃ ৯১৭-৮৬৩-৩৮২৪
জোহায়ের চৌধুরী- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (ওসমানীনগর উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৯৩২-৪৮৮৭
মাসহুদ ইকবাল- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (শ্রীমঙ্গল উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৮২২-৭১৪৭
রহমান ফরিদ- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (কমলগঞ্জ উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৪৭৮-১৯২০
আব্দুল করিম বাবুল- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (বড়লেখা উপজেলা)
সেলঃ ৯১৭-৪৫৯-৮৭২১
মোজাহিদ আনসারী- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (আজমিরিগঞ্জ উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-২১৩-৩৯৩৫
আবু তাহের- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (বাহুবল উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৪৭৬-০৩৬৬
রেজাউর রহমান চৌধুরী- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (চুনারুঘাট উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৩৬১-১৭৫৩
গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী এমরান- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (মাধবপুর উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-২৯৬-০৭৮১ সেলঃ ৬৪৬-৩৩৪-৮৮২৯
তপন চৌধুরী- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (ছাতক উপজেলা)
ফোনঃ ৩৪৭-৭২৪-৩৮৬৪
অধ্যাপক আব্দুল আউয়াল- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (দোয়ারাবাজার উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৮৮১-০৬৩১

www.pathagar.com

ইউনুস আলী- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (জগন্নাথপুর উপজেলা)
ফোনঃ ৩৪৭-৬৮৩-০২৮১
সেলিম উল্লা - নির্বাহী পরিষদ সদস্য (জামালগঞ্জ উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৫২৬-০১৬১
সুয়েব আহমদ- নির্বাহী পরিষদ সদস্য (তাহিরপুর উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৬৪৭-২৫৩১
জিল্লুর রহমান জিলু- প্রধান উপদেষ্টা (বিয়ানীবাজার উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৫৯২-৬১৫১ সেলঃ ৩৪৭-৪৮৯-৬১৫১
শরীফ আহমদ লস্কর- উপদেষ্টা, সিলেট জেলা (জকিগঞ্জ উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৪৩৩-৪২৫৫ সেলঃ ৯১৭-৫৬৭-৭১৯৪
অধ্যাপক মোহাম্মদ মুয়ীব- উপদেষ্টা, মৌলভীবাজার জেলা (রাজনগর উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৭২১-৫০১৫
অধ্যক্ষ ফজলুল হক- উপদেষ্টা, হবিগঞ্জ জেলা (হবিগঞ্জ সদর উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৫৯১-৮৬৭৭
ইঞ্জিঃ আব্দুল হেকিম লাল মিয়া- উপদেষ্টা, সুনামগঞ্জ জেলা (শাল্লা উপজেলা)
ফোনঃ ৭১৮-৭৪৫-৭৮৮৯ সেলঃ ৯১৭-৬০৪-১৬০০

#

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর সিলেটের সংগঠন, সংবাদপত্র ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের টেলিফোন

মোহাম্মদ ছহুল হোসাইন
নির্বাচন কমিশনার-১
ফোন ঃ ৮১১৫৬৩১, ৯১১৪৮৪২
সৈয়দ আতাউর রহমান
সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৪৭০০, ৮৬৫২৮৭৩
আসফাক হামিদ
সচিব
ফোন ঃ ৭১৬২১৪১, ৯১৩৭৬৫৩
এহসানুল ফাত্তাহ
সচিব
ফোন ঃ ৯১১৬৪৯৪
শাহ আলম
সচিব
ফোন ঃ
এম. সাইফুর রহমান
সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী
ফোন ঃ ৯৮৮৮৬৬৬, ৮৮২২৩০০

নিউইয়র্কের সংবাদপত্র

সাপ্তাহিক ঠিকানা
ফোন ঃ ৭১৮-৪৭২-০৭০০
ফ্যাক্সঃ ৭১৮-৩৬১-৫৩৫৬
সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
ফোন ঃ ৭১৮-৪৮২-১১৬৪
ফ্যাক্স ঃ ৭১৮-৪৮২-৯৯৩৫

লন্ডনের সংবাদপত্র

সাপ্তাহিক সুরমা
ফোন ঃ ০২০৭-৩৭৭৯৭৮৭
ফ্যাক্স ঃ ০৯০৬৫৫৩২০২৯
সাপ্তাহিক নতুন দিন
ফোন ঃ ০২০৭-২৪৭৬২৮০
ফ্যাক্স ঃ ০২০৭-২৪৭০৭৮৯
সাপ্তাহিক জনমত
ফোন ঃ ০২০-৭৩৭৭-৬০৩২
ফ্যাক্স ঃ ০২০-৭২৪৭-০১৪১
সাপ্তাহিক পত্রিকা
ফোনঃ ০২০৭-৪২৩-৯২৭০
ফ্যাক্স ঃ ০২০৭-৪২৩-৯১২২
সাপ্তাহিক ইউরো বাংলা
ফোন ঃ ০২০-৭৩৭৭-০৩১১
ফ্যাক্স ঃ ০২০-৭৩৭৭-০২৭৫
সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট
ফোনঃ ০২০৭-৭২৯৫২৯৫
ফ্যাক্স ঃ ০৫৬০১১৪০৬৫১
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
ফোন ঃ ০২০৭-৩৭৭৫০০৪
ফ্যাক্স ঃ ০২০৭-৪২২০০০৬

সিলেটের সংবাদপত্র

দৈনিক সিলেটের ডাক
ফোন ঃ ৭১৪৬৩৪, ফ্যাক্সঃ ৭১৫৩০০
দৈনিক জালালাবাদ
ফোন ঃ ৭১৩১৬৩, ফ্যাক্স ঃ ৭২৫৫৩৭
দৈনিক শ্যামল সিলেট
ফোন ঃ ৭১০৮৬৮, ফ্যাক্স ঃ ৭২৪৩০৭
দৈনিক মানব জমিন, ঢাকা
সম্পাদক
মতিউর রহমান চৌধুরী
ফোন ঃ ৮৬৬১১৬৩০
ফ্যাক্স ঃ ৮৬১৮১৩০

ঢাকার শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক

হাসান শাহরিয়ার
ফোন ঃ ৮৩১৫৬১৭
ফ্যাক্স ঃ ৭১২২৬৫১
মোখলেছুর রহমান চৌধুরী
ফোন ঃ ৯৩৫৭২৩৪, ০১৭১-৪৫৫৪৫৬

www.pathagar.com

জগলুল এ চৌধুরী
ফোন ঃ ৯৩৩৯৫১১১
মেয়র, সিলেট সিটি কর্পোরেশন
ফোনঃ ৭১৮১৩২
সিলেট প্রেসক্লাব, ফোন ঃ ৭১৬১২৯
সিলেট চেম্বার, ফোন ঃ ৭১৪৪০৩
সিলেট বার এসো. ফোনঃ ৭১৩৪০১

সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা
সভাপতি-আলহাজ্ব রাগীব আলী
ফোন ঃ ০২-৯৮৮০৫৯৪
সম্পাদক-ওয়েছুর রহমান চৌধুরী
ফোনঃ ০২-৯৩৬১৬০৭

জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ঢাকা
সভাপতি-দিলাওয়ার রানা
ফোন ঃ ৮৩৫৫৩৫৬

জালালাবাদ এসোসিয়েশন-নিউইয়র্ক
সভাপতি-কামাল আহমদ
ফোন ঃ ৯১৭-৫৯৫-৯৮১২
সম্পাদক-আতাউর রহমান সেলিম
ফোন ঃ ৯১৭-২৯৪-০৭৯০

সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ, নিউইয়র্ক
সভাপতি-সালেহ চৌধুরী
ফোন ঃ ৭১৮-২০৫-৬৬৪৯
সম্পাদক, ফারুক চৌধুরী
ফোন ঃ ৭১৮-৮৯৮-০৫২৬

জালালাবাদ এসোসিয়েশন মিশিগান
সভাপতি-আব্দুল খালিক চৌধুরী
ফোন ঃ ২৪৮-৫৮৫-৪৮৬৫
সম্পাদক-জাবেদ আহসান চৌধুরী
ফোন ঃ ৫৮৬-৮২৩-৬৩৮৪

জালালাবাদ এসোঃ ক্যালিফোর্নিয়া
সভাপতি-আহমদ কবীর
ফোন ঃ ৮১৮-৪৪৮-১৩৯৮
সম্পাদক-শাহ নজরুল
ফোন ঃ ৩২৩-৮১৯-৩৩৪২

জালালাবাদ এসোঃ জর্জিয়া
সভাপতি-ডাঃ সালামত হোসেন
ফোন ঃ ৭৭০-৬১৭-৫১৮৯
সম্পাদক-নোমান আরবী
ফোন ঃ ৪০৪-৪৫১-৮০৪২

সিলেট ডিভিশন ইন-কুইবেক
সভাপতি-মাহমুদ মিয়া
ফোনঃ ৫১৪-২৭২-৮১৭৪
সম্পাদক-অপু ধর
ফোনঃ ৫১৪-৭৩১-৩৯১৮

টরেন্টোর বিশিষ্ট ব্যক্তি
বেলায়েত হোসেন রিপন
ফোনঃ ৪১৬-২৬৪-৮৩৯২
রেজাউর রহমান
ফোন ঃ ৯০৫-২৭৩-৪৫৪৩

গ্রেটার সিলেট ডেভেলাপমেন্ট ইউ-কে
চেয়ারম্যান-মনছব আলী জেপি
ফোন ঃ ০৭৯৬৬৪২৬৯০৭
সম্পাদক-ব্যারিষ্টার আতাউর রহমান
ফোন ঃ ২০৭-৭০২-৮১২০

গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ফ্রান্স
সভাপতি-হাবিবুর রহমান
ফোন ঃ ৩৩-১৪০-১০২১৭৬
সাধারণ সম্পাদক-নুরুল আবেদীন
ফোন ঃ ৩৩১৪৮৫০৭২৫১

জালালাবাদ কল্যাণ সংঘ-রোম
সভাপতি-নজমূল ইসলাম
ফোন ঃ ৩২৮৪৯১৫১৯১
সহ-সভাপতি-নুরুল কালাম হেলাল
ফোনঃ ৩৯০৬৮৮০২১৮১
সম্পাদক-জামিল
ফোন ঃ ৩২৮৮০৮২৩০৮

বৃহত্তর জালালাবাদ এসো. সুইডেন
সভাপতি-আব্দুল বাছিত চৌধুরী
ফোন ঃ ৪৬৮-৬৩২০৮২৫
সম্পাদক-ইনাম এজাজুল হক বাবলা
ফোন ঃ ৪৬৮-৬৪৫৫৬৩১

নেদারল্যান্ড
কমিউনিটি লিডার–কাজি মানিক উদ্দিন
ফোন ঃ ৩১-২০৬৬৪৭৫৭৩

www.pathagar.com

জার্মানের বিশিষ্ট ব্যক্তি
সাব্বির আহমদ
ফোন ঃ ৪৯৬৯৫৪৮৮১৬৯
লাবলু লস্কর
ফোন ঃ ৪৯০১৭৭৮৪৮৫৭৬৮
স্পেন- বিশিষ্ট ব্যক্তি
আব্দুল মালেক
ফোন ঃ ৩৪৯১৪৬৩৫৪৯৩
আব্দুল কাইয়ুম পংকি
ফোন ঃ ৩৪৯১৫৭১৬৪৪৮
বেলজিয়াম-বিশিষ্ট ব্যক্তি
সিদ্দিকুর রহমান
ফোন ঃ ৩২২৭৩৬৫০২২
তারিন আহমদ
ফোনঃ ৩২২৭৩২৩২৬৯
জালালাবাদ এসো. অস্ট্রেলিয়া
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি-নেওর খান
ফোন ঃ ৬১২-৯২৬৪১১৭৩
সম্পাদক-নুরুল গণি
ফোন ঃ ৬১২-৯৭৫৮১৫৬৭
জালালাবাদ এসো. রিয়াদ
সভাপতি-কাপ্তান হোসেন
ফোন ঃ ৯৬৬১৪০৪২৬৮৭
সম্পাদক-আব্দুর রহমান চৌধুরী
ফোন ঃ ৯৬৬৬১৪০৩০৯৪৭
বৃহত্তর সিলেট সমিতি, জেদ্দা
সভাপতি-আব্দুল কুদ্দুছ
ফোন ঃ ৯৬৬৫০১৯৯৩৩৫২
সম্পাদক-মাসুদুর রহমান
ফোন ঃ ৯৬৬২-৬৮০৭৬৬৯
সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ-দুবাই
সভাপতি-ফখরুল ইসলাম
ফোন ঃ ৯৭১৪-২৭২৪২৬৬
সম্পাদক-হাবিবুর রহমান
ফোন ঃ ৯৭১০৫০৭৮৫৭২১১
জালালাবাদ সমাজ কল্যাণ-কুয়েত
সভাপতি-মুবিন চৌধুরী
ফোন ঃ ৯৬৫-৯৩৯৯৮১৫
সম্পাদক-সাদিউল এস ইকবাল
ফোন ঃ ৯৬৫-৯০৭৬৩৮৪
জালালাবাদ এসোঃ-বাহরাইন
সভাপতি-কয়েস আহমদ
ফোনঃ ৯৭৩-৩৯৮৩৯৫৯৪
সম্পাদক-খলিলুর রহমান
ফোন ঃ ৯৭৩৩৯২০৫৬২৪
ওমানের বিশিষ্ট ব্যক্তি
আব্দুল বাছিত
ফোন ঃ ৯৬৮৯০৮৮১৭৯
ওসিক মিয়া
ফোনঃ ৯৬৮৯৬৭১৪৪৮
কাতারের বিশিষ্ট ব্যক্তি
আলহাজ্ব আব্দুস সাত্তার
ফোনঃ ৯৭৪-৫৬৭৬৩৫৮
ফয়েজ আহমদ
ফোনঃ ৯৭৪-৪৮৮৩৫৭৩
জাপানের বিশিষ্ট ব্যক্তি
ইফতেখার হোসেন মাক্কু
ফোন ঃ ৮১৩৩৭২৪১৪৯৫

তথ্য সংগ্রহে ঃ খলকু কামাল, লেখক, গবেষক ও সমাজসেবক, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
ফোন ঃ ৭১৮-৫১৮-০৫২৯, সিলেটঃ ৮৮০-৮২১-৭১৭১৯৮, ১লা জুন, ২০০৮

www.pathagar.com

নিউইয়র্কস্থ বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন সংগঠন ও উপজেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ও ফোন নাম্বার

জালালাবাদ এসোসিয়েশন
সভাপতি, কামাল আহমদ
ফোন ঃ ৯১৭-৫৯৫-৯৮১২
সম্পাদকঃ আতাউর রহমান সেলিম
ফোন ঃ ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ
সভাপতি ঃ চৌধুরী সালেহ
ফোনঃ ৭১৮-২০৫-৬৬৪৯
ফারুক আহমদ চৌধুরী
ফোন ঃ ৭১৮-৮৯৮-০৫২৬

বৃহত্তর সিলেট গণদাবী পরিষদ
সভাপতি ঃ আব্দুর রহিম বাদশা
ফোন ঃ ৯১৭-২৫১-৫৯২৯
সম্পাদক ঃ হাজী আব্দুস শহীদ দুদু
ফোন ঃ ৯১৭-৭৮৬-৬৯২০

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন
সভাপতি ঃ আব্দুল মোছাব্বির
ফোন ঃ ২১২-৫৯৮-৪৪৪০
সম্পাদক ঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ফোন ঃ ৭১৮-৫০২-৪৮৬১

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন
সভাপতি ঃ ইয়ামিন চৌধুরী
ফোন ঃ ৭১৮-৩০৮-৭১৩২
সম্পাদক ঃ জুয়েল চৌধুরী
ফোন ঃ ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

বিয়ানীবাজার সামাজিক সাংস্কৃতিক সমিতি
সভাপতি ঃ বদরুল হোসেন খান
ফোন ঃ ৯১৭-৩৯২-৫৪৫৫
সম্পাদক ঃ আহমদ এ হাকিম
ফোন ঃ ৭১৮-৪৮৫-০১৬৯

হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি
সভাপতি ঃ রমিজ উদ্দীন খান
ফোন ঃ ৬৪৬-২৮৮-৭০০৬
সম্পাদক ঃ মিজানুর রহমান শেফাজ চৌঃ
ফোন ঃ ৯১৭-৬২২-৭৭৭৬

হবিগঞ্জ জেলা সমিতি
সভাপতি ঃ সাব্বির কাজী আহমদ
ফোন ঃ ৯১৭-৫৪২-১৭১৬
সম্পাদক ঃ আক্তারুজ্জামান
ফোন ঃ ৯১৭-৬০৯-৫৬২৪

সুনামগঞ্জ জেলা সমাজকল্যাণ সমিতি
সভাপতি ঃ আব্দুস শহিদ
ফোন ঃ ৬৪৬-৪০৪-৭৯৫৫
সম্পাদক ঃ আব্দুল মনাফ
ফোন ঃ ৯১৭-৩৭৮-০১৩৩

সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি
সভাপতি ঃ বশির আহমদ
ফোন ঃ ৩৪৭-২৫১-৯১৯৭
সম্পাদক ঃ যোশেফ চৌধুরী
ফোন ঃ ৭১৮-২০৪-১১৬৪

মৌলভীবাজার জেলা ক্রীড়া সংস্থা
সভাপতি ঃ তজমূল হোসেন
ফোন ঃ ৯১৭-৭৪৩-৮৪৩১
সম্পাদক ঃ ওবায়দুল হক শিবলু
ফোন ঃ ৭১৮-৪৭২-৫২৫২

কুলাউড়া এসোসিয়েশন
সভাপতি ঃ আবুল কালাম
ফোন ঃ ৭১৮-৭২৮-২২৯২
সম্পাদকঃ সিরাজ উদ্দীন আহমদ
ফোন ঃ ৯১৭-৩৪৮-৯৬২৪

গোলাপগঞ্জ সমিতি
সভাপতি ঃ হাজী আব্দুর রহমান
ফোন ঃ ৯১৭-৩৫৩-০১২৭
সম্পাদক ঃ তাজ উদ্দিন
ফোন ঃ ৯৭৩-৭২০-১৫৮২

www.pathagar.com

গোলাপগঞ্জ সোসাইটি
সভাপতিঃ সোহাগ উদ্দিন সাদ
ফোন ঃ ৩৪৭-৫৮৩-৩৮৬৮
সম্পাদকঃ তুহিন চৌধুরী
ফোন ঃ ৭১৮-৭৩৬-৪৫৯৯
নবীগঞ্জ উপজেলা কল্যাণ সমিতি
সভাপতিঃ এড. আবিদুর রহমান চৌধুরী
ফোন ঃ ৩৪৭-৪১৮-৮৫৬২
সম্পাদকঃ আবু সুফিয়ান
ফোন ঃ ৭১৮-৫৭০-১৭৬৫
যুক্তরাষ্ট্র বড়লেখা-জুড়ী সামাজিক সমিতি
সভাপতিঃ নুরুল ইসলাম
ফোন ঃ ৯১৭-৮৩৪-৫৩১০
সম্পাদকঃ আজম হোসেন
ফোন ঃ ৭১৮-৪৯০-১৮১২
ফেঞ্চুগঞ্জ কল্যাণ সমিতি
সভাপতিঃ আব্দুল রৌফ মশরু
ফোন ঃ ৯১৭-৮৫৯-৭২৪৫
সম্পাদকঃ মাহবুব আলম মবু
ফোন ঃ ৯১৭-৬৪২-৬৯৮৫
ফেঞ্চুগঞ্জ সমিতি
সভাপতিঃ রেজাউল করিম সেলিম
ফোন ঃ ৯১৭-৩৭৮-৯২৬৪
সম্পাদকঃ রেহানুজ্জামান
ফোন ঃ ৭১৮-৯০৪-০০৮২
প্রবাসী বিশ্বনাথ সমিতি
সভাপতিঃ ইফতেখার সিরাজ
ফোন ঃ ৯১৭-৭৫৪-৩২৬৬
সম্পাদকঃ সেবুল খান মাহবুব
ফোন ঃ ৯১৭-৬০৭-৮৭০৬
প্রবাসী ছাতক সমিতি
সভাপতিঃ জিল্লুল হক
ফোন ঃ ৭১৮-২৯৬-৮৩৩৮
সম্পাদকঃ জোসেফ চৌধুরী
ফোন ঃ ৭১৮-২০৪-১১৬৪
জকিগঞ্জ সোসাইটি
সভাপতিঃ সাব্বির আহমদ
ফোন ঃ ৯১৭-৯১৬-৫৩৩৯
সম্পাদকঃ মইজ উদ্দিন আহমদ
ফোন ঃ ৭১৮-২৩১-৪৮১২

শাহজালাল স্মৃতি পরিষদ ও সিলেট মহানগর সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন পরিষদ
সভাপতিঃ ফখরুল ইসলাম খান
ফোন ঃ ৭১৮-৫২৩-০৫০৭
সম্পাদকঃ শামসুল আলম
ফোন ঃ ৭১৮-২০৬-১৮৫৬
বালাগঞ্জ উপজেলা
শমসের আলী
ফোন ঃ ৯১৭-৩৭৯-৩৩৬২
মাহমুদ মিয়া
ফোন ঃ ৭১৮-২৯১-৮৬৭০
ওসমানীনগর উপজেলা
এম. এ. সালাম
ফোন ঃ ৯৭৩-৬৮৪-৪৭২৬
ডাঃ জুন্নুন চৌধুরী
ফোন ঃ ৬৪৬-২৮৮-৮৩২৯
দক্ষিণ সুরমা উপজেলা
মাহবুবুর রহমান
ফোন ঃ ৭১৮-৪৮২-১১৬৯
কাদির বখত
ফোন ঃ ৭১৮-৭২৮-৭৯২০
ফকির ইলিয়াস
ফোন ঃ ৭১৮-২৭৮-০০৯৩
কানাইঘাট উপজেলা
মাওলানা আব্দুল কাদির
ফোন ঃ ৭১৮-২০৪-৫৫৮৫
অধ্যাপক আফাজ উদ্দিন
ফোন ঃ ৭১৮-৫৯৭-৬৮৯১
জৈন্তাপুর উপজেলা
ডাঃ আব্দুল গফফার খসরু
ফোন ঃ ৯১৭-৫৬০-৩২৭৮
গোয়াইনঘাট উপজেলা
ফারুক আহমদ
ফোন ঃ ৬৪৬-৭৬৩-৭১২৪
কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা
নুরু উদ্দিন
ফোন ঃ ৬৪৬-৩৮৭-৬৮৪২

www.pathagar.com

রাজনগর উপজেলা
ইঞ্জিনিয়ার ফরাসত আলী
ফোন ঃ ৭১৮-৯০৪-৭৭০৮
অধ্যাপক মোহাম্মদ মুয়িব
ফোন ঃ ৭১৮-৭২১-৫০১৫
নুরে আলম গেদু
ফোন ঃ ৭১৮-৮২৩-২৯৯৮
কুলাউড়া উপজেলা
সাঈদ-উর-রব
ফোন ঃ ৭১৮-৪৭২-০৭০০
এম. এ. কাইয়ুম
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩
এম. এ. জলিল
ফোন ঃ ৭১৮-৬৩৯-২৬৩০
শ্রীমঙ্গল উপজেলা
ইকবাল মাসহুদ
ফোন ঃ ৭১৮-৮২২-৭১৪৭
পিনাকী
ফোন ঃ ৭১৮-৭৭৭-৭১৭৪
কমলগঞ্জ উপজেলা
রহমান ফরিদ
ফোন ঃ ৭১৮-৪৭৮-১৯২০
নবীন কুমার দত্ত
ফোন ঃ ৭১৮-৭২৯-৪৫২৬
মাধবপুর উপজেলা
ড. আশরাফ
ফোন ঃ ৫১৬-৭৪১-০০২৩
বাহুবল উপজেলা
আবু তাহের
ফোন ঃ ৯১৭-৪৭৬-০৩৬৬
বানিয়াচং উপজেলা
মাওলানা সাজ্জাদুর রহমান
ফোন ঃ ৯১৭-৯০৭-১৪৬১
ইকবাল আনসারী
ফোন ঃ ৯১৭-৫১৭-৬৭৪৪
চুনারুঘাট উপজেলা
রেজাউর রহমান চৌধুরী
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-১৭৫৩
আজমিরিগঞ্জ উপজেলা
মুজাহিদ আনসারী
ফোন ঃ ৭১৮-২১৩-৩৯৩৫
লাখাই থানা
এডভোকেট নাছির উদ্দিন
ফোন ঃ ২১২-৫২৯-৭৫২০
জগন্নাথপুর উপজেলা
রফিকুল বারী চৌধুরী
ফোন ঃ ৭১৮-৫৪৫-৭০৭৬
আব্দুস সহিদ
ফোন ঃ ৭১৮-৮৯২-১৭৬৮
দিরাই উপজেলা
তোফায়েল আহমদ চৌধুরী
ফোন ঃ ৯১৭-৬৭৮-০৩১৩
মোশাহিদ চৌধুরী
ফোন ঃ ৭১৮-৮২৩-৮৯৯১
ধর্মপাশা উপজেলা
তৌফিক পাঠান
ফোন ঃ ৯১৭-৪৩৪-৮৩৬১
জাহাঙ্গীর আলম
ফোন ঃ ৫১৬-৩১৫-৩৬৭১
শাল্লা উপজেলা
ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল হেকিম
ফোন ঃ ৭১৮-৭৪৫-৭৮৮৯
জামালগঞ্জ উপজেলা
মোঃ এস. উল্লাহ
ফোন ঃ ৭১৮-৫২৬-০১১৬
তাহিরপুর উপজেলা
সোয়েব আহমদ
ফোন ঃ ৭১৮-৩৪৮-৯৭৪৪
আরশাদ মিয়া
ফোন ঃ ৭১৮-৬৪৭-২৫৩১
দোয়ারাবাজার উপজেলা
অধ্যাপক আউয়াল
ফোন ঃ ৭১৮-৮৮১-০৬৩১
বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা
প্রদীপ দাস
ফোন ঃ ৭১৮-২৭৭-০৪৭৫
বাংলাদেশ দুর্নীতি ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ মঞ্চ
মাহবুবুর রহমান চৌধুরী
ফোন ঃ ৭১৮-২৯৬-৪৬১৮

www.pathagar.com

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশী বৃহত্তর সংগঠনগুলোর নাম ও ফোন নাম্বার

বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক

মুজিব-উর-রহমান

সভাপতি

ফোন ঃ ৯১৭-৮০৪-৭১৫৮

ফখরুল আলম

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৬৪৬-৬৪৫-৫৫২২

জালালাবাদ এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক

আজমল হুসেন কুনু, সভাপতি

ফোন ঃ ৭১৮-৭৩৮-০৩৩৭

মিছবা মজিদ

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৯১৭-৯১৫-৭৮৪৫

বৃহত্তর সিলেট গণদাবী পরিষদ

চৌধুরী সালেহ

সভাপতি

ফোন ঃ ৭১৮-২০৫-৬৬৪৯

মিসবাহ আহমদ

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৭১৮-২৯৭-৪০৬৪

হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি

এডভোকেট নাসির উদ্দিন

সভাপতি

ফোন ঃ ২১২-৫২৯-৭৫২০

নাজমুল আহসান কোবাদ

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৭১৮-৯৩২-৬৬৪৪

www.pathagar.com

বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি

বোরহান উদ্দিন কফিল

সভাপতি

ফোন ঃ ৭১৮-৬৪৭-৮৩১৪

মিছবা আহমদ

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৭১৮-২৯৭-৪০৬৪

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন

খোকন মির্জা

সভাপতি

ফোন ঃ ৭১৮-৫৪৫-৯৬৭০

তোফায়েল আহমদ চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৭১৮-৯৫৬-৯১২৮

বৃহত্তর নোয়াখালী কল্যাণ সমিতি

মফিজুর রহমান

সভাপতি

ফোন ঃ ৭১৮-৭৮১-৩৫০৫

নূর নবী আমিন

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৩৪৭-২১৮-৮৭৪৭

সন্দ্বীপ এসোসিয়েশন অব উত্তর আমেরিকা

মোঃ জিয়া উদ্দিন

সভাপতি

ফোন ঃ ৭১৮-৭০৩-১০৩০

শফিকুল আলম

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৭১৮-৪৩৫-০৩৭৯

www.pathagar.com

ঢাকা সোসাইটি

কাজী আজাহারুল হক মিলন

সভাপতি

ফোন ঃ ৭১৮-৩৯৭-০০১৮

সফিক উদ্দিন খান শাহান

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৭১৮-২৭৮-৬৯৬৮

চট্টগ্রাম সমিতি, উত্তর আমেরিকা

এ.কে.এম ওয়াহিদি

সভাপতি

ফোন ঃ ৬১৭-৩৫৯-৮০১৮

মনির আহমেদ

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৭১৮-২০৪-৫৩১২

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন

মোস্তফা হোসাইন মুকুল

সভাপতি

ফোন ঃ ৭১৮-৭৭৭-৭১৩৫

হারুন রশিদ ভুইয়া

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৩৪৭-৬৭২-৫৩১২

বৃহত্তর কুমিল্লা এসোসিয়েশন

এমদাদুল হক কামাল

সভাপতি

ফোন ঃ ৯১৭-৫৫৯-৮২৫৯

হারুন রশিদ ভুইয়া

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৩৪৭-৬৭২-৫৩১২

www.pathagar.com

বৃহত্তর রংপুর জনকল্যাণ সমিতি

মাহবুব আলী বুলু

সভাপতি

ফোন ঃ ৭১৮-৪৩৬-৯০৪২

নুর ইসলাম বর্ষণ

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৭১৮-৪৫৭-০৩৪১

বৃহত্তর বরিশাল কল্যাণ সমিতি

জামান আহমেদ

সভাপতি

ফোন ঃ ৭১৮-৪৫৭-৩৭৭৭

রফিকুল ইসলাম জিয়া

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৭১৮-৭২১-৪৩৫৭

বৃহত্তর খুলনা সোসাইটি

মোসাদ্দেক আহমেদ

সভাপতি

ফোন ঃ ৭১৮-৬২৬-১২১১

সাব্বির আহমদ

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৭১৮-৪২৯-৩৩০১

পাবনা সিরাজগঞ্জ ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন

ডাঃ মিয়া মানিকী

সভাপতি

ফোন ঃ ৭১৮-৮৫৩-৩৯৬৯

আবুল মাহমুদ

সাধারণ সম্পাদক

ফোন ঃ ৯১৭-৯৫১-০৮৪২

#

www.pathagar.com

সিলেট বিভাগের সম্মানিত সাংসদ ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের ফোন নাম্বার

সাংসদবৃন্দ

আবুল মাল আব্দুল মুহিত
অর্থমন্ত্রী
ফোন ঃ ৭১৬৪৪৪৪, ৮৮২৭৫৭৭

নুরুল ইসলাম নাহিদ
শিক্ষামন্ত্রী
ফোন ঃ ৭১৬১৩৯৫, ৯৩৫৪০০৭

এনামূল হক মোস্তফা শহীদ
সমাজকল্যাণ মন্ত্রী
ফোন ঃ ৭১৬৯৭৬৬, ৯৩৩৩৭০০

উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ
চীফ হুইপ
ফোন ঃ ০১৭১১৮০৯৬৯৬

শফিকুর রহমান চৌধুরী
এমপি
ফোন ঃ ০১৭৪৬১৯৫২৯২

মাহমুদ-উস-সামাদ চৌধুরী
এমপি
ফোন ঃ ০১৭১৩০৬০৭১৫

ইমরান আহমদ
এমপি
ফোন ঃ ০১৭১১৩২৭৬৮৯

হাফিজ আহমদ মজুমদার
এমপি
ফোন ঃ ০১৭১১৫৯১২৭৭

সৈয়দ মহসীন আলী
এমপি
ফোন ঃ ০১৭১১৪৩৭৬৭৪

শাহাবুদ্দিন
এমপি
ফোন ঃ ০১৭১৫৩৪২২৭৭

নবাব আলী আব্বাস খান
এমপি
ফোন ঃ ০১৭১৫০১২৭৯৫

এডভোকেট মোঃ আবু জাহির
এমপি
ফোন ঃ ০১৭১১৮৩৫৮০৩

আলহাজ্ব দেওয়ান ফরিদ গাজী
এমপি
ফোন ঃ ০১৭১৩০১৯০৩১

এডভোকেট আব্দুল মজিদ খান
এমপি
ফোন ঃ ০১৭১২১৬৪৪২৪

বেগম মমতাজ ইকবাল
এমপি
ফোন ঃ ০৮৭১৫৫৫৫৫

সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত
এমপি
ফোন ঃ ০১৮১৯২২১৬৯১

এম. এ. মান্নান
এমপি
ফোন ঃ ০১৭১৫০৩৯৩০৭

মুহিবুর রহমান মানিক
এমপি
ফোন ঃ ০১৯১৪৩৬৬৯৮০

মোয়াজ্জেম হোসেন রতন
এমপি
ফোন ঃ ০১৭১৫০২০৮৩৩

তৌফিক এলাহী চৌধুরী
প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা
ফোন ঃ ৯৫৭০০৫১

উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দ

আশফাক আহমদ
সিলেট সদর
ফোন ঃ ০১৭১১৩৫১৩৮৪

www.pathagar.com

মাওলানা লোকমান আহমদ
দক্ষিণ সুরমা
ফোন ঃ ০১৭১৩৩০১০১৫
সাইফুল্লাহ আল হোসাইন
ফেঞ্চুগঞ্জ
ফোন ঃ ০১৭১১৯২১২৪০
আব্দুল হাকিম চৌধুরী
গোয়াইনঘাট
ফোন ঃ ০১৭১৬৮৮২৮৪৬
আশিক উদ্দিন চৌধুরী
কানাইঘাট
ফোন ঃ ০১৭১১৩৮৫৪৩৫
মোস্তাকুর রহমান মফুর
বালাগঞ্জ
ফোন ঃ ০১৭১৭১২৯৮৫৭
সাব্বির আহমদ
জকিগঞ্জ
ফোন ঃ ০১৭১৫৮৭৪৩৫৪
আব্দুল খালিক মায়ন
বিয়ানীবাজার
ফোন ঃ ০১৭১১৯৪০৭০২
ইকবাল আহমদ চৌধুরী
গোলাপগঞ্জ
ফোন ঃ ০১৭১১৮১২২৮৭
মুহিবুর রহমান
বিশ্বনাথ
ফোন ঃ ০১৭১৩৩০০১২৭
এম. তৈয়বুর রহমান
কোম্পানীগঞ্জ
ফোন ঃ ০১৭১১১৮২৯৯৪
আব্দুল মুছাব্বির
মৌলভীবাজার সদর
ফোন ঃ ০১৭১২২৩৩৪৪৮
আব্দুল মতিন
কুলাউড়া
ফোন ঃ ০১৭১৬৬৮৭০০৬

এডভোকেট রনধীর কুমার দেব
শ্রীমঙ্গল
ফোন ঃ ০১৭১৮৪০০৮১০
সিরাজ উদ্দিন
বড়লেখা
ফোন ঃ ০১৭১৬১১৯৬৩২
আব্দুল মুমিত আসুক
জুড়ী
ফোন ঃ ০১৭১১০৪২৯১৮
আলহাজ্ব মিছবাহুদ্দোজা
রাজনগর
ফোন ঃ ০১৭১১০৫২৬৮২
হাজী শামীম আহমদ চৌধুরী
কমলগঞ্জ
ফোন ঃ ০১৭১১৫২৬০৪৫
সৈয়দ আহমদুল হক
হবিগঞ্জ সদর
ফোন ঃ ০১৭১১১৬৯৪৩২
আব্দুল কাদির লস্কর
চুনারুঘাট
ফোন ঃ ০১৭১১৩৪৮৬৭৬
রফিক আহমদ
লাখাই
ফোন ঃ ০১৭১৮০২১২৭১
জাকির হোসেন চৌধুরী
মাধবপুর
ফোন ঃ ০১৭১১৪৫০৮৩৪
ইকবাল হোসেন খান
বানিয়াচং
ফোন ঃ ০১৭১২২০০৯২৬
আব্দুল কাদির চৌধুরী
বাহুবল
ফোন ঃ ০১৭১২৭৪৭৭২৫
দেওয়ান গোলাম সারওয়ার হাদী গাজী
নবীগঞ্জ
ফোন ঃ ০১৭১১১৯৪৬৭১

www.pathagar.com

আজমীরিগঞ্জ উপজেলা-নির্বাচন স্থগিত
দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন
সুনামগঞ্জ সদর
ফোন ঃ ০১৭১২৭৪৭৪২৫
আতাউর রহমান
জগন্নাথপুর
ফোন ঃ ০১৭১১৮৮৭১৯১
মিজানুর রহমান চৌধুরী
ছাতক
ফোন ঃ ০১৭১১৯৯৬৬৯৯
আব্দুল কুদ্দুস
দোয়ারা বাজার
ফোন ঃ ০১৭১৮৯৭৮১৭৭
ফারুক আহমদ
দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
ফোন ঃ ০১৭১৫৫২৫১২৪
এডভোকেট অবনী মোহন দাস
শাল্লা
ফোন ঃ ০১৭১৮৯০৭৩৫১
তোফাজ্জল হোসেন
বিশ্বম্ভরপুর
ফোন ঃ ০১৭১৬৯৭১৯৮০
আনিসুল হক
তাহিরপুর
ফোন ঃ ০১৭১৫১৭২২৩৮
আব্দুল আউয়াল
ধর্মপাশা
ফোন ঃ ০১৭১১৯০৪১৯০
আলহাজ্ব আব্দুল কুদ্দুস
দিরাই
ফোন ঃ ০১৭১৮১১৬৯৫২
ইউসুফ আল আজাদ
জামালগঞ্জ
ফোন ঃ ০১৭১৫১৪২১৭৭

তথ্য সংগ্রহে ঃ খলকু কামাল, লেখক, গবেষক ও সমাজসেবক, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
ফোন ঃ ৭১৮-৫১৮-০৫২৯, সিলেটঃ ৮৮০-৮২১-৭১৭১৯৮, ১লা মার্চ, ২০০৯

#

www.pathagar.com

রাজনৈতিক নেতাদের আদি বাসস্থান

প্রতিটি মানুষের জানার আগ্রহের শেষ নেই। সবাই চায় জানতে। কেউ বিভিন্ন দেশের নাম, আবার কেউ চায় বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্টের নাম। বাংলাদেশের বড় বড় রাজনীতিবিদরা কোন জেলার বা তাদের আসল বাড়ী কোথায় তা নিয়েও অনেকের কৌতুহল রয়েছে। কারণ বেশীরভাগ রাজনীতিবিদ সারা জীবন ঢাকাতে থাকেন। শুধু নির্বাচন আসলে এলাকায় চলে যান। তাই এবার দেশের প্রধান চারটি দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের নাম ও জেলার নাম নীচে তুলে ধরলাম পাঠকদের জানার জন্য–

আওয়ামী লীগ

শেখ হাসিনা, শেখ সেলিম, কর্ণেল ফারুক খান– গোপালগঞ্জ, আবুল মাল আব্দুল মুহিত, নুরুল ইসলাম নাহিদ–সিলেট, আমির হোসেন আমু–ঝালকাটি, তোফায়েল আহমদ–ভোলা। মোঃ নাসিম–সিরাজগঞ্জ। আব্দুর রাজ্জাক–মাদারীপুর, এডভোকেট আব্দুল হামিদ, জিল্লুর রহমান, সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম–কিশোরগঞ্জ, আব্দুল জলিল –নওগাঁ। বেগম সাজেদা চৌধুরী, কাজী জাফর উল্লা–ফরিদপুর। বেগম মতিয়া চৌধুরী–শেরপুর। জোহুরা তাজ উদ্দিন–গাজীপুর। আবু সাঈদ–পাবনা, ওবায়দুল কাদের–নোয়াখালী। ড. দীপু মনি, মহি উদ্দিন আলমগীর, মোফাজ্জল হোসেন মায়া–চাঁদপুর। সুরঞ্জিত সেন সুপ্ত–সুনামগঞ্জ। সাহারা খাতুন–ঢাকা, অধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ ও সুলতান মোহাম্মদ মনসুর–মৌলভীবাজার। দেওয়ান ফরিদ গাজী, এনামূল হক মোস্তফা শহীদ –হবিগঞ্জ। আব্দুল মন্নান –বগুড়া, ডাঃ মোস্তফা জামান মহিউদ্দিন–ঢাকা। আবদুল মতিন খসরু ও মোফাজল হোসেন পল্টু –কুমিল্লা

জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি

বেগম খালেদা জিয়া–জন্মস্থান-জলপাইগুড়ি, স্থায়ী নিবাস–দিনাজপুর। আদি পিতৃ ভিটা–ফেনী। সাইফুর রহমান–মৌলভীবাজার। শামসুল ইসলাম–মুন্সীগঞ্জ। ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, জয়নাল আবেদীন ফারুক–নোয়াখালী, আব্দুল মতিন চৌধুরী–নারায়ণগঞ্জ। ড. মোশারফ হোসেন, ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া ও এমকে আনোয়ার–কুমিল্লা। আব্দুল মান্নান ভুইয়া–নরসিংদী, ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার–পঞ্চগড়। খন্দকার দেলওয়ার হোসেন–মানিকগঞ্জ। খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ–গোপালগঞ্জ। লেঃ জেঃ মাহবুবুর রহমান–দিনাজপুর। ড. আর এ গনি–রংপুর, বিচারপতি বি. এইচ খান–ময়মনসিংহ, নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

খান–জামালপুর। ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, সাদেক হোসেন খোকা, মির্জা আব্বাস–ঢাকা। সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী, আব্দুল্লা আল নোমান–চট্টগ্রাম। তরিকুল ইসলাম–যশোর। চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ –ফরিদপুর। ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ–গাজীপুর।

জাতীয় পার্টি

হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের জন্ম পশ্চিম বাংলার দিনহাটা মহকুমা শহরে। ৪৭ এ দেশ বিভাগের পর তিনি রংপুরে সেটেল করেন। রওশন এরশাদ ও ডাঃ এম এ সিদ্দিকী-ময়মনসিংহ, এটিএম ফজলে রাব্বী-গাইবান্ধা, কাজী জাফর আহমদ-কুমিল্লা, জিএম কাদের-রংপুর, মেজর জেঃ (অব.) শামসুল হক–চাঁদপুর, এবিএম রুহুল আমীন হাওলাদার-পটুয়াখালী, জিয়াউদ্দিন বাবলু–চট্টগ্রাম, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা–ঢাকা। কাজী ফিরোজ রশিদ ও এম এ শাহজাহান-বগুড়া, মাহমুদুল ইসলাম ও আনিসুল ইসলাম-চট্টগ্রাম, গোলাম মোস্তফা-বরিশাল, মোস্তফা জালাম হায়দার-পিরোজপুর, রাজিয়া ফয়েজ-সাতক্ষীরা, ডাঃ আব্দুল মতিন ও এটি এম গোলাম মোস্তফা-খুলনা, আব্দুস সাত্তার-জামালপুর, আতিকুর রহমান আতিক-সিলেট।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

অধ্যাপক গোলাম আযম–ঢাকা। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা আব্দুস সোবহান –পাবনা। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী–পিরোজপুর। মাওলানা আবুল কালাম ইউসুফ–খুলনা। আলী আহসান মোজাহিদ, আব্দুল কাদের মোল্লা-ফরিদপুর। মোহাম্মদ কামারুজ্জামান–শেরপুর। মকবুল আহমদ, মাওলানা রফি উদ্দিন–ফেনী। ব্যারিষ্টার আব্দুর রাজ্জাক–সিলেট। অধ্যাপক নাজির আহমদ, ডাঃ আব্দুল্লাহ মোঃ তাহের, এডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার–কুমিল্লা। অধ্যাপক আবু নাসের–নোয়াখালী। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান– রাজশাহী। মীর কাশেম আলী–মানিকগঞ্জ। এটিএম আজহারুল ইসলাম-রংপুর। অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের–চট্টগ্রাম। রফিকুল ইসলাম খান–সিরাজগঞ্জ।

#

www.pathagar.com

www.pathagar.com